বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান






বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান

বার্ষিক প্রতিবেদন | ২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.probashi.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

নির্দেশনায়

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আহ্বায়ক

মো: আব্দুল মান্নান
অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ

সদস্য

মো. আমিনুর রহমান
উপসচিব, সেবা ও প্রটোকল

ড. নাশিদ রিজওয়ানা মনির
উপসচিব, গবেষণা ও নীতি

মো. আবু রায়হান
সিস্টেম এনালিস্ট

সদস্য সচিব

মির্জা শাকিলা দিল হাছিন
উপসচিব, সংসদ ও সমন্বয়

প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২১

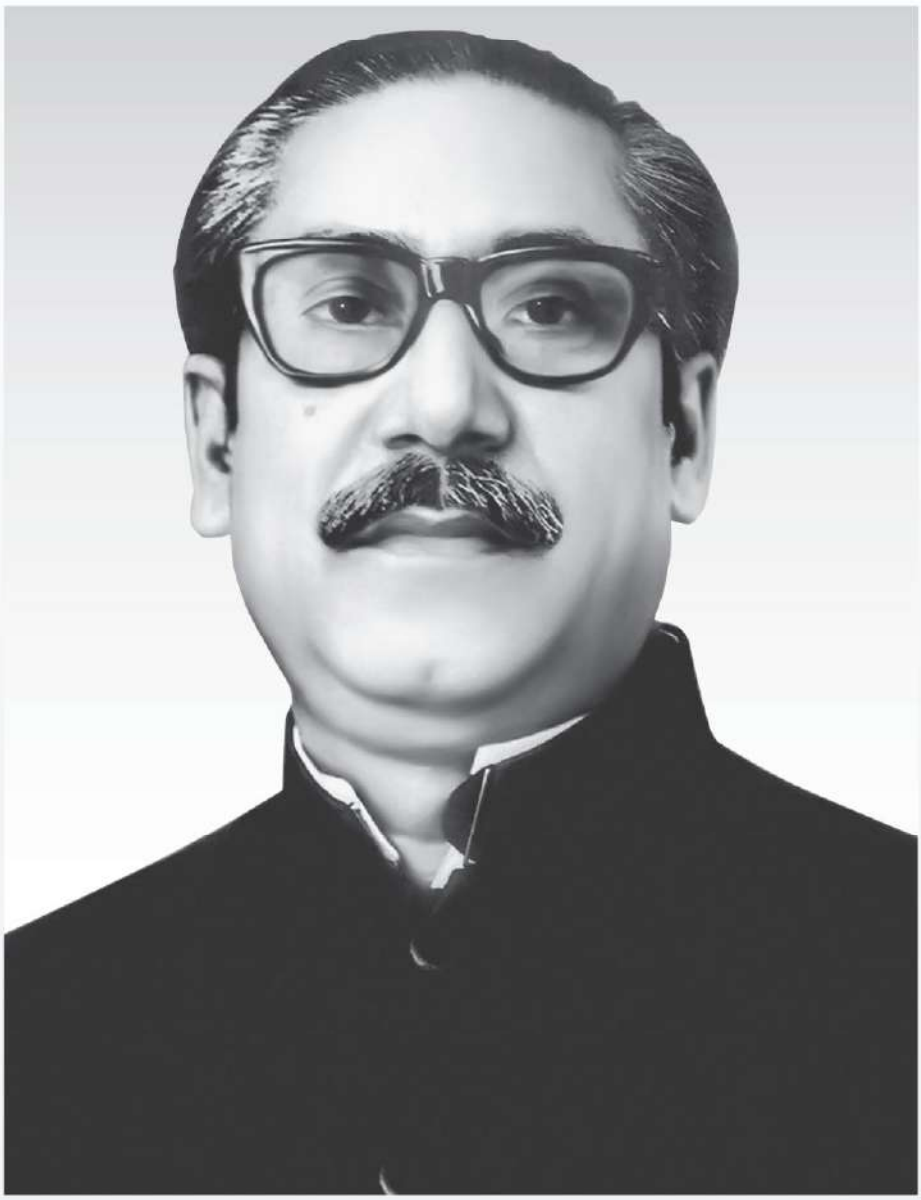

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



"বিদেশে পাঠানোর আগে শ্রমিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমরা এখন শুধু লেবার পাঠাবো না। দক্ষ জনশক্তিও আমাদের প্রেরণ করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের দিকে নজর দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, যেহেতু তারা আমাদের দেশেরই নাগরিক।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী



মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮"-এ প্রতিশ্রুতি প্রতি উপজেলা হতে প্রতি বছর গড়ে এক হাজার কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লকডাউন ও বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৫৪ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। এ অর্থবছরে অর্জিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সৌদি আরব সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ২০ মে ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব প্রবাসী যেসব বাংলাদেশি কর্মী বাংলাদেশে ছুটি শেষে নিজ খরচে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন পালন করেছেন, তাদেরকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে কর্মী প্রতি ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা) করে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমনকারী বাংলাদেশি কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করোনা টিকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সারা বিশ্বে অবস্থানরত ১ কোটি ২০ লক্ষ অভিবাসী কর্মী যাতে বিনামূল্যে এই প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য গন্তব্য দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণে সকল প্রকার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আপনারা জেনে আরো আনন্দিত হবেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রীসের এথেন্সে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল" স্কুল, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাতে, সৌদি আরবের রিয়াদ ও দাম্মামে এবং বাহরাইনে মোট ০৫ টি স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্ব্যর্থহীন নেতৃত্বে অর্জিত সুমহান স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে আমি প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকল অভিবাসী কর্মীদের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ইমরান আহমদ, এমপি



সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সরকারের অভিবাসন বিষয়ক নীতি কৌশলের আলোকে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতকরণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশি কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং দেশে ও প্রবাসে তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এবং বিশ্বের ২৬টি দেশে বাংলাদেশ মিশনের ২৯ টি শ্রম কল্যাণ উইং নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশগামী ও বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের স্বল্প সুদে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ঋণ সহযোগিতা প্রদানের জন্য নিয়োজিত রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহের ফসল প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, যা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর ৯৫ শতাংশ শেয়ারে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংক।

প্রবাসী কর্মীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিএমইটি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৬৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)তে শ্রমবাজারের চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ ও নৈতিক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মী প্রেরণের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে ব্যাহত হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও প্রবাসী ভাই-বোনেরা এ অর্থবছরে রেকর্ড ২৪.৭৮ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স প্রেরণ করেছেন। যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৬% বেশী। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের আর্থ-সামাজিক রি-ইন্টিগ্রেশনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল থেকে মাত্র ৪% সুদে সহজ শর্তে ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ঋণ বিতরণ করছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। এর সাথে যুক্ত আছে অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত আরো ৫০০ কোটি টাকার তহবিল। সৌদি আরব ফেরত/নতুন করে সৌদি আরব গমণেচ্ছুদের এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে কর্মী প্রতি কোয়ারেন্টিন খরচের ভর্তুকি বাবদ ২৫,০০০/-করে প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের সাথে সমন্বয় করে এ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ প্রবাসী কর্মীকে বিশেষ ব্যবস্থায় বয়স নির্বিশেষে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় বিদেশ ফেরা কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশনের জন্য ৪২৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। যা আগামী অর্থবছর থেকে বাস্তবায়িত হবে।

আমরা বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সেবা সহজিকরণ এবং অংশীদারিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ ও নৈতিক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় সামষ্টিক অর্থনীতিতে অবদান ও দারিদ্র বিমোচনে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের অন্যতম কর্মসূচি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার দৃপ্ত শপথে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টা রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। একই সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন



অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ প্রকাশনায় সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি, প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করা এবং প্রবাসীদের মাধ্যমে অর্জিত রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ।

এ মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সময়োপযোগী গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের কারণে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৫৪ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২% নগদ প্রণোদনা ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আহরণ করেছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে আমাদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান, চাহিদা ভিত্তিক নতুন পেশা চিহ্নিতকরণ, পেশা ভিত্তিক গন্তব্য দেশের উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, নিরাপদ অভিবাসনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিলবোর্ড স্থাপন, নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার আয়োজন। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের যোগ্য নেতৃত্বে ও তৎপরতায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও বেশী বিকশিত হবে বলে আমি মনে করি।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রনয়নের এ শ্রমসাধ্য কাজের সাথে জড়িত সকল শুভানুধ্যায়ী সহকর্মীগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: আব্দুল মান্নান

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, নারী কর্মীর সুরক্ষা, মুজিববর্ষের কার্যক্রমসহ নানা কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরও বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয় বর্ধক এবং লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণই এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন তিনটি সংস্থা- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এবং ২৬টি দেশের বাংলাদেশ মিশনে ২৯ টি শ্রম কল্যাণ উইং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সিংহভাগ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসীদের বিদেশ গমনকালে নমনীয় শর্তে ও সুদে এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৭৪ টি দেশে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীগণ কাজ করছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লকডাউন ও বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৫৪ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। এছাড়া, নতুন শ্রমবাজার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দেশ কম্বোডিয়া, সিশেলস, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং চীনে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া ও জর্ডানে কর্মী প্রেরণের পাশাপাশি বোয়েসেল বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ০৫টি টিম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীগণ যেন সংশ্লিষ্ট দেশে Electronically RPL সনদ নিয়ে শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য e-RPL infrastructure নির্মাণ করা হচ্ছে। Post-pandemic Strategic Roadmap for the Labor Migration Sector প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সরকার ২০১৯ সালে বৈধ চ্যানেলে প্রেরিত রেমিটেন্স এর উপর ২% প্রণোদনা ঘোষণা করার ফলে কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০২০-২১ অর্থবছরে রেকর্ড প্রায় ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স পাওয়া গিয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ৩৬% বেশি।

বর্তমানে বিএমইটি'র আওতাধীন ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) ও ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)-তে ৫৫টি ট্রেডে বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ সালে কোভিড-১৯ চলাকালীন লকডাউন ও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি মেনে এ পর্যন্ত ৩,২৯,২১৪ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকার নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে ৩৭ টি টিটিসিতে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। গৃহকর্মী পেশায় নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল আপডেট করা হয়েছে এবং ৪৪ টি টিটিসি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একমাত্র সরকারি রিক্রুটিং এজেন্ট বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) এর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে জর্ডান, হংকং ও সিশেলস এ ৫৫৫৬ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ৮ টি নতুন ট্রেড ও Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অর্থায়নে ৯ টি নতুন ট্রেড যুক্ত

করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের আন্তর্জাতিক সনদায়নের জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds এর মাধ্যমে ০৬ টি টিটিসিতে ভিন্ন ভিন্ন ০৬ টি পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য বিএমইটির প্রকল্পাধীন ২ লক্ষ ড্রাইভার এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪০ টি টিটিসি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরও ১০০ টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত অভিবাসী কর্মীর জন্য বাধ্যতামূলক বীমা সুবিধার আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২২৩৮৩৫ জন অভিবাসী কর্মীকে বীমা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের জন্য মাসে ০১ হাজার টাকা **"প্রতিবন্ধী ভাতা"** ও অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০৭ জন অসুস্থ/আহত কর্মীকে ১,৭৬০৭,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন/দাফন/পরিবহন বাবদ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১৫৭ জনকে ৩৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ১১,০৪,৯৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৬৩৫ জন মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান ৩ লক্ষ টাকা করে ২০৫,৯০,৬৭,০৭৪ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীর ৬,৭৫৬ জন মেধাবী সন্তানকে ১০ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ১০৬২ জন প্রবাসী কর্মীর অনুকূলে ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্স ও সার্ভিস বেনিফিট হিসেবে ৫৮,৭৩,৭৩,৩১৮ টাকা আদায়পূর্বক তাদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সুবিধার্থে **"প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার"** স্থাপন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রীসের এথেন্সে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল" স্কুল, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাতে, সৌদি আরবের রিয়াদ ও দাম্মাম এবং বাহরাইনে মোট ০৫ টি স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০ মে ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরবগামী নতুন, পুরাতন অভিবাসী কর্মীদের সৌদি আরবে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের খরচ বাবদ মাথাপিছু ২৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছু এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাগত কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা, টিকা প্রাপ্তি ও কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে এ মন্ত্রণালয় 'কুইক রেসপন্স' টিম গঠন করেছে। বিদেশ থেকে প্রত্যাগত কর্মীদের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ টিকা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উদ্যোগে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবাসী কর্মীদের টিকার দ্রুত নিবন্ধনের জন্য টিটিসি/ জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ঐচ্ছিক বিকল্প মাধ্যম হিসেবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ "AmiProbashi App" চালু করা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং ব্যাংকের ৮৬ শাখার মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২০০ কোটি টাকা হতে মাত্র ৪% সরল সুদে ৯২.৩৯ কোটি টাকা এবং ৫০০ কোটি টাকা হতে পুরুষ কর্মীদের ৯% ও মহিলা কর্মীদের জন্য ৭% সুদে ২৩৬.৩৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগন। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি তথ্য ভান্ডার। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সরকারি কাজে জনগণের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা যদি নিশ্চিত হয় তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ এবং তাদের কল্যাণ সাধনই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসনের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ ও নৈতিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই হবে আমাদের আগামী দিনের অঙ্গীকার।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৫
অধ্যায়-২	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স	২৩
অধ্যায়-৩	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অনুসন্ধান	২৯
অধ্যায়-৪	দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	৩১
অধ্যায়-৫	অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন, নীতি, বিধি ও কৌশলগত ব্যবস্থা	৩৯
অধ্যায়-৬	গবেষণা	৪১
অধ্যায়-৭	উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫
অধ্যায়-৮	নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসনে গৃহীত কার্যক্রম	৪৯
অধ্যায়-৯	কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন	৫৩
অধ্যায়-১০	শ্রম কল্যাণ উইং	৭১
অধ্যায়-১১	আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০	৭৩
অধ্যায়-১২	প্রবাসী কল্যাণমূলক কার্যক্রম	৭৭
অধ্যায়-১৩	অভিবাসন সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৮১
অধ্যায়-১৪	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৮৫
অধ্যায়-১৫	মুজিববর্ষ	৮৭
অধ্যায়-১৬	স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী	৯১
অধ্যায়-১৭	করোনা পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রম	৯৩
পরিশিষ্ট-১	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)	৯৯
পরিশিষ্ট-২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহ	১০৫

Thursday, Oct 07, 2021 | Last Update : 12:09 pm

Dhaka Tribune

PM Hasina to migrant workers: Get prepared before going abroad

Published at 05:26 pm January 6th, 2021

BSS



File Photo: Prime Minister Sheikh Hasina addressing the opening ceremony of International Migrants Day-2020 at Bangabandhu International Conference Center (BICC) as chief guest, joining the event virtually from her official residence Ganabhaban on Wednesday, January 6, 2020 Focus Bangla

Prime Minister Sheikh Hasina directed the concerned ministries and organizations to strengthen their monitoring to ensure training for migrant workers

Prime Minister Sheikh Hasina directed the concerned ministries and organizations to strengthen their monitoring to ensure training for migrant workers

Putting emphasis on the registration of migrant workers, Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday urged job seekers to go abroad after attaining required skills and having accurate information about their work, averting any allurement of middlemen.

"To this end, the Expatriates' Welfare and Overseas Employment Ministry and especially the recruiting agents have to play a more responsible role," she said.

The premier was addressing the opening ceremony of International Migrants Day 2020 at Bangabandhu International Conference Center (BICC) as chief guest, joining the event virtually from her official residence Ganabhaban.

Sheikh Hasina emphasized on attaining skills and said the migrant workers could earn even more money and secure their jobs if they attain required skills through training before going abroad.

"We've already taken sufficient initiatives across the country to prepare the overseas-bound people as skillful for foreign jobs . . . so don't try to go abroad illegally," she said.

The prime minister said the Expatriates' Welfare and Overseas Employment Ministry and concerned organizations organize necessary trainings to make the migrant workers familiar with overseas jobs.

...the training sincerely rather collect the certificate anyway which

...al of 155 NRBs as CIP for sending

...g labour-wing in the ...the countries where more ...rkers.

...her on December ...s paying half ...ller to the

অধ্যায়
১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



রূপকল্প (Vision)

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)



আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষ জনবল তৈরি;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর নতুন নতুন ক্ষেত্র ও স্থান চিহ্নিতকরণ।

লক্ষ্য



রূপকল্প -২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আনয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীতকরণ।

[1][42.] MINISTRY OF EXPATRIATES' WELFARE AND OVERSEAS EMPLOYMENT

1. Welfare of Bangladeshi expatriates and protection of their rights.
2. Complaint of expatriates and their redress.
3. Facilitation of investment by expatriates in Bangladesh.
4. Projects for the participation of expatriates in economic and social welfare activities in Bangladesh.
5. Registration of recruiting agencies.
6. Overseas employment at all levels.

[2][6A. Training and skill development relating to overseas employment.]

7. Matters relating to Bangladesh Overseas Employment Services Limited.
8. Organisations and Companies in the public sector dealing with overseas employment including BMET.
9. Administration of Labour Wing in Bangladesh Missions abroad and appointment of officers and staff thereo of .
10. Administration of Wage Earner's Welfare Fund.
11. Promotion of Bangladeshi culture among expatriates abroad.
12. Liaison with Associations of Bangladeshi abroad.
13. Secretarial administration including financial matters.
14. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry.
15. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
16. All laws on subjects allotted to this Ministry.
17. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
18 Fees in respect of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.]

Note: [1]Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/2/2001-Rules/156, Dated 20 December 2001 & S.R.O No. 231-Law/2008-CD-4/5/2008-Rules, Dated 24 July 2008.

[2]Amended vide S.R.O No. 224-Law/2010, Dated 20 June 2010.



মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ ;
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন ;
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিষয়াদি ;
- মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন/সংশোধন ;
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান ;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন ;
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান ;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান ;
- বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ ;
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ ;
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ;
- বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম।



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম কল্যাণ উইং ও দপ্তর/সংস্থাসমূহ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন/কনস্যুলেট জেনারেলের ২৯টি শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা প্রদান করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ মূলত নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেঃ

১) নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি ও বিদ্যামান শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ;

২) বিদেশে নিয়োগকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৩) অভিবাসী কর্মীদের কর্মপরিবেশ, সুবিধা ও সমস্যাবলী সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ;

৪) অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহ পরিচালনায় আইনগত সহায়তা প্রদান;

৫) বিদেশে কারাদন্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি কর্মীদের বিবরণ সরকারের নিকট প্রেরণ এবং কারাভোগরত কর্মীদের আইনানুগ সহায়তা প্রদান;

৬) যে সকল অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে তাদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণ এবং নিয়োগকর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়;

৭) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশি কর্মীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরকারের নিকট নিয়মিত তথ্য প্রেরণ;

৮) বিদেশে আটককৃত বা বিপদগ্রস্ত কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান।

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম কল্যাণ উইংয়ের তালিকা

অঞ্চল	শ্রম কল্যাণ উইং
এশিয়া	আবুধাবী, দুবাই-সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, দোহা-কাতার, টোকিও-জাপান, সিউল-সাউথ কোরিয়া মাস্কাট-ওমান, রিয়াদ, জেদ্দা-সৌদি আরব, মানামা-বাহরাইন, কুয়ালালামপুর-মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বন্দর সেরী বাগওয়ান-ব্রুনাই, বাগদাদ-ইরাক, আম্মান-জর্ডান, মালে-মালদ্বীপ, ব্যাংকক-থাইল্যান্ড, হংকং, বৈরুত-লেবানন।
আফ্রিকা	কায়রো-মিশর, ত্রিপলী-লিবিয়া, পোর্ট লুইস-মরিশাস, প্রিটোরিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
ইউরোপ	জেনেভা-সুইজারল্যান্ড, রোম, মিলান-ইতালি, এথেন্স-গ্রিস, মাদ্রিদ-স্পেন, মস্কো-রাশিয়া
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা-অস্ট্রেলিয়া



প্রবাসীদের নিকট তৃণমূল পর্যায়ে সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে কনস্যুলার ভিজিটের মাধ্যমে প্রবাসীদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান; জেদ্দা শহর হতে প্রায় পাঁচশত কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত আল বাহা শহরে শ্রম কল্যাণ উইংয়ের পক্ষ হতে বিভিন্ন সেবা দিচ্ছেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, কাউন্সেলর (শ্রম); জনাব ইমদাদুল হক, অনুবাদক কাম আইন সহকারি; জনাব আলী আজগর চৌধুরী, কল্যাণ কর্মকর্তা ও সহায়তা করছেন গাড়ী চালক জনাব জাহিদুর রহমান চৌধুরী

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে রিক্রুটিং এজেন্টসমূহকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর উপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরনের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বর্হিগমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠিত হলে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এই ব্যুরোকে একটি অধিদপ্তর হিসেবে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। এরপর ২০১৩ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ অনুযায়ী একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ পাসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন করা হয়। ১৬ সদস্যের একটি পরিচালনা পরিষদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পরিষদের (বোর্ড) সভাপতি। সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল), বাংলাদেশ ব্যাংক, বিদেশ প্রত্যাগত ০১ জন নারীসহ ০৩ জন কর্মী এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সী (বায়রা) প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক পরিচালনা পরিষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL)

নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে চাকরির নিরাপত্তা ও কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রবাসী কল্যাণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ও ব্যক্তিগত আগ্রহের ফসল এই ব্যাংক। বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মক্ষম বেকার জনশক্তিকে সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে জারিকৃত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) দ্বারা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা

করা হয়। ২০১১ সালের ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। সৃষ্টিলগ্নে এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১০০ (একশত) কোটি টাকা। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধন ৪০০ (চারশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকার ২০ (বিশ) কোটি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৩৮০ (তিন শত আশি) কোটি টাকা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে। তফসিলি ব্যাংকের সুবিধা মানুষের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শাখা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স আনয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৮৩ টি শাখা রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ ব্যাংকের আরও ১৭ টি শাখা উদ্বোধন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।



প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সাথে রেমিটেন্স বিতরণ চুক্তি স্বাক্ষর

অধ্যায়
২

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

২.১। বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৭৪টি দেশে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ প্রবাসী কর্মী কর্মরত রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সময়োপযোগী গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের কারণে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৭১,৯৫৪ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন। কোভিড-১৯ অতিমারির পর থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে এগিয়ে চলছে। প্রবাসে অবস্থানরত আমাদের অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে পৃথিবীর বহুদেশ বিভিন্ন সময় লকডাউন, বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞাসহ নানা শর্ত আরোপ করে। আমাদের প্রধান শ্রমবাজার জিসিসিভুক্ত দেশসমূহে তেলের মূল্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবে বাংলাদেশি কর্মীদের নতুন কর্মসংস্থানে সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। ২০১৯ সালে সারা বিশ্বে ৭.১৬ লক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হলেও ২০২০ সালে ২.১৭ লক্ষ এবং ২০২১ সালের মে পর্যন্ত ১.৯৫ লক্ষ কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। আশার কথা এই যে, গন্তব্য দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সহযোগিতার ফলে কোন দেশেই বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়নি। সরকার নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে সচেষ্ট রয়েছে। বিদেশগামী ও প্রত্যাগত প্রবাসীদের কোভিড-১৯ টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রবাসগামী কর্মীদের করোনা টেস্ট, গন্তব্য দেশে আবশ্যিক কোয়ারেন্টাইনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহে প্রণোদনা প্রদানসহ গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম সারা বিশ্বেই প্রশংসিত হয়েছে। শীঘ্রই আমাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সামগ্রিক চিত্র স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

২.২। জেলাভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, ২০২০-২১

জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন
কুমিলা	৩৩০৬৬	ফরিদপুর	৬৮৩৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৪০৪	সাতক্ষীরা	৯১০
ব্রাহ্মনবাড়িয়া	২২০৫২	মানিকগঞ্জ	৫৩৭৪	মেহেরপুর	১৭১৫	পটুয়াখালী	১০১৮
টাংগাইল	১১৯৫৪	সুনামগঞ্জ	৫৯৫৭	রাজবাড়ী	২০৭৭	জয়পুরহাট	৭৬৮
চট্টগ্রাম	১০৬০৪	মৌলভীবাজার	৪৭২৬	সিরাজগঞ্জ	১২৮৪	নড়াইল	৮৮৭

জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন	জেলার নাম	বিদেশে গমন
ঢাকা	১০৭২২	ফেনী	৬৪২৯	ভোলা	২১৩২	ঝালকাঠি	৮৭২
চাঁদপুর	১২৪১৫	বগুড়া	৪০৫৯	চুয়াডাঙ্গা	১১৭৯	কুড়িগ্রাম	৭৯৯
কিশোরগঞ্জ	১০৪০০	বরিশাল	২৯৬৯	গাইবান্ধা	১২৩৫	রংপুর	৭২৯
নরসিংদী	১১০৯০	পাবনা	২১২৭	পিরোজপুর	১৬১৫	দিনাজপুর	৬৬৩
নোয়াখালী	১১৪১৬	কক্সবাজার	৩২০১	নেত্রকোণা	১৩৬১	শেরপুর	৫৯১
ময়মনসিংহ	৬১৯৩	কুষ্টিয়া	২০৪৫	বরগুনা	১৩৯৬	নীলফামারী	৩৭৭
সিলেট	৬৯৯৬	ঝিনাইদহ	২২২৭	রাজশাহী	৯২৪	ঠাকুরগাঁও	৪২৪
গাজীপুর	৫৯২১	যশোর	২১৫৫	নাটোর	৯৫৫	খাগড়াছড়ি	২৮১
হবিগঞ্জ	৬৭৯৮	শরিয়তপুর	২৯৪১	মাগুরা	১০২৬	লালমনিরহাট	১৮২
নারায়ণগঞ্জ	৬৫২৯	নওগাঁ	২৫৭৫	গোপালগঞ্জ	১৩৯৬	পঞ্চগড়	১৫৯
মুন্সিগঞ্জ	৬৭৫৩	মাদারীপুর	৩৭৭৮	খুলনা	৯৩৫	রাঙ্গামাটি	১৭৫
লক্ষ্মীপুর	১৪৩৮৫	জামালপুর	২১৪৬	বাগেরহাট	৯১০	বান্দরবান	১৩৪

সর্বমোট=	২,৭১,৯৫৪

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি, ২০২১]



১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ এমপি'র সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমীরাতের হিউম্যান রিসোর্সেস এন্ড এমিরেটাইজেশন মন্ত্রী মান্যবর নাসের বিন থানী জুমা আল-হামলির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুবাই বাংলাদেশের কনস্যুলার জেনারেল জনাব ইকরাল হোসেন খান এবং জনাব নাসরীন জাহান, যুগ্মসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন।

২.৩। দেশভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, ২০২০-২১

দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	দেশের নাম	বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সৌদি আরব	২১৭১০৪	কুয়েত	৭১	স্লোভেনিয়া	১৭	বতসোয়ানা	৪
ওমান	২২৯৩৯	হংকং	৬৯	পাপুয়া নিউ গিনি	১৫	ফিনল্যান্ড	৪
সিঙ্গাপুর	১২৮৮০	কম্বোডিয়া	৫৮	ফিজি	১৫	চাদ	৪
জর্ডান	৭৪০৩	ইথিওপিয়া	৫৫	সোমালিয়া	১৩	বাহরাইন	৪
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৪৯১৩	জাপান	৪৬	ব্রুনাই	১২	অস্ট্রেলিয়া	৪
কাতার	৩০২৪	যুক্তরাজ্য	৪৩	ইকুয়েডর	১১	সুইজারল্যান্ড	৪
রোমানিয়া	১০০৪	পর্তুগাল	৩১	নেদারল্যান্ড	১১	ইরাক	৪
উজবেকিস্তান	৬৯৪	সোয়াজিল্যান্ড	২৯	ইন্দোনেশিয়া	১১	মালদ্বীপ	৪
আলবেনিয়া	২১৬	মরিশাস	২৮	স্লোভাকিয়া	১১	গায়েনা	৩
পোল্যান্ড	২০০	জিবুতি	২৭	জার্মানি	১০	পাকিস্তান	৩
কানাডা	১৭৫	চেক রিপাবলিক	২২	সাউথ সুদান	৮	লিবিয়া	৩
ক্রোয়েশিয়া	১৬৬	সুইডেন	২১	সলমন আইসল্যান্ড	৬	মালয়	২
সাইপ্রাস	১৪২	সার্বিয়া	২১	ব্রাজিল	৬	ঘানা	২
ইতালি	১৩৯	ইয়েমেন	২০	নাইজেরিয়া	৫	মোজাম্বিক	২
লেবানন	৮২	বুলগেরিয়া	১৮	আয়ারল্যান্ড	৫	তানজানিয়া	১
সিশেলস	৭৯	মালয়েশিয়া	১৮	রচ্ছান্ডা	৫	আইসল্যান্ড	১
গার্নসি	১	কেনিয়া	১	স্পেন	১	বেলজিয়াম	১
অ্যাঙ্গোলা	১	লুক্সেমবার্গ	১	আফগানিস্তান	১		

সর্বমোট=	২,৭১,৯৫৪

[তথ্যসূত্র: বিএমইটি, ২০২১]

২.৪। বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী প্রেরণ

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুসারে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণে বাংলাদেশ সংকল্পবদ্ধ। এ লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধিদপ্তর বিএমইটির আওতাধীন ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী, ৬৪টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)সহ মোট ৭০ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। টিটিসিগুলোর আধুনিকায়নসহ বিশ্বের চাহিদা ও মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কারিকুলামের মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা সনদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দক্ষ কর্মী- ৬১,৬৯০ জন, স্বল্প দক্ষ কর্মী-১০,১৯৫ জন, অদক্ষ কর্মী- ১,৯৯,৮৩০ জন এবং এদের মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা- ২,৩৩,১১৫ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা- ৩৮,৮৩৯ জন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ২৩৯ কর্মী গমন করছেন।

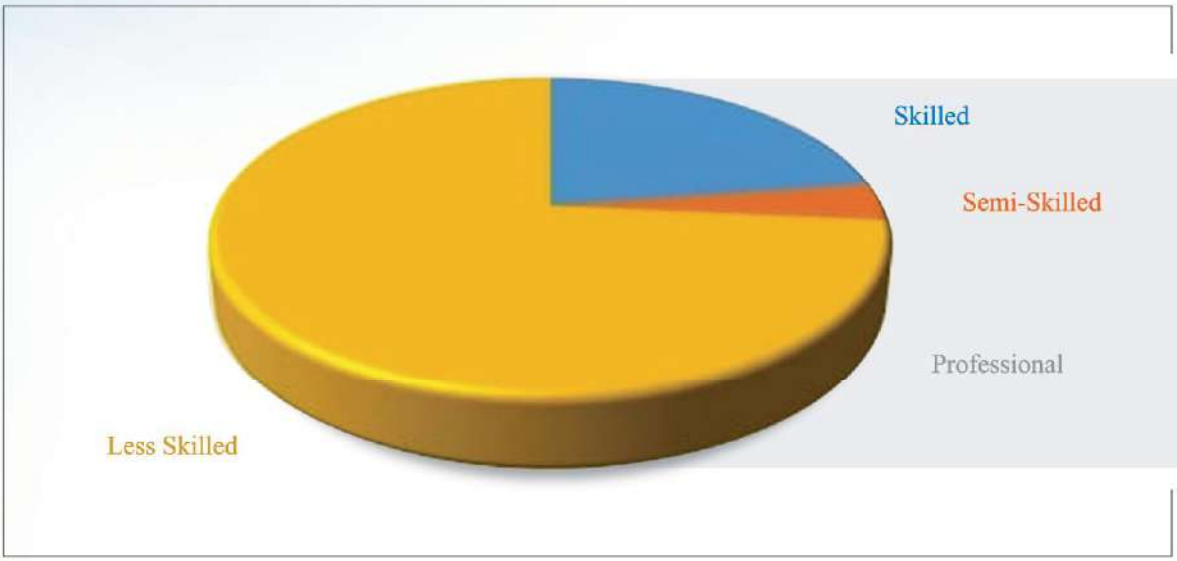

বিদেশ দক্ষতা ভিত্তিক কর্মী প্রেরণের হার

২.৫ নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান, নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের নিরাপদ ও শোভন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৮,৮৩৯ জন নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান করা হয়েছে। গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীগণ দেশীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জর্ডান, মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশে গার্মেন্টসকর্মী হিসেবে গমনের সুযোগ পাচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নারী কর্মীদের জন্য জব ফেয়ারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি উপজেলায় বিশেষ করে নারী কর্মীদের টার্গেট করে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গৃহকর্মী পেশায় সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছু নারীদের হাউজ কিপিং কোর্সে ৩০ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হাউজকিপিং এন্ড ক্যান্টনিজ ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ০২ মাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ নারীদেরকে হংকং ও ম্যাকাও এ প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও শোভন পেশা ও নতুন গন্তব্য দেশ উন্মোচনের অংশ হিসেবে হোটেল হাউজকিপিং, বিউটিফিকেশন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং চীন ও জাপানে কেয়ারগিভার পেশায় নারীকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

২.৬ সরকারিভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) Employment Permit System এর আওতায় স্বল্প ব্যয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বোয়েসেলের জর্ডান, হংকং এবং সিশেলসে ৫৫৫৬ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছেন। যার মধ্যে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরিত কর্মী ৪২৯৯ জন। এসময়কালে প্রেরিত কর্মীর শতকরা ৯৮.৭৯ ভাগই নারী কর্মী। বোয়েসেল কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

কার্যক্রম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
কর্মী প্রেরণের মোট সংখ্যা	১১,০৩৩	১১,৫১৯	৮,৫২৫	৫৫৫৬
শুন্য অভিবাসন ব্যয়ে বৈদেশিক নিয়োগ	৪৪৮৬	৬৩৬৩	৬৩০৮	৪২৯৯
কর্মী পিছু বাৎসরিক মোট আয়ের বিপরীতে মোট অভিবাসন ব্যয়ের হার হ্রাস (%)	৩.৮০%	৩.৯৪%	৬%	১৩.০৩%
নারী কর্মী প্রেরণ (%)	৭৪১০	৯২২০	৭৩৬৪	৫৪৮৯
প্রেরিত মোট কর্মীর মধ্যে নারী কর্মীর হার (%)	৭৩.৮৩%	৮০.০৪%	৮৬.৩৯%	৯৮.৭৯%



জর্ডানে নারী কর্মী প্রেরণ

২.৭ রেমিটেন্স

দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের দ্বিতীয় প্রধান উৎস বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্স। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২% নগদ প্রনোদনা ঘোষণার প্রেক্ষিতে বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বৈধ চ্যানেলে রেকর্ড পরিমাণ ২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা (২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) রেমিটেন্স আহরণ করেছে। যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ৩৬% বেশি। আগামী অর্থবছরে এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।



কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশি নাগরিক বিশেষত ইপিএস (এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম) কর্মীর ওপর আরোপিত বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি ও ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, সচিব মহোদয়ের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কিউন এর বিশেষ আলোচনা সভা। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লি:-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: বিল্লাল হোসেন।

অধ্যায়
৩

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অনুসন্ধান

৩.১ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীদের জন্য অন্যতম বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উৎস। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণের জন্য মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও নীতি, মিশন ও কল্যাণ এবং কর্মসংস্থান অনুবিভাগ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেনিয়া, তাজিকিস্তান ও গায়েনার শ্রমবাজারে অনুসন্ধানী গবেষণার পর এখন সেখানে কর্মী প্রেরণের চেষ্টা চলছে।

বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে দেশসমূহের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি ও চাহিদা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আলবেনিয়া, মাল্টাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে নতুন শ্রমবাজার খোলার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নারী অভিবাসী কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য-সেবা খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে বিএমইটি এক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.২ বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) ISO9001:2015 সনদপ্রাপ্ত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রেরণকৃত মোট ৫,৫৫৬ জন কর্মীর দেশ ও পেশাওয়ারী তথ্য নিম্নে ছকে প্রদান করা হলো:

দেশ	পেশাজীবী	দক্ষ	স্বল্প দক্ষ	মোট
জর্ডান	-	৫৪৮২	৬৭	৫,৫৪৯
সিশেলস	-	৫	-	৫
হংকং	২	-	-	২
মোট	২	৫৫৮৭	৬৭	৫,৫৫৬

৩.২ দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

Employment Permit System এর আওতায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০০৮ খ্রিঃ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১) কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় ১১০০ (এক হাজার একশত) মার্কিন ডলার মাত্র।

২) কর্মীগণ দক্ষিণ কোরিয়ায় ওভারটাইমসহ মাসে প্রায় মাসিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা আয় করে থাকে এবং তাদের থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা নিয়োগকারী কোম্পানি করে থাকে।

৩) ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত EPS এর মাধ্যমে মোট ২১,৯৯৩ জন কর্মী চাকুরি নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে কোরিয়া গমন করেছে।

৪) EPS এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া EPS এ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়।

৩.৩. জর্ডানে গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

জর্ডান সরকার ২০১০ সনের সেপ্টেম্বর মাস হতে বাংলাদেশ হতে বোয়েসেলের মাধ্যমে শুধুমাত্র মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে। বর্তমানে বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষ নারী কর্মীর পাশাপাশি কিছু সংখ্যক দক্ষ পুরুষ গার্মেন্টস কর্মী জর্ডানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।

ক) জর্ডানের গার্মেন্টস কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক প্রবীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে।

খ) বোয়েসেল কর্তৃক বিশেষ ছাড়কৃত অভিবাসন ব্যয়ে দক্ষ মহিলা গার্মেন্টস কর্মীকে জর্ডানে প্রেরণ করছে।

গ) প্রত্যেক মহিলা কর্মী গড়ে ১৫,০০০-২০,০০০/- আয় করে।

ঘ) বোয়েসেলের কোন দালাল/মধ্যস্বত্ব ভোগী/ এজেন্ট নাই, বিধায় নারী কর্মীরা সরাসরি বোয়েসেল অফিসে যোগাযোগ করে কোন প্রকার প্রতারণা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশ তে পারছে।

ঘ) ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত জর্ডানের বিভিন্ন গার্মেন্টসে মেট ৭০,৮৬২ জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।

ঙ) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রেরিত ৫,৫৫৬ জন কর্মীর মধ্যে জর্ডানের বিভিন্ন গার্মেন্টসে মোট ৫,৪৮২ জন নারীকর্মী চাকুরি গ্রহণ করেছে।

৩.৪ বোয়েসেলের উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত EPS এর মাধ্যমে মোট ২১,৯৯৩ জন কর্মীকে দক্ষিণ কোরিয়া প্রেরণ করা হয়;
- ৩০ জুন, ২০২১ প্রর্যন্ত বোয়েসেলের মাধ্যমে ৭০,৮৬০ জন মহিলা এবং ১০৩৪ জন পুরুষসহ মোট ৭১,৯২১ জন গার্মেন্টস কর্মীকে জর্ডানে প্রেরণ করা হয়;
- গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে ৫,৫৫৬ জন কর্মীকে প্রেরণ করা হয়;
- বোয়েসেল-এর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ৩০ জুন, ২০২১ প্রর্যন্ত মোট ১,১১,০৭০ জন কর্মীকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়।
- কর্মী নির্বাচন হতে শুরু করে চূড়ান্ত বিদেশ গমন প্রর্যন্ত সকল কাজ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে;
- অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বোয়েসেল এর সকল আয় ব্যয়ের সঠিক হিসেব রাখা হচ্ছে;
- বোয়েসেলের কার্যক্রম অটোমেশন নিশ্চিত করার জন্য ব্রেকআপসহ চারটি সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।
- বায়োমেট্রিক এক্সেস কন্ট্রোল মেশিনের সাহায্যে কর্মীদের হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- বোয়েসেলের মাধ্যমে বৈদেশিক নিয়োগের তথ্য জানার জন্য মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে।
- ১৯৮৬ সালে সরকারি প্রোটোকলে ১০,০০০ কর্মী ইরাকে গমন করে;
- ১৯৯৬-৯৭ সালে বোয়েসেল-এর তত্ত্বাবধানে মালয়েশিয়াতে ৬৯,০০০ কর্মী প্রেরণ করা হয়;
- কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে নিয়মিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি, প্রকাশ ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ৩৩ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে;
- সেবা সহজিকরণের আওতায় কর্মীদের মতামত যাচাই করণের নিমিত্ত নিয়মিত মতামত গ্রহন করা হচ্ছে;
- ই-নথি ও ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- বোয়েসেল-এর সকল কাজে দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সিসিটিভির মাধ্যমে প্রাত্যহিক কাজ মনিটরিং করা হয়; এবং
- দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৩ দিন ব্যাপী ২০ঘন্টা ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।
- দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের নিবন্ধনের জন্য বুয়েটে-এর সহযোগিতায় অনলাইন নিবন্ধন অ্যাপলিকেশন পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

অধ্যায় ৪

৪.১: দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ



রাজশাহী টিটিসি'তে চলমান মেশিনশপ প্রাকটিস

৪.২ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান

- মর্যাদাপূর্ণ নৈতিক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের মুজিববর্ষের শ্লোগান হচ্ছে 'মুজিববর্ষের আহবান-দক্ষ হয়ে বিদেশ যান।'
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর আওতাধীন ০৬ টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি'র (আইএমটি) মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (মেরিন টেকনোলজি ও শিপবিল্ডিং) এবং

৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) মাধ্যমে এসএসসি ভোকেশনাল ও বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী কোর্সে ৫৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেড/অকুপেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩,০৭,১১২ জন পুরুষ ও ২২,১০২ জন নারীসহ সর্বমোট ৩,২৯,২১৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নিয়মিত কোর্সে ৩,০৪২ জন, স্বনির্ভর কোর্সে ৭,০৬৬ জন, এসএসসি (ভোক) ১৩,৮৭৫ জন, প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন কোর্সে ২,৮২,৭০১ জন, হাউজকিপিং কোর্সে ১৩,৯৬৬ জন, ভাষা প্রশিক্ষণ ১,১৩২ জন এবং ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ৫২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে আরো ৪০টি টিটিসি স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী অর্থবছরে নতুন প্রতিষ্ঠিত এসব টিটিসি'র অধিকাংশ গুলিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে।

- Asian Development Bank এর অর্থায়নে পরিচালিত Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর সহায়তায় ২৭ টি টিটিসি'তে ৪ (চার) মাস মেয়াদি Short Term Market Responsive Training পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত প্রোগ্রামের আওতায় মোট ৪,২৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পেশাদার গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ৬১ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৭৪ টি প্রশিক্ষণ গাড়ি ও ৯ টি সিমুলেটর প্রদান করা হয়েছে। এসকল গাড়ি ও সিমুলেটর ব্যবহার করে ৪৮৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- "দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষ ড্রাইভার তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এক লক্ষ দক্ষ ড্রাইভার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৪০ টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ৭৬ টি গাড়ি টিটিসিসমূহে বিতরণ করা হবে। তাছাড়া ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (তাত্ত্বিক) ও ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর (ব্যবহারিক) নিয়োগ চূড়ান্ত করে অবিলম্বে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে।

- শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধ দমনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে International Organization for Migration (IOM) এর সহযোগিতায় ঢাকা বিভাগের জেলাসমূহে কর্মরত ২৮ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিগত ১৪-১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে ২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩ শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটি'র তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ দপ্তরের মাধ্যমে দেশের বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্পশিক্ষিত কর্মক্ষম যুবকদের শিক্ষানবিস হিসেবে হাতে-কলমে বাস্তবমুখী ও পেশাভিত্তিক শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ফরমাল সেক্টরে ৪০৯ জন এবং ইনফরমাল সেক্টরে ৪৮৭ জনকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বিএমইটি'র অধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কোর্সের অংশ হিসেবে Industrial Attachment-এর সুযোগ দেয়া হয়। এ জন্য ইপিজেড কর্তৃপক্ষ, অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অনুরোধ জানানো হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প কারখানায় Industrial Attachment-এর সুযোগদানের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে টিটিসিসমূহের শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষনার্থীদের Industrial Attachment গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বিএমইটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।



ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স কোর্সের শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট
ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), বাগেরহাট

৪.৪ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স

- বহির্বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৬টি বিদেশী ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিএমইটি'র আওতাধীন ৩২টি টিটিসি'তে জাপানিজ, ২০টি টিটিসি'তে কোরিয়ান, ১১টি টিটিসি'তে ইংরেজী, ২টি টিটিসি'তে চায়নিজ ও ক্যান্টনিজ কোর্স এবং ৪৭টি টিটিসি'তে হাউজকিপিং কোর্সে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল টিটিসি হতে ৪৪৫ জন জাপানিজ ভাষা, ৩২৬ জন কোরিয়ান ভাষা, ৩১৮ জন ইংরেজী ভাষা, ১৭ জন চায়নিজ/ ক্যান্টনিজ ভাষা ও হাউজকিপিং কোর্সে ১৩,৯৬৬ জন আরবি ভাষায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

- জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ও Specified Skilled Worker (SSW) প্রেরণের জন্য জাপানিজ ভাষা কোর্সকে বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক কোর্স হিসেবে পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া জাপানিজ ভাষা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দিবসের অপরভাগে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণের জন্য কোরিয়ান ভাষা কোর্সকে বাধ্যতামূলকভাবে আবাসিক কোর্স হিসেবে পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দিবসের অপরভাগে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস হতে বৃদ্ধিপূর্বক ০৪ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.৫ মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

- বিএমইটি'র আওতাধীন ৬১ টি টিটিসি'তে SEIP এর অর্থায়নে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪,৮৯৮ জনকে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। তন্মধ্যে ২১০ জন দুবাই ট্যাক্সি কর্পোরেশনে চাকুরী পেয়েছেন। আবার অনেকে দেশীয় শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়েছেন।

৪.৬ National Technical and Vocational Qualification Framework অনুযায়ী প্রশিক্ষণ

- সকল টিটিসি ও আইএমটিকে National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) এর অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও Assessment পরিচালনা করার জন্য ০৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

- NTVQF এর অধীনে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও Assessment পরিচালনা নিশ্চিত করতে টিটিসি ও আইএমটি'র শিক্ষক ও ইন্সট্রাক্টরদেরকে Certified Trainer হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে Skills Level-1 এ ৫৮৪ জন, Level-2 এ ১২৭ জন, Level-3 এ ১০ জন, Level-4 এ ২ জন এবং Pedagogy Level-4 এ ২২৯ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, Pedagogy Level-4 এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে ৬০ জন ট্রেইনার উইথ এ্যাসেসর হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

- NTVQF অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, ঢাকা; বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি, চট্টগ্রাম; পাবনা টিটিসি; রাজশাহী টিটিসি ও গাইবান্ধা টিটিসিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন লেভেলে এ্যাসেসমেন্ট ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) এর আওতায় সার্টিফিকেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আগামী বছর থেকে ৬৪টি জেলার কমপক্ষে ৬৪টি টিটিসি/ আইএমটিতে NTVQF এর অধীনে প্রশিক্ষণ ও সনদ দেওয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৭ Recognition of Prior Learning (RPL) কার্যক্রম

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত Orientation Course Fee অনুসারে Recognition of Prior Learning (RPL) সনদ প্রদানের লক্ষ্যে ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে সকল টিটিসি/আইএমটিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

- পূর্ব দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের RPL সনদ প্রদানের লক্ষ্যে International Labour Organization এর সাথে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল হতে ৮,৮৫,০০০/- (আট লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা বরাদ্দ দিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত বিএমইটির ৮টি টিটিসিতে বিনামূল্যে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের RPL সনদায়ন প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১২২ জন বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীকে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

- এছাড়া International Labour Organization (ILO) এর আর্থিক সহায়তায় আরো ১৪টি টিটিসিতে RPL এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

- নিকটবর্তী স্থানে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতপূর্বক RPL কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত করার জন্য বিভাগীয় শহরে অবস্থিত ০৮টি টিটিসি'র পাশাপাশি বিএমইটি'র অধীন আরো ২৯টি টিটিসি নতুনভাবে Registered Training Organization (RTO) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানও RPL প্রদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ অর্থ বছরে ৩৭টি টিটিসি/আইএমটিতে RPL কার্যক্রম শুরু করার জন্য ২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিএমইটি'কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৪.৮ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির (আইএমটি) কোর্স কারিকুলাম সামঞ্জস্যকরণ এবং শিক্ষার্থীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

- ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি'র (আইএমটি) প্রশিক্ষণার্থীদের মেরিটাইম সেক্টরে উ"চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরিতে Jiangsu Maritime Institute (JMI), China এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৭ সালে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU এর আওতায় আইএমটির ২৪ জন শিক্ষার্থী JMI China তে ভর্তি হয়ে বর্তমানে ৫ম সেমিস্টারে অধ্যয়নরত আছেন। উল্লেখ্য, Jiangsu Maritime Institute চীনের সর্বপ্রথম মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) ও International Maritime Institute (IMO) রেগুলেশন অনুযায়ী পরিচালিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব শিক্ষার্থী Certificate of Competence Class (COC) গ্রহণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাহাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে মর্মে আশা করা যায়।

৪.৯ International Labour Organization (ILO) এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- ILO এর Decent Work for Migrant Workers Project ও Skills-21 Program এর সহায়তায় বিদেশ গমনেচ্ছু ও প্রত্যাগত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম:

  - বৈদেশিক কর্মসংস্থানে চাহিদাভিত্তিক নতুন পেশা চিহ্নিতকরণ, পেশাভিত্তিক গন্তব্য দেশের উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
  - প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান।

- পূর্ব দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ Recognition of Prior Learning (RPL) এর আওতায় স্ব-স্ব পেশায় কর্মীদের সনদায়ন।

- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) I Industry Linkage।

- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীরা যাতে Electronically RPL পেতে পারেন সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ILO কর্তৃক e-RPL infrastructure নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া শ্রীলংকার National Skills Passport এর আদলে Online Skills Recognition Tools নির্মাণ এবং Online Language Learning Platform প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্যও ILO'কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

- ILO কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills-21 Program এর আওতায় বাগেরহাট আইএমটিতে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, ওয়েলডিং এন্ড ফেব্রিকেশন, প্ল্যাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, কেয়ারগিভিং ও ড্রাইভিং অকুপেশনে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ল্যাব মেরামত/নির্মাণ ও ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি অকুপেশনে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষকদের অনলাইন মেটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে গাইবান্ধা টিটিসিতেও ৫টি অকুপেশনের ল্যাব মেরামত/নির্মাণ ও ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৩৭৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.১০ অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

-KOICA কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Capacity Development Project এর আওতায় রাজশাহী টিটিসিতে ল্যাব মেরামত/নির্মাণ ও ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া KOICA এর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে অটোমোবাইল, আরএসি, মেশিনশপ প্রাকটিস, আইটি, ইলেকট্রিক্যাল ও গার্মেন্টস ট্রেডে ইতোমধ্যে বিভিন্ন টিটিসির ১৮০ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, KOICA এর সহায়তায় খুলনা টিটিসি'র ৭টি ট্রেড/অকুপেশন আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন ভবন নির্মাণ, ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টর/শিক্ষকগণ নিজ নিজ টিটিসিতে এসকল ট্রেড/অকুপেশনে দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হবে।

Social Development Foundation (SDF) এর আর্থিক সহায়তায় ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সাতক্ষীরা টিটিসিতে এবং CARE Bangladesh এর আর্থিক সহায়তায় আইএমটি, সিরাজগঞ্জে ৪টি ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৪.১১ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সনদায়ন কার্যক্রম

- আন্তর্জাতিক সনদায়ন সংস্থা City and Guilds, যুক্তরাজ্য এর মাধ্যমে ৬টি টিটিসি যথা- বাংলাদেশ- কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সিলেট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত ৬টি ট্রেডে মোট ১৭৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
১	ইলেকট্রিক্যাল	৩৫৪ জন
২	ব্রিকলেয়িং	২৪০ জন
৩	হোটেল হাউজকিপিং	১১৬ জন
৪	প্লাম্বিং	২৩১ জন
৫	স্ক্যাফোল্ডিং	৭১৬ জন
৬	কুকারি/শেফ	১২০ জন
	মোট-	১,৭৭৭ জন

৪.১২ হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন প্রশিক্ষণ

- অতীতে নির্মাণ খাতে হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন সেক্টরে প্রাতিষ্ঠানিক কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এ সেক্টরে দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা রয়েছে। তাই এ সেক্টরে দক্ষ কর্মী তৈরীর লক্ষ্যে SEIP প্রকল্পের সহযোগিতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া ও নীলফামারী টিটিসি'তে এপ্রিল, ২০২১ হতে ৩ মাস (৩২০ ঘন্টা) মেয়াদি হেভি ইকুইপমেন্ট অপারেশন (রোড রোলার, ক্রেন ও ফর্ক লিফট) প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় টিটিসিতে ২০০ ঘন্টা ইন-হাউজ ট্রেনিং এবং ১২০ ঘন্টা কন্সট্রাকশন ফিল্ডে এটাচমেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। NTVQF এর অধীনে এসকল কোর্সের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং পরবর্তীতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

৪.১৩ বেসরকারী শিল্প কারখানার সাথে সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারী শিল্প কারখানার সাথে সমন্বয় করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এশিয়ান পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের সহায়তায় বিকেটিটিসি, ঢাকার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

- এলজি বাটারফ্লাই ও বিএমইটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বিকেটিটিসি, ঢাকা ও বিকেটিটিসি, চট্টগ্রাম এ প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে সিঙ্গাপুরে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

- আকিজ সিরামিকস লিঃ ও বিএমইটির যৌথ উদ্যোগে কর্মীদের টাইলস ফিক্সিং এবং এশিয়ান পেইন্টস এর সহায়তায় পেইন্টিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৪.১৪ নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা

- নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গার্মেন্টস ট্রেডে ৩৭টি টিটিসিতে ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- গৃহকর্মী পেশায় নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল আপডেট করা হয়েছে। বিএমইটি'র আওতায় হাউজকিপিং কোর্সে বর্তমান ৪৪টি টিটিসি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে একটি রিক্রুটিং এজেন্ট (M/S S.A Trading) এর উদ্যোগে হংকং ও ম্যাকাও এ মহিলাকর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কেরানীগঞ্জ টিটিসি'তে হাউজকিপিং ও কেয়ার গিভার প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর জন্য বিএমইটি'র সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ একটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৪.১৫ অন্যান্য উদ্যোগ

- বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ সনদ যেন বৈদেশিক শ্রমবাজার কর্তৃক গৃহীত হয় সেজন্য Mutual Recognition Agreement (MRA) স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিতে দূতাবাস সমূহকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে গত ১৭/১১/২০২০ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিভিন্ন দূতাবাস সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

- বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে অস্ট্রেলীয় শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে Vehicle driving & Heavy equipment operator অকুপেশনসহ অন্যান্য অকুপেশনে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে মতামত প্রদানের জন্য ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ হাইকমিশন, অস্ট্রেলিয়াকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

- বিগত ২০১৬ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক Bangladesh: Looking beyond Garments, Employment Diagnostic Study শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, লেবানন, জর্ডান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় যেসব Skill type এর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বেশি পরিমাণ কর্মী প্রেরণ করতে পারেনি, সে সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কীভাবে ঐসব দেশের দ্রুত সম্প্রসারনশীল Manufacturing, Construction & Services সেক্টরের বিভিন্ন খাত/উপখাত/অকুপেশনে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ করতে পারবে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য গত ১৯ মে ২০২১ তারিখে বর্ণিত ৯টি দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস'কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাছাড়া Diploma in Engineering/

Agriculture/ Health technology/ Hotel management ডিগ্রিধারী জনশক্তিকে কিভাবে ঐসব দেশসমূহের শ্রমবাজারে Technician হিসেবে প্রেরণ করা যায়, সে বিষয়েও মতামত প্রদানের জন্য ঐ সকল দূতাবাস'কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

- মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত "জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত কৌশল কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত ৫টি Thematic cluster এর মধ্যে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন অন্যতম। দেশের প্রায় সকল জেলা/উপজেলায় দলিত শ্রেণী/হরিজন সম্প্রদায় যেমন- সুইপার, ডোম. মুচি প্রমুখ বসবাস করে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত সম্প্রদায় এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সাথে সামাজিক সংশ্লিষ্টতা জোরদারপূর্বক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আওতায় আনার উদ্যোগ নিতে সকল টিটিসি/আইএমটিকে গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ২০২১-২০২৬ মেয়াদে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ২য় পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য একশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছে। অ্যাকশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত ২২টি একশনের মধ্যে প্রধান প্রধান অ্যাকশন নিম্নরূপ:

- Increase apprenticeship opportunities;
- Ensure rolling out of CBTA;
- Formulation of foreign language training guideline;
- Combat the challenges of 4th Industrial Revolution;
- Certification of IMTs by ISO and other international organizations;
- Develop Online skills recognition tool like NSP or Europas;
- Develop and launch Electronic RPL infrastructure like e-Portfolio Assessment of Philippines;
- Develop and launch On-line language learning platform;
- Initiative to sign Mutual recognition agreement (MRA) with the potential destination;
- Strengthen Reintegration program for the returnee migrants.

- সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিএমইটি'র অধীন সকল টিটিসি/আইএমটি'র মাধ্যমে দেশব্যাপী ১৪৫টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।



বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত টিটিসি নীলফামারীতে Heavy Equipment Operation কোর্সে ০৩ টি অকুপেশনে (Crane, Road Roller, Forklift) NTVQF এর আওতায় NSC Level-3 (Skills) Assessment অনুষ্ঠিত হচ্ছে।





বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব এবং মালদ্বীপের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সে দেশের পররাষ্ট্র সচিব। (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১)

অধ্যায়
৬

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন, নীতি, বিধি ও কৌশলগত ব্যবস্থা

২০২০-২১ অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য বিএমইটি'র অধীন ৫০টি টিটিসি/আইএমটি'তে নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আইন, বিধিবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। সরকার ইতোমধ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করেছে। ২০১৩ সালের আইনটিকে যুগোপযোগী করতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয় হয়। এক্ষেত্রে আইএলও'র সহযোগিতায় বিদ্যমান আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ, এনজিও, সিএসও, রিক্রুটিং এজেন্ট ও অভিবাসী কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা যায়। বিশেষ করে দালাল বা সাব-এজেন্টদের আইনের আওতায় আনতে আইনের সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়। এসকল মতামত বিশ্লেষণ করে ইতোমধ্যে অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং ড্রাফট চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। একইসাথে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অভিবাসী কর্মীগণ দেশে ফিরে আসলে নানারকমের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীগণের রি-ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে সরকার গবেষণা পরিচালনা করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি স্ট্রাটেজিক রোডম্যাপ চূড়ান্তকরণের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। স্বল্পমেয়াদে, মধ্যমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে কার্যক্রম গ্রহণ করে রি-ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে এ স্ট্রাটেজিক রোডম্যাপে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে বিগত দিনগুলিতে টীকার আবশ্যকতা, হোটেল কোয়ারেন্টাইন, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট জটিলতা, বিমানবন্দরে কোভিড-১৯ পরীক্ষার আবশ্যকতাসহ অভিবাসন পরিস্থিতিতে নানাবিধ পরিবর্তন আসায় স্ট্রাটেজিক রোডম্যাপটি আরও বেশি প্রয়োগিক, গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ করার প্রচেষ্ঠা চলছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন ২০১৮, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন ২০১০, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা ২০২০ ইত্যাদি করা হয়েছে। একইসাথে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা ২০১৮, বিদেশ গমণেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত, ২০১৯) ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিবাসন ক্ষেত্রে এ অর্জনের

স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন বা জিসিএম এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন দেশের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ এর আওতায় জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইমরান আহমদের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে। ২৬ জুলাই ২০২০ এ ফোরামের ২য় সভা জুম প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ হচ্ছে- শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট কাজ ত্বরান্বিত করতে অংশীজনদের নিয়ে অভিবাসন সমন্বয় সেল (Migration Coordination Cell) গঠন।

- শ্রম অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত ফোরাম সদস্য ও এনজিওসমূহের তালিকাভুক্তি।
- ফোরাম সদস্যদের ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতকৃত নিজস্ব ডাটাবেইজসমূহ একটি কমিটির মাধ্যমে সমন্বয় করে প্রত্যাগত কর্মীদের তথ্য ও ব্যক্তিগত প্রোফাইল সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ, সমন্বিত ডাটাবেইস তৈরি ও উপাত্ত সংযোজন।
- মন্ত্রণালয় ও রিইন্টিগ্রেশন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ফোরামের সদস্য ও এনজিওসমূহ সমন্বয়ে 'Comprehensive Re-integration Program'-এর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।



মন্ত্রণায়ের শুদ্ধাচার পুরুষ্কার ২০২০-২১ প্রদান অনুষ্ঠান

অধ্যায়
৬

গবেষণা

৬.১। গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং বেকারত্ব দূরীকরণে অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে অন্যদিকে তেমনি নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচিত হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমবাজার গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চলমান প্রক্রিয়া। এ মন্ত্রণালয়ের চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্যতম হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর নতুন নতুন ক্ষেত্র ও স্থান চিহ্নিত করা। এজন্য নতুন, পুরাতন ও অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও হালনাগাদ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে।

শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

৬.২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় গবেষণা কার্যক্রম অন্তর্ভূক্তি

গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট গবেষণা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এপিএ এর অধীনে মন্ত্রণালয়ে মোট ৭টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

(১) নারী অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থান: প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ পরিপ্রেক্ষিত (Female Migrant Workers' Employment: Barriers and Ways to Overcome)

এ গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের নারী অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশে চাকুরী করতে গিয়ে যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। গবেষণাটিতে সংখ্যাগত ও মানগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে টেলিফোনের মাধ্যমে মোট ৮৩টি স্যাম্পল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের নারী অভিবাসী কর্মী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(২) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ: রি-ইন্টিগ্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভূক্তি (Returnee Migrant Workers' Welfare: Reintegration and Inclusion in the Social Safety Network Program)

বর্তমানে পৃথিবীর ১৭৪ টি দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষের অধিক বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীরা কাজ করছেন। তারা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। কিন্তু চাকুরী শেষে তারা যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন। এ গবেষণা সমীক্ষায় দেশে

প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মীদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Network) আওতায় এনে কিভাবে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। গবেষণাটিতে সংখ্যাগত ও মানগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৩) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উপর ভাষা-জ্ঞানের প্রভাব: প্রেক্ষাপট জিসিসি-ভূক্ত দেশসমূহ (Language Skill's Impact on Overseas Employment: GCC-Countries' Perspective) দেশে বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। প্রতিবছর বাংলাদেশের কর্ম উপযোগী জনশক্তির প্রায় চল্লিশ শতাংশ চাকুরীর জন্য বিদেশে যাচ্ছেন। গন্তব্য দেশের ভাষা শিক্ষা ও ভাষাগত দক্ষতা অর্জন বিদেশে চাকুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। গন্তব্য দেশের ভাষা জ্ঞান না থাকার কারণে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এ গবেষণা সমীক্ষাতে জিসিসি (Gulf Co-operation Council) দেশ সমূহে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানে ভাষার প্রভাব এবং ভাষাগত সমস্যাসমূহ এবং সেগুলো সমাধানের উপায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটিতে সংখ্যাগত ও মানগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। টেলিফোনের মাধ্যমে Key Informant Interview গ্রহণ করা হয়েছে। সমীক্ষাটিতে সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(৪) প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী: প্রশিক্ষণ পরিপ্রেক্ষিত (Bangladeshi Migrant Workers in the Competitive Overseas Labour Market: Training Perspective)

বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য শ্রম অভিবাসন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আকাঙ্খিত। কেননা শ্রম অভিবাসনের মাধ্যমে কর্মী প্রেরণকারী দেশ এবং গন্তব্য দেশ উভয়ই উপকৃত হয়। অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সমীক্ষায় বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী প্রেরণের জন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের উপকরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বৈদেশিক শ্রম বাজারে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক প্রশিক্ষণের গুনগত মান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ সমীক্ষায় প্রধানত সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থার দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

(৫) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কেয়ার-গিভার: সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ (Care-givers in the International Labour Market: Opportunities, Challenges and Ways to Overcome) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভিবাসন চালিকা শক্তি হিসেবে অবদান রাখছে। এমনকি বৈশ্বিক মহামারি পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৭১,৯৫৪ জন কর্মী প্রবাসী কর্মী কর্মরত আছেন। যাদের মধ্যে ২,৩৩,১১৫ জন পুরুষ এবং ৩৮,৮৩৯ জন নারী কর্মী। বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মী পৃথিবীর ১৭৪টি দেশে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন। তার মধ্যে সেবা প্রদান একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর। বর্তমান বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশ সমূহে Life Expectancy বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা প্রদানকারীর চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ বর্তমানে Demographic Dividend সুবিধা ভোগ করছে। কাজেই বাংলাদেশ থেকে সেবা প্রদান সেক্টরে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এ গবেষণা সমীক্ষায় বাংলাদেশি কর্মীদের সেবা প্রদান সেক্টরে বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ, চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তোরণের উপায় সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Key Informant Interview (KII) এবং Focus Group Discussions (FGD) এর মাধ্যমে প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৬) অভিবাসী কর্মীদের পারিবারিক কল্যাণ: সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভূক্তকরণ (Migrant Workers' Family Welfare: Inclusion in the Social Safety Network of the Government)

এ গবেষণায় বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের পারিবারিক কল্যাণ সাধনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বিশে□ষণ করা হয়েছে। তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে কিভাবে তাদের কল্যাণ সাধণের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের বাংলাদেশে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যবৃন্দ যেসকল

চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য-উপাত্তসমূহ গৃহীত হয়েছে। প্রাইমারি ডাটা সংগ্রহের জন্য Family Members Profiling and Situation Analysis এবং Key Informant Interview (KII) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণা সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য কর্মপরিকল্পনাসমূহ সুপারিশ করা হয়েছে।

(৭) বৈদেশিক কর্মসংস্থানে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব (Impact of COVID 19 Pandemic on Overseas Employment: Challenges and Prospect on Bangladesh Perspective) বাংলাদেশ থেকে ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন শুরু হয় এবং ৬০৭৮ জন অভিবাসী কর্মী প্রবাসে গমন করেন। বর্তমানে ১৭৪টি দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষের অধিক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। সম্প্রতি কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী কর্মী দেশে প্রত্যাবর্তন করায় রেমিটেন্সের পরিমাণ কমে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করা হয়। এ সমীক্ষায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানে করোনার প্রভাব, করোনা পরবর্তী বিশ্বে অভিবাসী কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা, অভিবাসী কর্মী এবং দেশে প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের পুন:একত্রীকরণ প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিবাসী কর্মীদের উপর করোনার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে অনলাইনে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাইমারি ডাটা এবং আর্টিকেল, জার্নাল, পিরিওডিক্যালস ইত্যাদি থেকে সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬.৩। নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণে গবেষণা সমীক্ষা

গায়না, তাজাকিস্তান ও কেনিয়ায় নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণে 'Labour market research for international migration' গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। International Organization for Migration এর সহযোগিতায় কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) গবেষণার কাজ পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত তিনটি দেশে শ্রমবাজার গবেষণার পাশাপাশি মাল্টিস্টেকহোল্ডার সেমিনার করা হয়েছে। এ গবেষণার অধীনে দেশসমূহের অভিবাসন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ চাকুরীদাতা, অভিবাসন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় এনজিও ও বাংলাদেশী অভিবাসীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নতুন শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছে। গন্তব্য দেশের সংশ্লিষ্টদের কাছে বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশী কর্মীদের দক্ষতা সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে।

৬.৪। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো শক্তিশালীকরণ গবেষণা সমীক্ষা

শ্রম ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে 'Strengthening the organizational mechanism for an effective migration management in Bangladesh' গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। International Organization for Migration (IOM) এর সহযোগিতায় কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) গবেষণাটি পরিচালনা করে। এ গবেষণার অধীনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল, টিটিসি ও জেলা কর্মসংস্থান অফিসের অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ করতে নীতি উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, কারিগরি সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৬.৫। বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীভিত্তিক গবেষণা সমীক্ষা

প্রতি বছর অনেক অভিবাসী কর্মী দেশে ফিরে এলেও তাদের পরিস্থিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদির ঘাটতি থেকে যায়। এজন্য বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সম্পর্কে ধারণা পেতে Profiling of Returnee Migrants and Avenues of Greater Utilization of their Skills and Knowledge' গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যাগত অভিবাসী সম্পর্কে তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বিদেশ গমনের প্রাক্কালে করণীয়

- গন্তব্য দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা ও ফোন নম্বর সাথে রাখুন এবং যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন;
- সকল কাগজপত্রের এক সেট বাড়িতে এবং এক সেট নিজের সাথে রাখবেন;
- রিক্রুটিং এজেন্সীকে প্রদানকৃত অর্থের রশিদ সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করবেন;
- অপরিহার্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকাস্থ সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়ন সাপেক্ষে সীমিত ঔষধ বহন করা যেতে পারে;
- গন্তব্য দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, নিয়মকানুন ও সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনে নিন;
- গন্তব্য দেশের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন এবং এ সংক্রান্ত বিএমইটি'র বুকলেট সংগ্রহ করুন;
- ভিসা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস অথবা ঢাকাস্থ বিএমইটি অফিস হতে যাচাই করে নিন;
- গন্তব্য দেশে কোনো অবস্থায় মাদক বা নেশা জাতীয় কোনো কিছু গ্রহণ, সেবন বা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না এবং বিদেশ যাবার সময় কোনো প্রকার মাদক বা নেশা জাতীয় কিছু সাথে নেয়া যাবে না;
- গন্তব্য দেশে অবৈধভাবে ঔষুধ/নেশা জাতীয় দ্রব্য বহন/সেবনের কারণে ধৃত হলে অপরাধের প্রকার অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়ে থাকে, এমনকি সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডেরও বিধান রয়েছে;
- নিজের নামে একটি এবং পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের নামে একটিসহ মোট ২টি ব্যাংক হিসাব খুলে যাবেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৩৩৩৪৪

প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারঃ ০১৭৮৪৩৩৩৩৩৩, ০১৭৯৪৩৩৩৩৩৩, ৯৩৩৪৮৮৮

www.probashi.gov.bd

অধ্যায়
৭

উন্নয়ন প্রকল্প

৭.১। গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশ মানব সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অধিকতর বেগবান করার লক্ষ্যে দেশের জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করার জন্য এ মন্ত্রণালয় নানামূখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এজন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি হবে। যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারের শ্রম চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়া কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ফেরৎ আসা প্রবাসী কর্মীদেরকে পুনঃএকত্রিকরণের মাধ্যমে তাদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা সৃষ্টির জন্যও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

৭.২। ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ০৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত ০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৫০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ৩১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। প্রদত্ত বরাদ্দের ১৫% স্থগিত রেখে ২৮৮৭৮.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮২.৪২ অর্থাৎ বরাদ্দের প্রায় ১০০ ভাগ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০৮.২০১৯ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভায় দক্ষতা প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষকর্মী তৈরীর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি উপজেলা থেকে প্রতিবছর গড়ে এক হাজার দক্ষ কর্মী বিদেশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্য পূরণের জন্য সারাদেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে টিটিসি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ লক্ষ্যে মোট ১৬৬৭০৭.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন"- শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১০০টি উপজেলায় ১০০০টি টিটিসি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত)বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া দেশে-বিদেশে পেশাদার ড্রাইভারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং উইথ অটোমেকানিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার জন্য "দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ-বছরের আরএডিপিভূক্ত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন/২০২১ পর্যন্ত সর্বশেষ অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত চিত্র:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ			২০২০-২১ অর্থবছরেরর জুন ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি			২০২০-২১ অর্থবছরেরর জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			অগ্রগতির শতকরা হার	
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের বিপরীতে	অবমুক্তির বিপরীতে
বিনিয়োগ	৫	৩৫০৪০.০০	৩১০৯৯.০০	৩৯৪১.০০	৩০৩৭৬.০৫	২৬৪৩৫.০৫	৩৯৪১.০০	২৮৮৭৮.৩০	২৬২৮৮.৩১	২৫৮৯.৯৯	৮২.৪২%	৮৬.৬৯%
মোট	৫	৩৫০৪০.০০	৩১০৯৯.০০	৩৯৪১.০০	৩০৩৭৬.০৫	২৬৪৩৫.০৫	৩৯৪১.০০	২৮৮৭৮.৩০	২৬২৮৮.৩১	২৫৮৯.৯৯	৮২.৪২%	৮৬.৬৯%

চলতি প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২০২০-২১ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ (প্রঃ সাঃ)	২০২০-২১ অর্থবছরে অবমুক্তি টাকা (প্রঃ সাঃ)	২০২০-২১ অর্থবছরের মোট ব্যয় (বরাদ্দের শতকরা হার)
	১	২	৩	৪	৫
	বিনিয়োগ প্রকল্প				
০১	৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" প্রকল্প মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়: ১৬৬৭০৭.৯২	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন।	২৭৯৭৮.০০ (-)	২৩৪৮১.৩০ (-)	২৩৬৭৮.৫৫ (৮৪.৬৩%)
০২	ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২২ প্রকল্প ব্যয়: ৯৮৬৮.০০	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	৩৭৩০.০০ (৩২০০)	৩৬৫০.৫০ (৩২০০.০০)	২৩৮৩.২৫ (১৫২৮.০১) (৬৩.৮৯%
০৩	"ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়: ১৮৪১.০১	শিল্প-কারখানা ভিত্তিক যুগোপযোগী এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।	৬৫০.০০ (-)	৫৫২.৫০ (-)	৫৪৮.৯৯ (৮৪.৪৬%)
০৪	"দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়: ২৬৭৩৪.৭৩	দেশে-বিদেশে পেশাদার ড্রাইভারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং উইথ অটোমেকানিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।	১৯৩৫.০০	১৬৪৪.৭৫	১৬৩৫.৮০ (৯৯.৪৪%)
	উপমোট (বিনিয়োগ প্রকল্প) =		৩৪২৯৩.০০ (৩২০০)	২৯৬২৯.০৫ (৩২০০.০০)	২৮২৪৬.৫৯ (১৯৬৪.২৮) (৮২.৩৭%)
০৫	এ্যাপি কেশন অব মাইগ্রেশন পলিসি ফর ডিসেন্ট ওয়ার্ক অব মাইগ্রান্ট ওয়ার্কারস মেয়াদকাল: এপ্রিল ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১ প্রকল্প ব্যয়: ৫৮৩২.৪৩ (প্রঃ সাঃ ৫৮০২.৪৩)	Labour Migration কার্যক্রমে Governance Issue বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয় এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।	৭৪৭ (৭৪১)	৭৪৭ (৭৪১.০০)	৬৩১.৭১ (৬২৫.৭১) (৮৫.০০%)
	উপমোট (কারিগরি সহায়তা) =		৭৪৭ (৭৪১)	৭৪৭ (৭৪১.০০)	৬৩১.৭১ (৬২৫.৭১) (৮৫.০০%)
	মোটঃ		৩৫০৪০.০০ (৩৯৪১.০০)	৩০৩৭৬.০৫ (৩৯৪১.০০)	২৮৮৭৮.৩০ (২৫৮৯.৯৯) (৮২.৪২%)

এছাড়া, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংস্থা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Promoting Diaspora Investment and Optimal Usage of Remittance-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট ৯৪০.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে গত ২৪/০৩/২০২১ তারিখে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশি ডায়াসপোরাগণ তাদের নিজ মাতৃভূমির (নিজ গ্রাম) সাথে যোগাযোগ স্থাপনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সহায়ক হবেন।

এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ

১. **Bangladesh: Sustainable Reintegration and Improved Migration Governance (Prottasha):** এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬.৯ মিলিয়ন ইউরো এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ৩৬ মাস (মে ২০১৭ হতে এপ্রিল ২০২২)। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আইওএম এবং ব্র্যাক যৌথ। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে: বিদেশ ফেরত প্রবাসী কর্মীদের টেকসই পুনঃএকত্রীকরণ করা এবং সুষ্ঠু, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসনে সহায়তা করা। এ প্রকল্পের আওতায় বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মীদের ডাটা বেজ (REMIMiS) এবং প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের একটি ডাটাবেজ (PROMiS) তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য প্রথমবারের মতো মাইগ্রেশন প্রোফাইল তৈরিতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছেঃ বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান; বিদেশ ফেরত প্রবাসী ও পরিবারকে প্রয়োজন মাফিক ট্রমা (মানসিক আঘাত ও শারীরিক অসুস্থতা) কাউন্সিলিং প্রদান করা; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় ব্যবসায়ী চেম্বার ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণকে সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ বিষয়ে সচেতন করা; বিদেশ ফেরত প্রবাসী কর্মীদের ঋণ মধ্যস্থতা, ব্যবসা উন্নয়ন ও চাকুরিসহ ব্যক্তি পর্যায়ে সেবা প্রদানে সহযোগিতা করা; নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরিসহ কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠা করা; বার্ষিক মাইগ্রেশন প্রতিবেদন প্রণয়নে সমতা বৃদ্ধি করা; এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় short documentaries তৈরি করা হয়েছে।

২. **Promoting Recruitment Industry Reform to Achieve Ethical Recruitment (Prosper) in Bangladesh and Nepal:** এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ২৪ মাস ও প্রাক্কলিত ব্যয় ৩.০০ লাখ মার্কিন ডলার। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আইওএম। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো: বাংলাদেশ এবং নেপালে কর্মী নিয়োগে নৈতিক চর্চাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষত নারী কর্মীদের অধিকার ও সুরা নিশ্চিত করা এবং ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটমেন্ট ইনটিগ্রিটি সিস্টেম এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলোতে কর্মী নিয়োগে নৈতিক চর্চাকে উৎসাহিত করা।

৩. **Regional Evidence for Migration Analysis and Policy (REMAP) -Asia and the Middle East:** এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৬৭ লাখ ইউরো এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ৩৬ মাস। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আইওএম। প্রকল্পটি বাংলাদেশ, আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক এবং পাকিস্থানে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত। এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত দেশসমূহে অভিবাসন, জোরপূর্বক উচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রসার ঘটবে।

৪. **Bangladesh Debt Mediation for Returnee Migrant:** এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২ লাখ মার্কিন ডলার এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ২০ মাস। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আইওএম। এ প্রকল্পের আওতায় অভিবাসীদের দেশে ফেরত আসা ও টেকসই পুন:একত্রিকরণের পথে বড় বাঁধা হিসেবে তাদের ঋণের মধ্যস্থতা পদ্ধতি এবং সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থায় অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ঋণের যে সকল কারণ অভিবাসীদের আরো ঝুকির সম্মুখীন করে সে বিষয়ে গবেষণা, ঋণ মধ্যস্থতার গাইডলাইন, অর্থ বিষয়ক শিক্ষা ও রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিকদের জন্য প্রশিণের ও কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন শিণীয় কর্মশালা আয়োজন।

৫. **ILO-DFID Partnership Programme on Fair Recruitment and Decent Work for Women Migrant Workers in South Asia and the Middle East-Phase II (Work in Freedom-Phase II)-** শীর্ষক শিরোনামে প্রকল্পটি বাংলাদেশ অংশের জন্য মোট ২২,২৫,৫৮৩.০০ মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয় এবং এপ্রিল ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদে আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি যৌথভাবে ৩টি মন্ত্রণালয় যথাঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মানব পাচার এবং জোরপূর্বক শ্রম প্রবণতা কমানোর উদ্দেশ্যে কমিউনিটি শক্তিশালীকরণ, ফেয়ার রিক্রুটমেন্ট অনুশীলন, নারী অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষার্থে আইন এবং নীতি এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী হচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিক ও গৃহকর্মী। প্রকল্পটি বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, জর্ডান, লেবানন, ওমান ও কুয়েতে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

৬. **Strengthened and Informative Migration Systems (SIMS)-**শীর্ষক শিরোনামে প্রকল্পটি Swiss Development Corporation (SDC) এর অর্থায়নে বেসরকারি সংস্থা HELVETAS কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৬.৮০ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক (CHF) বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৮০.০০ মিলিয়ন টাকা। প্রকল্পটি ৩টি জেলার (নরসিংদী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) ২৩টি উপজেলার ১১৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কাযর্ক্রমের মাধ্যমে জনসাধারণকে দতা উন্নয়ন প্রশিণের গুরুত্ব অনুধাবন ও দ কর্মী হিসেবে অভিবাসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। শ্রম অভিবাসনের সার্বিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে কর্মীদের নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমতা বৃদ্ধিকরণ, অভিবাসনের পূর্বের, অভিবাসনকালীন ও অভিবাসীর মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুন:একত্রীকরণ ধাপে অভিবাসীর পরিবার ও সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সমতা বৃদ্ধি এবং সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে সিমস (SIMS) প্রকল্প অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

"৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থির চিত্র :

আলফাডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র



একাডেমিক ভবন



ডরমেটরি ভবন



প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার ভবন

অধ্যায়
৮

নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসনে গৃহীত কার্যক্রম

৮.১। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা

নিরাপদ অভিবাসন ও মানব পাচাররোধকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, র‍্যাব, ইমিগ্রেশন পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কোস্টগার্ড, বিজিবি, এনএসআই, বায়রা ইত্যাদি) গঠিত ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাসহ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজ সম্পাদন করে আসছে। মানবপাচার/অবৈধ অভিবাসন/ অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার/ অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৬ জন কর্মকর্তাকে ১১টি আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রদান করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবৈধ অভিবাসন রোধকল্পে ২০২০-২০২১ সালে মোট ২০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এতে ৯,৫০,০০০.০০ (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। অবৈধ মানবপাচার ও অভিবাসন প্রতিরোধকল্পে মন্ত্রণালয় হতে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অনুরোধ করে আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়েছে । নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থাসমূহ নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

৮.২। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) তে দাখিলকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি জন্য "অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল" রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সীর নিকট হতে প্রতারিত কর্মীদেরকে ১৫,২০,০০০.০০ (পনেরো লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়া হয়।

৮.৩। রিক্রুটিং এজেন্টের নতুন লাইসেন্স ইস্যুকরণ/ নবায়ন/ বাতিল

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ প্রক্রিয়ায় শ্রম চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নিয়োগকারী কোম্পানীসমূহ রিক্রুটিং এজেন্সির অনুকূলে চাহিদাপত্র ও ক্ষমতাপত্র ইস্যু করে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণ কার্যক্রম

সম্পাদনের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটি হতে নিয়োগানুমতি ও ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের বিদেশ গমনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এ ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থাসমূহ হতে রিক্রুটিং এজেন্সিমূহকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়। সেই সাথে বাংলাদেশি কর্মীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদ অভিবাসনের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে রিক্রুটিং এজেন্টের নতুন লাইসেন্স ইস্যুকরণ, নবায়ন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

৮.৪। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় হতে মঞ্জুরকৃত নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা নিম্নরূপ



২০২০-২০২১ অর্থবছর	মঞ্জুরকৃত নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা
২৮ ডিসেম্বর ২০২০	৬৩টি
০৮ মার্চ ২০২১	৩০টি
মোট =	৯৩টি

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় হতে বিদেশে বাংলাদেশী মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্টের সংখ্যা নিম্নরূপ :



২০২০-২০২১ অর্থবছর	অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্ট এর সংখ্যা
২৩-০৫-২-২১	৪৩টি
২০-০৬-২০২১	১৩টি
মোট =	৫৬টি

হালনাগাদ নবায়নের আবেদন না করায় ৮৭টি, দীর্ঘদিন ব্যবসা পরিচালনা থেকে বিরত থাকায় ৩৯টি এবং সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী তথ্য না থাকায় ৫৭টি মোট (৯২+৩৯+৫৭)= ১৮৩টি রিক্রুটিং লাইসেন্স ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাতিল করা হয়েছে।

৮.৫। মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন ব্যুরো/ দপ্তর/ সংস্থার রিট মামলাসহ অন্যান্য সকল মামলা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলায় সরকারপক্ষে রায় পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ০৬টি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলায় রায় বাদীপক্ষের অনুকূলে হয়েছে এবং সেগুলো যথারীতি আপিল করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন ধরনের মোট ২০৩ টি মামলা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: রিট পিটিশন, সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল, কনটেম্পট, ফৌজদারী, দেওয়ানী, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আপিল আদালতে দায়েরকৃত মামলা। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত মামলা ও রিট পিটিশন মামলাসমূহ সরকারি কৌশলীর পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। যার ফলে মামলাগুলো তদারকি ও দ্রুত নিষ্পত্তিতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের জবাব তৈরী এবং সরকারী কৌশলী ও প্যানেল আইনজীবীর সংগে যথানিয়মে ও যথাসময়ে যোগাযোগক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আপিলেট ডিভিশন ও চেম্বার জজ আদালতে মামলাসমূহের বিষয়ে সলিসিটর অফিস, অ্যাটর্নি জেনারেল অব বাংলাদেশ এবং সরকার পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীদের বরাবর চাহিদামত রেকর্ড সরবরাহ করা হয়।



মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জেষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ এমপি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।



দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য আয়োজিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মশালায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধ্যায়
৯

কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন

৯.১ । এসডিজি

অভিলক্ষ্য

- নিরাপত্তাহীন কর্মী বিশেষ করে নারী কর্মীসহ সকল অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরী করা।
- পরিকল্পিত ও সু-পরিচালিত অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সু-শৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত এবং দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করা।

৯.২ । বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮

১.

বিভিন্ন দেশে আরও বেশী সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণের এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক এবং লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব সর্বাধিক বিবেচনায় প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৪০ কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে গঠিত দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, পুন:প্রশিক্ষণ ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- গন্তব্য দেশের চাহিদার আলোকে জনশক্তি গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ২০১৯ সালে সৌদি আরবের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের বাস্তবায়নাধীন সিঙ্গাইর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সৌদি আরবের সহায়তায় Saudi-Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and Technology স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

- শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৫৩টি দেশের উপর সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষায় চিহ্নিত পেশা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ৮টি নতুন ট্রেড ও SEIP প্রকল্পের অর্থায়নে ৯টি নতুন ট্রেড যুক্ত করা হয়েছে।

- বিএমইটি-র আওতায় পরিচালিত টিটিসিসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের প্রাপ্ত সনদ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds এর মাধ্যমে ০৬টি টিটিসিতে ভিন্ন ভিন্ন ০৬টি অকুপেশনে (ব্রিক লেইং, স্ক্যাফোল্ডিং, ইলেকট্রিক্যাল, হাউজ কিপিং, ক্যাটারিং ও প্লাম্বিং) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- "মুজিববর্ষের আহবান/দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"। প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিটিসি সমূহের সকল কারিগরি কোর্স NTVQF অনুসরণপূর্বক সনদ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

- বর্তমানে ৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরও ৭১টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে সরকার বিদেশগমনেচ্ছু ও প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা চালু করেছে। বর্তমানে এক্ষেত্রে ২ বছর মেয়াদী ৪৯০ টাকা প্রিমিয়ামে ৪ লক্ষ টাকার বীমা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে অভিবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে সরকার আগস্ট ২০১৯ মাসে ২% প্রণোদনা ঘোষণা করার ফলে বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রেকর্ড ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাওয়া গেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩৬% বেশি"।

- প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের জন্য ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পুন:একত্রীকরণের (Socio-economic reintegration) একাধিক প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশ প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে বিনিয়োগ ঋণ প্রদান।

২.> বিদেশে যাওয়ার সময় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে নমনীয় শর্তে ও সুদে এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০২০-২১ অর্থবছরে বর্তমানে ৮৩টি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকের সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নতুন আরও ১৭ টি শাখা খোলার জন্য ভবন নির্বাচনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

  ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১,৫৩২ জন বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীকে মোট ২৬৭.৯৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ৩,২৪১ জনকে ৮১.৩৮ কোটি টাকা বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অভিবাসন ও পুনর্বাসন ঋণ এবং বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ এর আওতায় পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% সরল সুদে এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ২% হ্রাসকৃত সুদে অর্থাৎ ৭% সরল সুদে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ (কোভিড-১৯) এর আওতায় ৪% সরল সুদে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ঋণ বিতরণ তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	অর্থ প্রদানকৃত দপ্তরের নাম	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
০১	অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে বরাদ্দকৃত ৫০০ কোটি টাকা হতে প্রাপ্ত ২৫০ কোটি টাকা	৮,২৯১ জন	১৮৬.৫৮
০২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত ২০০ কোটি টাকা হতে প্রাপ্ত ৯০ কোটি টাকা	৩,২৪১ জন	৮১.৩৮
	মোট	**১১,৫৩২ জন**	**২৬৭.৯৬**

- এ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি রেমিটেন্স আনয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব (Nostro Account) খোলার জন্য Standard Chartered Bank, Citi Bank N/A I Mashreq Bank এর সাথে যোগাযোগপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে Mashreq Bank এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর Sub Representative হিসেবে রেমিটেন্স আনয়নের লক্ষ্যে RIA Money Transfer ও NBL Money Transfer এর মাধ্যমে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণের জন্য চুক্তি করা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যাংকের সকল শাখা থেকে পিন কোড পদ্ধতিতে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণ করা হচ্ছে।

৩.> প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে ১ হাজার যুব বা যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাকালে প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে ১ হাজার যুব বা যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে- মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

- এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেলা কর্মসংস্থান অফিস স্থাপন, বাজার চাহিদামুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং গণসচেনতা সৃষ্টির ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, গত এক যুগে (২০০৯-২০২০) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী (৬৮,১৪,৪৭০ জন) প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ৭ লক্ষ ১৫৯ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেন।

৯.৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

প্রতিশ্রুতি ১

যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৮ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এর শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রতিশ্রুতি ২

বাগেরহাটে ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাগেরহাটের ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রতিশ্রুতি ৩

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করা হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি ৪

সিরাজগঞ্জে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলায় ২টি টিটিসি নির্মাণ কাজ চলমান আছে ।

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কামারখন্দ উপজেলা -১০০% এবং সিরাজগঞ্জ উপজেলা-৯৮% সম্পন্ন হয়েছে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই এ দুটি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

নির্দেশনা-১০টি

নির্দেশনা ১

বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বর্তমান সরকার দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। ২০০৯ সাল হতে বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে ৬ টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের মার্চ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বর্তমানে আইএমটি/টিটিসিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জি. ও এসএসসি (ভোক) কোর্স ব্যতিত স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিএমইটির আওতাধীন আইএমটি ও টিটিসিসমূহে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যঃ

মাসের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
জানুয়ারি/২০২১	৩৪,০৪১জন	প্রি-ডিপার্চার ও হাউজ কিপিং
ফেব্রুয়ারি/২০২১	৪৩,৮১২জন	
মার্চ/২০২১	৫২,৯৫৫জন	
এপ্রিল/২০২১	৮,৪০৩জন	
মে/২০২১	১৭,৩৭২জন	
জুন/২০২১	৪৮,৫৪৯জন	

এছাড়া আইএমটি ও টিটিসিসমূহের প্রশিক্ষকদের NTVQF অনুযায়ী ট্রেড ভিত্তিক বিভিন্ন লেভেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তা উল্লেখপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ তেজগাঁও এর সাথে আলোচনা ও সমন্বয়পূর্বক টিটিটিসি-তে পরিচালিত NTVQF লেভেল-৪ প্রোগ্রামে আইএমটি/টিটিসি হতে প্রশিক্ষককে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে এবং বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে শীঘ্রই সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা হবে।

- খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) হতে বা তার পরবর্তী সময় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়কল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- * নতুন ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে:

	ট্রেডসমূহের নাম	মেয়াদকাল
১।	প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার	০৩ মাস
২।	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	০১ মাস
৩।	বিউটিফিকেশন	০৬ মাস
৪।	কেয়ার গিভার	০৬ মাস
৫।	ফ্রিল্যান্সিং	০২ মাস
৬।	চাইনিজ ম্যান্ডারিন	০৩ মাস
৭।	জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ	০৬ মাস
৮।	ইলেকট্রিক্যাল মোটর উইন্ডিং	০৩ মাস
৯।	সোলার হোম টেকনিশিয়ান	০৬ মাস
১০।	অটোমেকানিক্স উইথ অটো ইলেকট্রিশিয়ান	০৬ মাস

- কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের বিএমইটির আওতাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১২২জন আগ্রহী প্রার্থিকে Recognition of Prior Learning (RPL) কার্যক্রমের আওতায় সনদ প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক গৃহিত কার্যক্রম:

১) SEIP এর অর্থায়নে বিএমইটি'র আওতাধীন ৬১টি টিটিসিতে মোটর ড্রাইভিং ও বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্স চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ভর্তিকৃত ১৪৬২২ জন প্রশিক্ষনার্থীর মধ্যে Driving Competency Test Board (DCTB) কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় ১০২৬২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৮৬২ জন স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে।

২) BMET ও SEIP এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী ২৭ টিটিসিতে ১৭টি স্বল্প মেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩) BMET ও SEIP এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী চট্টগ্রাম মহিলা টিটিসি, মৌলভীবাজার টিটিসি, খুলনা মহিলা টিটিসি ও পাবনা টিটিসিতে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনা করা হবে। তন্মধ্যে নীলফামারী, বগুড়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ টিটিসিতে হেভি ইক্যুপমেন্ট অপারেটর কোর্স চালুর লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ০৩টি Competency Standard (CS) প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত কোর্স পরিচালনায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Road Roller, Truck Crane, Forklift) সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত মালামাল সংরক্ষণের জন্য টিটিসির অভ্যন্তরে শেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪) Social Development Foundation (SDF) এর আর্থিক সহায়তায় ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সাতক্ষীরা টিটিসিতে এবং BRAC এর সহায়তায় নেত্রকোনা টিটিসিতে বিভিন্ন ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া CARE, Bangladesh এর আর্থিক সহায়তায় আইএমটি, সিরাজগঞ্জে ৪টি ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৫) European Union এর অর্থায়নে Skills-21 Program এর আওতায় টিটিসি/আইএমটিসমূহের প্রশিক্ষকগণকে NTVQF লেভেলে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া BMET এবং Aspire to Innovate (a2i) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU এর আওতায় বিএমইটির আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ১৮৬ জন প্রশিক্ষককে Entreprenurship Development এর উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদানের বিষয়টি চলমান আছে।

৬) আইএমটি/টিটিসিতে কর্মরত প্রশিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে বিকেটিটিসি ঢাকার অভ্যন্তরে Dhaka Technical Teachers Training Institute (DTTTI) স্থাপনের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

শিল্প সম্পর্ক

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম Industry Linkage কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

ক) LG Butterfly ও বিএমইটির মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি ঢাকা ও চট্টগ্রামে উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি আধুনিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষকদের সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ) আকিজ সিরামিকস লিঃ ও বিএমইটির যৌথ উদ্যোগে টাইলস ফিক্সিং এবং এশিয়ান পেইন্টস এর সাথে পেইন্টিং অকুপেশনে বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি, ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সনদ প্রদান:

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর গুণগতমান বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক সনদায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে নিম্নরূপঃ

ক) যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds কর্তৃক ০৬টি টিটিসি এক্রেডিটেশন করা হয়েছে। এছাড়া Training & Further Education (TAFE), Australia, Scottish Quality Authority (SQA)-এর এফিলিয়েশন প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ) Nanyang Polytechnic International (NPI) ও BMET'র মধ্যে Teaching Factory Concept এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী Academic প্রশিক্ষণ ও Industry Linkage স্থাপন এর মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Mutual Recognition and Acceptance of Training Certificates এর আওতায় অটোমোবাইল ট্রেডে On Job Training (OJT) হিসেবে South Korea-তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ঘ) BMET ও Jiangsu Maritime Institute (JMI), China এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU এর আওতায় আইএমটির ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে JMI, China তে স্কলারশীপের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষার্থীগণ ১ম বছর আইএমটিতে এবং পরবর্তী ৩বছর JMI, China তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে JMI হতে সনদ প্রাপ্ত হবে এবং চীনসহ অন্যান্য দেশে জাহাজ শিল্পে চাকুরীর সুযোগ পাবে।

নির্দেশনা ২

বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) এর পরবর্তী সময় নিম্নবর্ণিত ট্রেডসমূহ চালু করা হয়েছে এবং চালুকৃত নতুন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ্য করা হলো:

ট্রেডের নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মেয়াদ কাল
প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার	৮২	৯০	৯৫	১০২	৪১	৬৬	০০	৩ মাস
মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৯২	১০২	১০৫	১১০	৬৫	৩৬	৫১	১ মাস
বিউটিফিকেশন	---	---	---	১০২	৪০	৩৬	০০	৬ মাস
কেয়ার গিভার	০০	০০	০০	২৫	২১৭	৭১	৫৭	৬ মাস
ফ্রিল্যান্সিং	০০	০০	০০	১৭	১২৭	৯০	১৪	২ মাস
এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ	০০	০০	০০	৪০	০৮	০০	০৯	২ মাস
জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ	০০	০০	০০	৭৪৬	১৩০২	৬০৮	১২২	৪ মাস
ইলেকট্রিক্যাল মোটর উইন্ডিং	৮০	৮০	৮০	৮০	৪০	০০	৩	০৩ মাস
সোলার হোম টেকনিশিয়ান	৩২০	৩২০	৩২০	৩২০	১৬০	০০	০০	৬ মাস
অটোমেকানিক্স উইথ অটো ইলেকট্রিশিয়ান	৮০	৮০	৮০	৮০	৫০	০০	--	৬ মাস
মোট	৬৫৪	৬৭২	৭৬০	১৬২২	২০৫০	৯০৭	২৮৩	

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) এর সময়ে কোরিয়ান ভাষায় ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হতো। পরবর্তী সময়ে চালুকৃত নতুন নতুন দেশের ভাষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ নিম্নরূপ:

  - ইংরেজি;
  - আরবি;
  - চাইনিজ (ক্যান্টনিজ);
  - জাপানিজ

- প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সের বছর ওয়ারী বিবরণী নিম্নরূপ :

- ২০১৭ সালে-

ভাষার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
জাপানিজ	৬ মাস
কোরিয়ান	০২ মাস
ইংরেজি	২ মাস
চাইনিজ (ক্যান্টনিজ)	০২ মাস

- ২০১৮ সালে-

ভাষার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
জাপানিজ	৬ মাস
কোরিয়ান	০২ মাস
ইংরেজি	২ মাস
চাইনিজ (ক্যান্টনিজ)	০২ মাস
আরবী	২ মাস

- ২০১৯ সালে-

ভাষার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
জাপানিজ	৬ মাস
কোরিয়ান	০২ মাস
ইংরেজি	২ মাস
চাইনিজ (ক্যান্টনিজ)	০২ মাস

- ২০২০ সালে-

ভাষার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
জাপানিজ	৬ মাস
কোরিয়ান	০২ মাস
ইংরেজি	২ মাস

- ২০২১ সালে-

ভাষার নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
জাপানিজ	৬ মাস
কোরিয়ান	০২ মাস
ইংরেজি	২ মাস
চাইনিজ / ম্যান্ডারিন	০৩ মাস

নির্দেশনা-৩:

নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নারী কর্মীগণ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক নিম্নোক্ত পেশায় বিদেশ গমন করেছে :

Hotel House keeping, Garments Worker, Private Service, Fish Cutter, Checker, House Boy, Food Server, Steward, Manufacturing, Doctor, Dentist Sea Guard, Administrative Officer, Recreation Attendant, Tailor, Machine Operator (Female), Sweing Operator (Female), Cleaning Labour (Female), Factory Worker, Machine Opeartor, Labour, Cleaner, Construction Worker, Helper, Machine Labour, Supervisor, Machine Operator, Cook, House Worker, Driver, Electrician, Baby Sitter ইত্যাদি।

- অধিকতর আকর্ষণীয় পেশায় নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাভারস্থ শেখ হাসিনা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- নিম্নে বিদেশ গমণকৃত নারী কর্মীর সংখ্যা ও অধিকতর আকর্ষণীয় ও শোভন পেশায় গমণকারী নারী কর্মীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো:

বছর	নারী অভিবাসনের মোট সংখ্যা	গৃহকর্ম ছাড়া অন্যান্য অধিকতর আকর্ষণীয় ও শোভন পেশায় গমনকারীর সংখ্যা
২০১৫	১,০৩,৭০১ জন	১১,২৬৫ জন
২০১৬	১,১৮,১৫৮ জন	৯,৯৬৯ জন
২০১৭	১,২১,৯৪১ জন	১৪,৭৩১ জন
২০১৮	৯৭,৫০৯ জন	১০,৯২৭ জন
২০১৯	৮২,৭৬৭ জন	১০,৬৮৭ জন
২০২০	২১৫৭৫ জন	৩,৫৮২ জন
জানুয়ারি/২০২১	৪৬৬৯ জন	৫৭০ জন
ফেব্রুয়ারি/২০২১	১০১৯০ জন	১৪২৮ জন
এপ্রিল/২০২১	২১,৮১৪ জন	৩৩৩৬ জন
মে/২০২১	২৪৭৩৭ জন	৪৪১৮ জন
জুন/২০২১পর্যন্ত	৩১,৬৩৮ জন	৪,৪১৮জন



দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সাথে মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

খ) প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি

হাউজ কিপিং পেশায় প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৭দিন থেকে বৃদ্ধি করে ১৪ দিন, পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করে ৩০দিন করা হয়েছে এবং আবাসিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাপানি ভাষায় কেয়ার গিভার কোর্সের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাস করা হয়েছে।

নির্দেশনা-৪

দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমণেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত'র বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার/তাদের বিরুদ্ধে কারাদন্ড/অর্থদন্ডসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

- বিএমইটি কর্তৃক কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে অফিস সমূহের মাধ্যেমে সারা দেশে অবৈধ অভিবাসনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক ব্যানার, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করার কার্যক্রম চলমান আছে।

- মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশে সকল জেলায় বিএমইটি ও এর অধীন দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে সভা ও সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতারক এবং দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে অবৈধ পন্থায় লোকজন যাতে বিদেশে যেতে নিরুৎসাহিত হয়, সে লক্ষ্যে:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের হয়রানি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কমিটি বিদ্যমান রয়েছে। কোন রিক্রুটিং এজেন্ট অবৈধ অভিবাসনের সাথে যুক্ত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রাথমিকভাবে তার লাইসেন্স স্থগিত করা হয়। ২০১৯ সালে এরূপ ১৬৩ টি এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত করে কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। ২০২০ সালে ২০৪টি রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত/সার্ভার লক করা হয়েছে। কোনো এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল করা হলে তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/কনস্যুলেট জেনারেল (সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস), বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ, পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা)-কে অবহিত করা হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের আওতা বহির্ভূত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা জননিরাপত্তা বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ০৬ জন বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্মরত রয়েছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০ টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এতে অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড এবং ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কার্যকর রয়েছে যা অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে।

বৈধ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে দালালদের খপ্পরে না পড়ে সঠিক পদ্ধতিতে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিয়ে, কাজের চুক্তিপত্র যাচাই করে নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬শত টাকা ব্যয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা, সেমিনার ও প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে অনলাইনেও সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, দালালদের খপ্পরে পরে কর্মসংস্থানের জন্য অনিশ্চিত বিদেশ যাত্রা নিরুৎসাহিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৩০-১০-২০২০ তারিখ থেকে প্রতিমাসে কমপক্ষে দুইবার ২টি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হয়েছে।

- বিদেশগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে অবহিতকরণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিএমইটির যৌথ উদ্যোগে সচেতনতামূলক ফ্লীপ চার্ট প্রস্তুত করে সকল টিটিসিতে প্রাক বহির্গমন প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেলে টিভি স্ক্রলে সচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করা হচ্ছে।

- অভিবাসী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান IOM, ILO এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ভিডিওচিত্রসহ প্রদর্শিতে হচ্ছে। এলাকাভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেলে টিভি স্ক্রলে সচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করা হচ্ছে।

- অভিবাসী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান IOM, ILO এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ভিডিওচিত্রসহ প্রদর্শিতে হচ্ছে।

নির্দেশনা-৫

বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

শ্রমবাজার সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও অনুসন্ধানে মন্ত্রণালয় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমবাজারভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনসমূহ নতুন শ্রম বাজার অন্বেষণে এ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করছে। সম্প্রতি গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) কোভিড পরিস্থিতিতে বৈদেশিক শ্রমবাজারের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে ২০২০ সালে বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ মোট ২৫টি দেশের শ্রমবাজার বিশ্লেষণ করে দেশভিত্তিক পরিবর্তিত কর্মসংস্থানের চাহিদা ও সুযোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে এবং সে অনুসারে জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ কর্মী তৈরির ব্যবস্থা নিচ্ছে।

খ) নতুন সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারের বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৯-২০ সময়ে কেনিয়া, তাজিকিস্থান ও গায়েনার বৈদেশিক শ্রমবাজারের উপর গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণায় দেশভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক খাত, দেশভিত্তিক চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

গ) ইতোমধ্যে নতুন শ্রমবাজারের অংশ হিসেবে মাদাগাসকার, রোমানিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, উজবেকিস্তান, কম্বোডিয়া, সেসেলশ, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করা হয়েছে। আরো কিছু নতুন নতুন দেশে কর্মী প্রেরণের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ঘ) সরকারি রিক্রুটিং কোম্পানী বোয়েসেল এর মাধ্যমে সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে হংকং, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও উজবেকিস্তানে কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

ঙ) মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০২০ সালে 'Labour Market Research for International Migration' শিরোনামে তাজিকিস্তান, কেনিয়া এবং গায়েনার শ্রমবাজার ভিত্তিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

চ) শ্রম ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে ২০২০ সালে 'Strengthening the organizational mechanism for an effective migration management in Bangladesh' গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

ছ) বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সম্পর্কে ধারণা পেতে ২০২০ সালে 'Profiling of returnee migrants and avenues of greater utilization of their skills and knowledge' গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

জ) আইওএম এর সহযোগিতায় ২০২১ সালে নেদারল্যান্ডসের Maastricht University এর সাথে "Understanding and implementing gender sensities sustainable reintegrantion Ges Comparative reintegration out comes in forced and voluntary returns" শীর্ষক দুইটি গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে।

ঝ) ২০২০-২১ অর্থবছরে এপিএ এর আওতায় অভিবাসন সংশ্লিষ্ট ৬টি গবেষণার কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

ঞ) পেশাদার ও দক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এমন দেশসমূহকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের ৫৩ টি দেশের উপর শ্রম গবেষণার সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষায়

প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিএমইটি ২৩টি দেশভিত্তিক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নির্দেশনা-৬

বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি (Young Working Force) বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নিম্ন জন্মহার প্রবণ দেশে প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণের পদক্ষেপসমূহ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার তারিখ (২৩-১১-২০১৪) এর পরবর্তী সময়ে যেসব দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় জনমিতিক ডিভিডেন্ট/ কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে সেসব দেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ ও কেয়ারগিভার প্রেরণ করা হচ্ছে। গত আগস্ট, ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার প্রেরণের জন্য MoC (Memorandom of Co-operation) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জাপানে স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার সেন্ডিং ৯ম (নবম) দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

- গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ও সিশেলস এর মধ্যে "Agreement on Labour Co-Operation (ALC)" স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র বিএমইটি ও বোয়েসেল এর মাধ্যমে জি-টু-জি পদ্ধতিতে সিশেলস এ কর্মী প্রেরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিশেলস এর নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রেরিত চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে কর্মী নির্বাচন করে বিকে-টিটিসি'তে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা হয়েছে।

নতুন করে জনবল নিয়োগ, অবৈধ প্রবাসী কর্মীদের বৈধ করা ও ফেরত আনানোর প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে গত ০৯-০২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ হতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের নিমিত্তে গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্দেশনা-৭

এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বাংলাদেশি কর্মী যেন স্বল্প অভিবাসন খরচে বিদেশে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় বহুমুখী সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ:

১। সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার কুয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুরসহ ১৬ টি দেশের সার্ভিস চার্জ ও অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিএমইটি নিয়মিতভাবে বিষয়টি মনিটরিং করছে।

২। সৌদি আরব বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে সৌদি আরবে নারী কর্মী গমন শুরু হয়। সৌদি আরবে সম্পূর্ণ বিনা খরচে নারী কর্মীর অভিবাসন সম্পন্ন হচ্ছে।

৩। বিএমইটি ও বোয়েসেলের মাধ্যমে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণ করা হচ্ছে। শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে জর্ডানে এখন পর্যন্ত ২৬৭৩ জন কর্মী গমন করেছেন।

৪। বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ভাষাজ্ঞান নিশ্চিত করে জি টু জি ব্যবস্থার মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (EPS) এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০০৮ সাল হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়াতে ২১,৯৯৩ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বোয়েসেল সম্পূর্ণ বিনা অভিবাসন ব্যয়ে

নারী গার্মেন্টস ওয়ার্কার প্রেরণ করে। ২০০৮ সাল হতে অদ্যাবধি ৭০,৩০৪ জন গার্মেন্টস কর্মীকে জর্ডানে প্রেরণ করেছে।

৬। বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্টদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নামমাত্র অভিবাসন খরচে অথবা বিনা খরচে জাপান, মরিশাস, জর্ডান প্রভৃতি দেশে কর্মী প্রেরণ করতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৭। অবৈধভাবে ভিসা ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে অভিবাসন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি এ বিষয়ে সৌদি আরব সরকারের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ফলে ভিসা ট্রেডিং বন্ধের বিষয়ে দু'দেশ একসাথে একমত হয়েছে। সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক প্রবাহ (Financial flow) বিশ্লেষণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে অসংগতি চিহ্নিত করে দায়ী নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি Study করা এবং বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ খতিয়ে দেখার বিষয়ে একমত পোষণ করেছে। আশা করা যাচ্ছে, বৃহৎ এই শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণে অভিবাসন ব্যয় শীঘ্রই হ্রাস পাবে।

৮। দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে অভিবাসন ব্যয় যেন বৃদ্ধি না পায় সেলক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজনের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় এর অধিক ব্যয় না করতে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে।

নির্দেশনা-৮

প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবার পরিসর বৃদ্ধিকল্পে ৭ টি বিভাগীয় শহরসহ প্রবাসী অধ্যুষিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে মোট ৮৬টি শাখা খোলা হয়েছে। এ অর্থবছরে ব্যাংকটির ১০০তম শাখা খোলার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দুটি মানি ট্রান্সফার এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত ২% প্রণোদনাসহ স্পটক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণ করছে। এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর সাব এজেন্ট হিসেবে আরো ১৬টি এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে প্রেরিত রেমিটেন্স এ ব্যাংকের শাখাসমূহ হতে বিতরণের উদ্দেশ্যে দ্বি-পাক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সিবিএস সফটওয়্যার বাস্তবায়নের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে যা সম্পন্ন হলে ব্যাংকের গ্রাহকের সেভিংস একাউন্টে সরাসরি রেমিটেন্স প্রেরণের পাশাপাশি BEFTN এর সাহায্যে অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স রিসিভ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

নির্দেশনা-৯

প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি ২০১২ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রবাসী কর্মীর ১৯ হাজার ৮৬২ জন মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ৩০ কোটি ১৩ লক্ষ ০১ হাজার ২০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ কারণে ২০২০ সালে পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিইসি ও জেএসসি ক্যাটাগরিতে পরীক্ষার ফলাফল দেয়া না হলেও এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাপল নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে এসএসসি/সমমান ক্যাটাগরিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাদের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষাবৃত্তিপ্রদানের নিমিত্ত জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এবং মুজিববর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদেশে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

স্কুল	অনুমোদিত বরাদ্দ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাহ্ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল স্কুল	০১ কোটি টাকা
গ্রীসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল স্কুল	২৫৩৪৯৫০.০০ ইউরো সমপরিমাণ ২৬,০৭,১৯,৬০৮.০০ টাকা
সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলা স্কুল	১৭.৯২ কোটি টাকা ।
সৌদি আরবের দাম্মামস্থ বাংলা স্কুল	১৩.৮৬ কোটি টাকা ।
বাহরাইনস্থ বাংলা স্কুল	৪০ কোটি টাকা

নির্দেশনা-১০

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং-এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান-ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লিষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বাস্তবায়িত

৯.৫। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। ২০২০-২১ অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল এর পৃথক পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

৯.৬। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

রূপকল্প: সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা এবং অভিলক্ষ্য: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জাতীয় কৌশল হচ্ছে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা। এটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী ও সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মনির হোসেন চৌধুরী এবং অফিস সহায়ক জনাব সাদ্দাম হোসেনকে সনদ এবং আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া সেরা দপ্তর/সংস্থা হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হামিদুর রহমানকে সনদ ও আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

৯.৭। ইনোভেশন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সদাসচেষ্ট। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় মন্ত্রণালয় থেকে উদ্ভাবনী ধারণা বা কনসেপ্ট আহ্বান করা হলে সকলেই এ ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। একটি কর্মশালার মাধ্যমে ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করে কার্যকারিতা ও সময়োপযোগীতা বিবেচনায় নিয়ে কনসেপ্টগুলি চূড়ান্ত করা হয়।

কোভিড-১৯ অতিমারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর দেয়া। সরকারের নির্দেশনায়ে হোম-অফিস ধারণা চালু করা হলে মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি ভাইবার গ্রুপ তৈরী করা হয়। এ গ্রুপে অফিস আদেশ, সভার নোটিশসহ উল্লেখযোগ্য কাজগুলি শেয়ার করার প্রত্যেকেই যথাসময়ে (Just in Time ev JIT) তথ্য পেয়েছে। সীমিত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসীদের তথ্য সেবা দিতে ভাইবার গ্রুপের মাধ্যমে শেয়ারকৃত বিষয়গুলি সবার কাজে এসেছে। ফলে সময়, অর্থ ও কাজের ধাপ- সকল ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেছে।

পূর্ববর্তী পদ্ধতি

- ধাপ ১: শাখা হতে নথি উপস্থাপন
- ধাপ ২: নথি অনুমোদন
- ধাপ ৩: নোটিশ প্রস্তুতকরণ (হার্ডকপি)
- ধাপ ৪: নোটিশের হার্ডকপি প্রিন্ট/ফটোকপি
- ধাপ ৫: নোটিশ জারী ও বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রাপককে প্রেরণ
- ধাপ ৬: নোটিশ জারীপূর্বক অফিসকে অবহিতকরণ
- ধাপ ৭: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নোটিশ যাচাইকরণ

নতুন পদ্ধতি

- ধাপ ১: শাখা হতে নথি উপস্থাপন
- ধাপ ২: নথি অনুমোদন
- ধাপ ৩: নোটিশ প্রস্তুতকরণ (সফটকপি)
- ধাপ ৪: ভাইবার গ্রুপ মেইলে নোটিশ আপলোড



লকডাউনের ফলে নথি বা হার্ডফাইলে কাজ করা ২০২০-২১ এ সহজ ছিল না। এ জন্য ই-নথিতে কাজেই সংশ্লিষ্টরা নিজেদের মধ্যে সফটকপি আদান প্রদান করেন এবং সফটকপিতেই প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন করে চিঠি নথি ইত্যাদি চূড়ান্ত করেন। ফলে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম জোরদার হয়।

কোভিড-১৯ এর ফলে যারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অভিবাসীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে তাই মন্ত্রণালয় থেকে উদ্ভবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সৌদি আরবে হটলাইন টেলিফোন সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে মিশনে কর্মরত কর্মকর্তারা অভিবাসী কর্মীদের খোজ-খবর নিয়েছেন।

২০২০-২০২১ এর সবচেয়ে কার্যকর উদ্ভাবনী পদক্ষেপ হচ্ছে আমি প্রবাসী অ্যাপস্। বার্ষিক পরিকল্পনা না থাকলেও গুরুত্ব বিচার করে জরুরিভিত্তিতে এ অ্যাপসটিকে তৈরী করা হয়েছে। গুগল প্লে স্টোরসহ বিভিন্ন সোর্স থেকে অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে অভিবাসী কর্মীরা কোভিড -১৯ টিকা কার্যক্রম, কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রমসহ নানা সেবা গ্রহণ করছে। বিভিন্ন প্রচার মিডিয়া, ফেসবুকসহ সকলক্ষেত্রেই আমি প্রবাসী অ্যাপসটির ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে।



প্রবাস গমনেচ্ছু প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং সেশন, টিটিসি, নীলফামারী



নবনিযুক্ত লেবার অ্যাটাশেদের জন্য আয়োজিত ব্রিফিং সেশন



বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ/কর্মস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন ও অভিবাসী কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করছেন জনাব মোঃ আতাউর রহমান, কাউন্সেলর (শ্রম), সিঙ্গাপুর। ১৮ডিসেম্বর ২০২০

অধ্যায়
১০

শ্রম কল্যাণ উইং

শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে ৪৩ জন কূটনৈতিক মর্যাদার কর্মকর্তা এবং ১৪৫ জন সহায়ক কর্মকর্তা ও স্টাফ নিয়োজিত রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে ১০০% ভিসা/চাহিদাপত্র যাচাই করে সত্যায়ন করেছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীরা চাকুরী নিয়ে বিদেশে গমন করেছেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪,১২,৯০৯ জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে (তথ্যসূত্রঃ www.bmet.gov.bd)। এই অর্থ বছরের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ কর্মীদের বাসগৃহ, জেলখানা, হাসপাতাল, ডিপোর্টেশন সেন্টারে ৪১২৯টি পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২২৭৪টি বৈদেশিক কর্মস্থল/কারখানা ও শ্রম ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন ।

শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মী ও নিয়োগকারীদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২০-২১ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের নিকট আনীত এ ধরনের বিরোধের ১০০% নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিদেশে বাংলাদেশের জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ নিয়মিত বিদেশি নিয়োগকর্তা ও রিক্রুটিং এজেন্টদের সাথে সভা করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ ধরনের ১২২৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিরাপদ অভিবাসন ও বৈধ চ্যানেলে দেশে অর্থ প্রেরণের জন্য প্রবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শ্রম উইংসমূহ নিয়মিত প্রচার কার্য চালিয়ে থাকে। এ অর্থ বছরে এ ধরনের ২২৪টি প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছে।

শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মতি পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ০৮টি শ্রম কল্যাণ উইং পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। করোনা মহামারীর কারণে ভার্চুয়ালী শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহকে কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।



আল জাহরান কোম্পানী-এর শ্রম আবাসন ভিজিট; সৌদি শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবাসীদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে ব্রিফিং করছেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, কাউন্সেলর (শ্রম), জেদ্দা।

দৈনিক পত্রিকায় আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০ এর ক্রোড়পত্র



অধ্যায়
১১

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০



১। প্রতিবছর বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আগত ২২ লক্ষ কর্মীর ২৫% এর কর্মসংস্থান হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৩টি দেশে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ অভিবাসী কর্মী নিরলস পরিশ্রম করছে এবং ১৮ বিলিয়ন রেমিট্যান্স প্রেরণ করছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী একযোগে উদ্‌যাপিত হয়, যার মাধ্যমে অভিবাসীদের মধ্যে প্রেরণা জাগে এবং নতুন নতুন শ্রমবাজারে ও কর্মক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জিডিপি-তে অভিবাসী কর্মীদের অবদান ৮% এবং অভিবাসনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি সূচিত হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে শ্রম অভিবাসন বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত।

২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশেও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযথ গুরুত্ব সহকারে এই দিনটি উদযাপন করে আসছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বছরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপনের জাতীয় অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় জেলা/উপজেলা প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অভিবাসন বিষয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা হয় এবং প্রবাসী কর্মীদের মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৩। অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য একমাত্র উৎসবমুখর দিবস হওয়াতে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়োগকারী দেশসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর-কে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য দিবসটিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক খ শ্রেণিতে তালিকাভুক্তি করা হয়েছে।

৪। ০৬ জানুয়ারি ২০২১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকেন এবং ভাষণ প্রদান করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার মহতী লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে উত্তরণের সফল রাষ্ট্রনায়ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি, রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন বায়রা'র সভাপতি জনাব বেনজীর আহমদ, এমপি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০২০ এর প্রতিপাদ্য ছিল : 'মুজিববর্ষের আহবান-দক্ষ হয়ে বিদেশ যান'। এ অনুষ্ঠানে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ এবং সিআইপি (এনআরবি) ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শিক্ষাবৃত্তির চেক এবং সিআইপি (এনআরবি) ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী ইমরান আহমদ, এমপি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।



সিআইপি সম্মাননা প্রদান



আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০২০ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি ও মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব বেনজীর আহমদ, সাবেক সভাপতি, বায়রা এর উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছেন মাননীয় মন্ত্রী।



আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি) কর্তৃক আয়োজিত টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি ও ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন সচিব এবং জনাব মো: হামিদুর রহমান, মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড মহোদয়গণের উপস্থিতিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা অনুষ্ঠান। (৩১শে মার্চ ২০২১)



নিরাপদ ও নৈতিক অভিবাসনের জন্য মাইক্রোবাসে বোয়েসেলে'র প্রচারণা

অধ্যায়
১২

প্রবাসী কল্যাণমূলক কার্যক্রম

১২.১. মৃতদেহ দেশে আনয়ন/ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন কর্মীর পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করলে পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন দেশ হতে ৩১৫৭টি মৃতদহে দেশে আনা হয়েছে।

১২.২. মৃতদেহ আনয়নে ব্যয়

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ সাধারণত নিয়োগকর্তার খরচে দেশে আনা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা পাওয়া না গেলে অথবা নিয়োগকর্তা অপারগতা প্রকাশ করলে মৃতদেহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থে দেশে আনা হয়। এজন্য প্রতি অর্থ বছর বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে "মৃতদেহ দেশে প্রেরণ" বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৭টি বাংলাদশে মিশনে মৃতদেহ দেশে প্রেরণের জন্য ৩,৬৯,৯৫,৭১১/- (তিন কোটি উনসত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশত এগারো) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

১২.৩. মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ সহায়তা

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে পৌঁছালে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক লাশ গ্রহণপূর্বক মৃতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় প্রত্যেক মৃত কর্মীর পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে মৃতদহে পরবিহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩১৫৭ জন মৃতরে অনুকূলে তাদরে পরিবারকে মোট ১১,০৪,৯৫,০০০/- (এগারো কোটি চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

১২.৪. আর্থিক অনুদান

ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারন্সে (বহির্গমন ছাড়পত্র) নিয়ে বিদেশে গমনকারী অথবা বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত অনাবাসী বাংলাদেশি (এনআরবি) হিসেবে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত কর্মী প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে বোর্ড থেকে এককালীন ০৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া যে সকল কর্মী ছুটিতে কিংবা অসুস্থ হয়ে দেশে আসার ০৬ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের পরিবারকেও সমপরিমান অর্থ অনুদান দেয়া হয়। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৬৬৩৫ জন মৃতকর্মীর পরিবারকে ২০৫,৯০,৬৭,০৭৪/- (দুইশত পাঁচ কোটি নব্বই লক্ষ সাতষট্টি হাজার চুয়াত্তর) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১২.৫. মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ আদায় ও বিতরণ

বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্সের অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। আদায়কৃত উক্ত অর্থ তাঁদের ওয়ারিশদের মধ্যে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০৬২ জন কর্মীর অনুকূলে ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া অন্যান্য বাবদ আদায়কৃত ৫৮,৭৩,৭৩,৩১৮/- (আটান্ন কোটি তিয়াত্তর লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত আঠারো) টাকা তাদের পরিবারকে বিতরণ করা হয়।

১২.৬. চিকিৎসার্থে আর্থিক সহায়তা ও হাসপাতালে ভর্তি

প্রবাসে কর্মরত অনেক কর্মী নানা ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে গুরুতর আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সকল কর্মী দেশে আসার পর বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক গ্রহণ এবং নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্স যোগে সরাসরি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের চিকিৎসার্থে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ০১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া প্রবাসে অসুস্থ কর্মীদের সাধারণত নিয়োগকর্তার খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কোন কর্মীর নিয়োগকর্তা না থাকা অথবা নিয়োগকর্তা অপারগতা প্রকাশ করলে বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের সহায়তায় বোর্ডের অর্থে সংশ্লিষ্ট দেশেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ২০৭ জন অসুস্থ কর্মীর চিকিৎস্বার্থে ১,৭৬,০৭,০০০.০০/- (এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ সাত হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

১২.৭. এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান

বিদেশে ফেরত অসুস্থ এবং প্রবাসে মৃত কর্মীর মরদেহ পরিবহনের জন্য বিমানবন্দর হতে সাশ্রয়ী মূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া অসুস্থ কর্মীর সাথে আগত সহযোগী চিকিৎসক ও নার্সকে মানসম্মত হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকাতে ০২টি এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ ০১টি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রবাস হতে অসুস্থ হয়ে ফেরত আসা ১৫ জন এবং মৃত ৫৯ জন কর্মীকে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

১২.৯. সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনা

প্রবাসে কর্মরত নারী কর্মীরা বিভিন্ন সময় নিয়োগকর্তা কর্তৃক নানা ধরনের নির্যাতন, হয়রানি অথবা নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় পড়েন। এ সকল বিপদগ্রস্থ নারী কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে সেইফ হোম স্থাপন করা হয়েছে। এসব সেইফ হোম বাংলাদেশ মিশনসমূহরে শ্রম কল্যাণ উইংয়ের তত্ত্বধানে পরিচালিত হয়। সেইফ হোমে জনবল, আশ্রয় গ্রহণকারী নারী কর্মীদের খাবার এবং চিকিৎসাসহ অন্যান্য ব্যয় বোর্ড হতে বহন করা হয়। বর্তমানে সৌদি আরবের রিয়াদে ০১টি, জেদ্দায় ০২টি, জর্ডানে ০১টি এবং ওমানে ০১টি সহ মোট ০৫টি সেইফ হোম রয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি লিবিয়ায় বিপদগ্রস্থ কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য একটি শেল্টার হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সেইফ হোমসমূহ পরিচালনায় ১৩,১৫,৭৩,৩৮৫/- (তের কোটি পনরো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত পঁচাশি) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

১২.১০. শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২ সালে শিক্ষাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত (ক্যাটাগরি: পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান) কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৭৫৬ জন প্রবাসী কর্মীর সন্তানকে ১০৯,৩৬২,২০০/- (দশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ বাষট্টি হাজার দুই শত) টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১৬ সাল হতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ভর্তিতে ০.৫% আসন সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া স্নাতক শ্রেণির ভর্তিতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করছে। অন্যান্য শ্রেণির ভর্তিতেও আসন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

১২.১১. প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা

নিরাপদ বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরস্থ

"প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" এর মাধ্যমে কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যথাক্রমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১২.১২. বীমা সুবিধা প্রদান

বিদেশগামী সকল কর্মীদের ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে বীমা সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। জীবনবীমা কর্পোরেশনের সাথে কল্যাণ বোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী কর্মী কর্তৃক ৪৯০/- টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২২৩৮৩৫ জনকে বীমাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বীমাভুক্ত ৩০ জন মৃতের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে ৯০,০০,০০০/- (নব্বই লক্ষ) টাকা মৃত্যুজনিত বীমা দাবীর অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

১২.১৩. ডায়াগনষ্টিক ও হাসপাতাল স্থাপন

প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাশ্রয়ীমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ গুলশানের ভাটারায় একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২.১৪. স্থায়ী রি-ইন্ট্রিগ্রেশন সেন্টার স্থাপন

বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের সাময়িক অবস্থানের জন্য বিমানবন্দরের সন্নিকটে একটি স্থায়ী রি-ইন্ট্রিগ্রেশন সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২.১৫. কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের ভাতা প্রদান

প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের মাসিক ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই চলছে।

১২.১৬. অনিবন্ধিত প্রবাসী ও অনাবাসী বাংলাদেশিদের বোর্ডের ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্তি

বিদেশে বসবাসরত অনিবন্ধিত ও অনাবাসী বাংলাদেশিদের (এনআরবি) বোর্ডের সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে দূতাবাসের মাধ্যমে তাঁদেরকে বোর্ডের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে তাঁরা বোর্ড প্রদত্ত সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২২১৮৯ জন কর্মীকে ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১২.১৭. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনে সহায়তা

আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কর্মীরা ঋণ, ধার-দেনা, ভিটেমাটি বিক্রি ও সুদে টাকা যোগাড় করে বিদেশ গমন করেন। এ সকল কর্মীদের স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করেছে। ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪২৫ কোটি টাকা এ বোর্ড হতে দেয়া হয়েছে।

১২.১৮. প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার

গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নানাবিধ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে কর্মীরা সেবা গ্রহণ করতে পারছে। প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয়। কল সেন্টারের নম্বরসমূহ- ০১৭৮৪৩৩৩৩৩৩, ০১৭৯৪৩৩৩৩৩৩, ০২-৪৮৩১৪৮৮৮। ২০২০

- ২১ অর্থবছরে কল সেন্টারের মাধ্যমে ৪৬৪২ জন কর্মীকে তাঁদেরে পরিবারের সদস্যদের সেবা দেয়া হয়েছে।

১২.১৯. প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে শ্রম উইংয়ে বাজেট প্রদান

প্রবাসে কর্মরত কর্মীদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম উইংয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। বিশেষ করে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণ, আইনগত সহায়তা, মামলা পরিচালনা, আটক কর্মীদের মুক্তকরণ, আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, বকেয়া ও অন্যান্য অর্থ আদায়, বিপদগ্রস্ত কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ, শ্রম বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, কর্মীর প্রতিষ্ঠান, জেল ও আবাসস্থল পরিদর্শন, জনসচেতনতামূলক প্রচার, বিপদগ্রস্ত নারী কর্মীদের আশ্রয়ের জন্য সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনা এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তাসহ কল্যাণধর্মী ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রবাসে কর্মীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১৭,৯১,৭৩,৮৬৪/- (সতরো কোটি একানব্বই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশত চৌষট্টি) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।



প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গোবিন্দগঞ্জ, সুনামগঞ্জ শাখার উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য সুনামগঞ্জ-৫ জনাব মুহিবুর রহমান মানিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।



প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের লাকসাম শাখা (কুমিল্লা)-র উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি।

অধ্যায়
১৩

অভিবাসন সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

বাংলাদেশি অভিবাসীদের ঋণ সহায়তা প্রদান, রেমিটেন্স আনয়নসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) দ্বারা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঢাকায় কলম্বো প্রসেস এর ৪র্থ সম্মেলন চলার সময় ২০১১ সালের ২০ এপ্রিল তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো

- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ; এবং
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদান।

ঋণ সেবাসমূহ

- অভিবাসন ঋণ
- পুনর্বাসন ঋণ
- বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ
- বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ (কোভিড-১৯)
- সাধারণ পুনর্বাসন ঋণ

সঞ্চয়ী সেবাসমূহ

- সঞ্চয় প্রকল্প
- বঙ্গবন্ধু মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প
- বঙ্গবন্ধু দ্বিগুণ আমানত প্রকল্প
- বঙ্গবন্ধু শিক্ষা সঞ্চয় স্কিম
- বিবাহ সঞ্চয় স্কিম

২০২০-২১ অর্থবছরে ১১,৫৩২ জন বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীকে মোট ২৬৭.৯৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ৩,২৪১ জনকে ৮১.৩৮ কোটি টাকা বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

অর্থবছর	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	বিতরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	আদায়
২০১১-১২	৮৯৯	৭.৩৪	১.৬১
২০১২-১৩	১,১৫৯	৯.৩৮	৪.৯৬
২০১৩-১৪	৩,৩৪৯	২৬.০৬	১১.৯৭
২০১৪-১৫	৪,২৫৮	৩৩.৩৩	২৪.৫৪
২০১৫-১৬	৭,৭৬৩	৭৮.৯৪	৪৭.৬৭
২০১৬-১৭	৬,৩০৫	৭৪.৮০	৬৪.৫০
২০১৭-১৮	৫,৫৮৯	৭১.২৯	৬৮.৪৪
২০১৮-১৯	৭,১১৫	১০৫.৪৯	৭৬.৯৪
২০১৯-২০	৬,৩৩৯	১০৮.৯৬	৭৫.২০
২০২০-২১	১১,৫৩২	২৬৭.৯৬	৮০.০৬
সর্বমোট	**৫৪,৩০৮**	**৭৮৩.৫৫**	**৪৫৫.৮৯**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ঋণ বিতরণের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

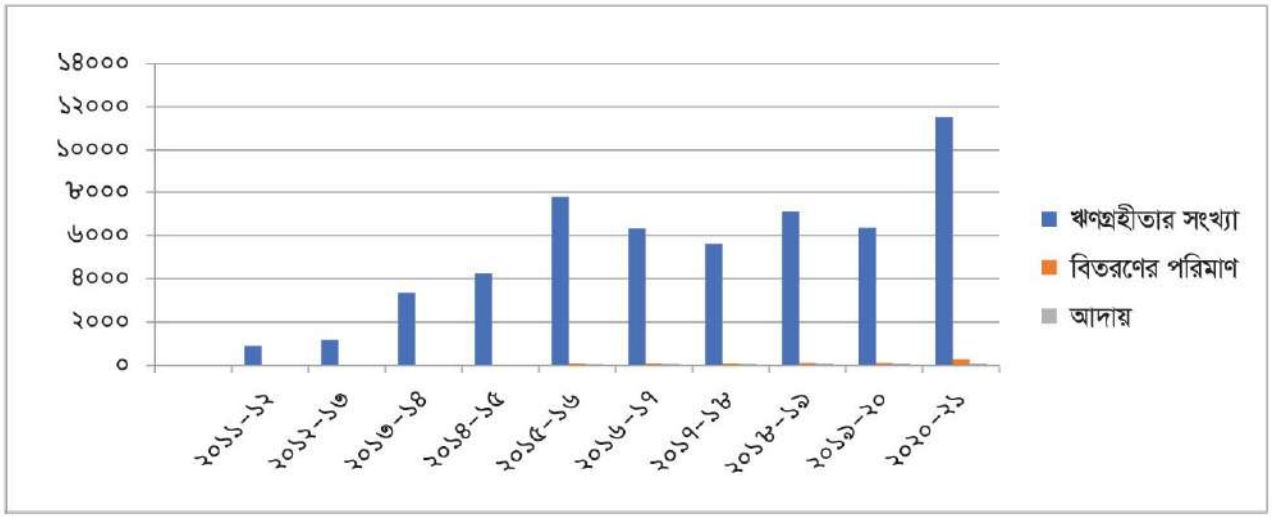

ক্রম	অর্থ প্রদানকৃত দপ্তরের নাম	ঋণ গ্রহীতার সংখ্য	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
০১	অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে বরাদ্দকৃত ৫০০ কোটি টাকা হতে প্রাপ্ত ২৫০ কোটি টাকা	৮,২৯১ জন	১৮৬.৫৮
০২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত ২০০ কোটি টাকা হতে প্রাপ্ত ৯০ কোটি টাকা	৩,২৪১ জন	৮১.৩৮
	মোট	**১১,৫৩২ জন**	**২৬৭.৯৬**

রেমিটেন্স বিতরণঃ যে কোন দেশ থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স পিন কোড পদ্ধতিতে এ ব্যাংকের সকল শাখা হতে সরকার ঘোষিত ২% প্রণোদনাসহ স্পটক্যাশ বিতরণ হচ্ছে।

নতুন শাখা খোলাঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে অত্র ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৬৩ (তেষট্টি) টি থেকে ৮৩ (তিরাশি) টিতে উন্নীত করা হয়। আরো ১৭ (সতেরো) টি শাখা খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অটোমেশনঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখায় নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে Real Time Online Banking পরিচালিত হচ্ছে।

CBS: Core Banking Solution (CBS) বাস্তবায়ন।



প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সল্যুশন বাস্তবায়ন চুক্তি সম্পাদন



জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর শুভ উদ্বোধন করেন।



মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

অধ্যায়
১৪

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র মাননীয় সভাপতি জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। এছাড়া উপস্থিত আছেন জনাব ইমরান আহমদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২০১৯ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নিম্নরূপে গঠনপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়:

ক্র:নং:	সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবি
১.	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	২৮২ চট্টগ্রাম-৫	সভাপতি
২.	জনাব ইমরান আহমদ, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৩২ সিলেট-৪	সদস্য
৩.	অধ্যাপক মো: আলী আশরাফ	২৫৫ কুমিল্লা-৭	সদস্য
৪.	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন	২২৪ সুনামগঞ্জ-১	সদস্য
৫.	জনাব মৃণাল কান্তি দাস	১৭৩ মুন্সিগঞ্জ-৩	সদস্য
৬.	জনাব দিদারুল আলম	২৮১ চট্টগ্রাম-৪	সদস্য
৭.	বেগম আয়েশা ফেরদাউস	২৭৩ নোয়াখালী-৬	সদস্য
৮.	জনাব পংকজ নাথ	১২২ বরিশাল-৪	সদস্য
৯.	জনাব মো: সাদেক খান	১৮৬ ঢাকা ১৩	সদস্য
১০.	জনাব মো: ইকবাল হোসেন	২২১ শরীয়তপুর-১	সদস্য

এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৯ম থেকে ১৩তম পর্যন্ত মোট পাঁচ (০৫) টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে:

বৈঠক নং	তারিখ
৯ম বৈঠক	০১ সেপ্টেম্বর ২০২০
১০ম বৈঠক	০৮ অক্টোবর ২০২০
১১তম বৈঠক	১১ জানুয়ারি ২০২১
১২তম বৈঠক	০৯ মার্চ ২০২১
১৩তম বৈঠক	০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

উক্ত বৈঠক সমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকভাবে সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

অধ্যায়
১৬

মুজিববর্ষ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকেও নানা উদ্যোগ এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে জন্মশতবার্ষিকীর জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচিগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরুপঃ-



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'শেখ মুজিব' অ্যা নেশন'স ফাদার শীর্ষক সচিত্র গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় গ্রন্থটির উপদেষ্টা সম্পাদক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমেদ এবং সম্পাদক বদরুন্নেছা আহমদ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি (একাডেমিক) ড. নাসরীন আহমাদ উপস্থিত ছিলেন।

০১. মুজিববর্ষের শুরুতে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মুজিববর্ষের আহবান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান স্লোগানটি ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

০২. মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১টি উপদেষ্টা কমিটি ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ১টি বাস্তবায়ন কমিটি গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ১১টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১১টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

০৩. বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের বেশ কিছু নথি এবং প্রায় আড়াইশ দুর্লভ আলোকচিত্র নিয়ে 'Sheikh Mujib: A Nation's Father' নামক একটি পিক্টোরিয়াল বই প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, চেয়ারম্যান, বদরুন্নেসা আহমদ ফাউন্ডেশন ও প্রো-ভিসি (একাডেমিক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একজন সাধারণ বাঙালি থেকে বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসে সাজানো হয়েছে এই প্রকাশনা। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার পিতাকে নিয়ে স্মৃতিচারণামূলক লেখা এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১/০৯/২০২০ তারিখে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

০৪. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক গত ১৭/০৩/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণর উদ্বোধন করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন এই কর্নারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা সহস্রাধিক বই সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অধিকন্তু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৬টি আইএমটি, ৬১টি টিটিসি এবং ৩০টি ডিইএমওসহ সর্বমোট ৯৭টি প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।



মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ এমপি কর্তৃক বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (বিকেটিটিসি) বঙ্গবন্ধু কর্ণারের উদ্বোধন

০৫. **মাইগ্রেশন ইনফরমেশন অ্যাপস প্রস্তুতকরণ:** জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক পস্তুতকৃত ডাটাবেজে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশনের একটি ঐচ্ছিক চ্যানেল হিসেবে AmiProbashi নামে একটি অ্যাপস গত ০৮/০৫/২০২১ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রমের জন্য এবং ডাটাবেজ হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রেও অ্যাপসটি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

০৬. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নামে বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠা:**

(ক) **গ্রীসের এথেন্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা:** গ্রীসের এথেন্সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনটিনিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে গ্রীসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের অনুকূলে প্রায় ২৬ লক্ষ ইউরো সমপরিমাণ প্রায় ২৬ কোটি বাংলাদেশি টাকা অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(খ) **সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাতে স্থাপিত ইংলিশ স্কুলের ভবন নির্মাণ:** সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাস্থ বাংলাদেশ ইংলিশ প্রাইভেট স্কুলটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করার জন্য ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন। সে লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

(গ) **বাহরাইনস্থ বাংলা স্কুল:** বাহরাইনস্থ বাংলা স্কুলের নামকরণ সংক্রান্ড় বিষয়টি বাহরাইনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে। তবে ইতোমধ্যে উক্ত স্কুলের একটি ভবন বঙ্গবন্ধুর নামে করার বিষয়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূত নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

(ঘ) **রিয়াদ ও দাম্মামস্থ বাংলা স্কুল:**

- সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলা স্কুলের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে ১৭.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং দাম্মামস্থ বাংলাদেশি ইংরেজি স্কুলের জন্য জমি ক্রয়সহ ভবন নির্মাণ বাবদ ১৩.৮৬ কোটি টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (বাংলা সেকশন) রিয়াদে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

- সৌদি আরবের দাম্মামে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (ইংরেজি সেকশন) স্কুল প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জমি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ দাম্মামে একটি স্কুল ভাড়ার প্রস্তাব দূতাবাসে দাখিল করেছে।

০৭. বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের জন্য একটি রি-ইন্টিগ্রেশন সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন: মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির জন্য বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণে বিমানবন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় বঙ্গবন্ধুর নামে একটি রি-ইন্টিগ্রেশন সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিমানবন্দরের নিকটবর্তী স্থানে ভবনসহ একটি জমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয়সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। ১০/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় জমিটির নিষ্কন্টকতাসহ অন্যান্য বিষয় সমাধানের জন্য মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

০৮. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নামে গুলশানের ভাটারায় প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের চিকিৎসার সুবিধার্থে একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

০৯. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী মন্ত্রণালয়ের সম্মুখভাগে ও রাজধানীর উল্লেখযোগ্য স্থানে এবং দেশব্যাপী স্থানীয় অফিস সমূহের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ছবি, ব্যানার, ফেস্টুন, এলইডি বোর্ড এবং ড্রপ ডাউন ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল নথি এবং চিঠিপত্রে অনুমোদিত লোগো ও স্লোগান ব্যবহার করা হচ্ছে।

১১. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর উদ্যোগে ১০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে বিদেশে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৮ জনকে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

১২. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার অফিসসমূহে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

১৩. ১৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১৫ই আগস্ট এবং ১৬ই ডিসেম্বর মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর সংস্থায় বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়েছে।

১৪. ১৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১৫ই আগস্ট এবং ১৬ই ডিসেম্বরে মুজিববর্ষ ও বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন নিয়ে মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে অবস্থিত শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের সাথে ভার্চুয়াল আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

১৫. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এ সময় করোনা মহামারী বিবেচনায় রেখে বিদেশ ফেরত ৫৯৭৪ জন কর্মীকে এককালিন অফেরতযোগ্য অনুদান হিসেবে ০৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ০২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিদেশ হতে নির্যাতিত অসহায় এবং দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে দেশে ফেরত ১০৯৫ জন নারী কর্মীকে ০৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১৬. বিদেশগামী কর্মীদের গন্তব্য দেশে বাধ্যতামূলক হোটেল কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয়। মুজিববর্ষে প্রবাসীদের কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ যাবৎ প্রবাসীদের নিকট থেকে মোট ৩৭৮৫১টি আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত কোয়ারেন্টাইনের খরচ হিসেবে ৭২ জন কর্মীকে ২৫ হাজার টাকা করে সর্বমোট ১৮ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তিন সহস্রাধিক কর্মীর কোয়ারেন্টাইন খরচ হিসেবে ঈদুল আযহার পরপরই ০৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

১৭. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ এর আওতায় ৭৪৭ জনকে ২১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক ১১ হাজার ৩৭৩ জনকে ২৬০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

১৮. মুজিববর্ষে করোনা মহামারী মোকাবেলায় প্রবাসীদের সুবিধার্থে দাঁড়াতে বিদেশস্থ মিশনগুলোতে খাদ্য সহায়তা হিসেবে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।



জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিকেটিটিসি মিলনায়তনে বিএমইটি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অধ্যায়
১৬

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং সেন্টারে মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের সম্মুখভাগে ব্যানার, ফেস্টুন ও ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, মন্ত্রণালয়ের সকল চিঠি পত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত লোগো ব্যবহার করা হয়।



মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (২৬ মার্চ, ২০২১)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী হলো ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরপূর্তি পালনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত একটি বার্ষিক পরিকল্পনা। সরকার ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঘোষণা দিয়েছে।



মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ (২৬ মার্চ, ২০২১)

অধ্যায়
১৭

করোনা পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রম

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ফ্রন্ট লাইনার/কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ভ্যাক্সিন প্রদানের বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করেছে এবং এ বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে বিমানবন্দরে বিদেশ প্রত্যাগত ও বিদেশগামী কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ (হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও গ্লাভস ইত্যাদি) বিতরণ করা হচ্ছে;

- মালদ্বীপ হতে আগত বাংলাদেশি কর্মীদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে এবং প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। একই দেশ হতে আগত উভয় ডোজ টিকা নেয়া বাংলাদেশি কর্মীদের হোম কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

- গত ১৩ জুন ২০২১ তারিখ বাংলাদেশে অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার পরামর্শ মোতাবেক আইসিডিডিআরবি ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে একটি Research Proposal দাখিল করেছে। উক্ত পত্রে বাংলাদেশী কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইসিডিডিআরবি মন্ত্রণালয়ে একটি উপস্থাপনা (Presentation) প্রদান করেছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সম্প্রতি মহামারী কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সৌদি আরব সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ২০ মে ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব প্রবাসী যেসব বাংলাদেশি কর্মী বাংলাদেশে ছুটি শেষে নিজ খরচে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন পালন করেছেন বা করবেন এবং যারা নতুন করে সৌদি আরব গমণ করবেন তাদেরকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে কর্মী প্রতি ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা) করে ভর্তুকি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৯ জন কর্মীকে ১৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।



কোয়ারেন্টাইন খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমনকারী বাংলাদেশি কর্মীদের করোনা ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২০ মে ২০২১ ও ২৭ মে ২০২১ তারিখে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিদেশগামী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করোনা ভ্যাক্সিন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও আইসিটি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ প্রবাসী কর্মীকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে।

- সৌদি আরব ও কুয়েত প্রবাসী রিটার্নি কর্মীদেরকে জরুরিভিত্তিতে ফাইজারের টিকা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১০ জুন ও ২১ জুন ২০২১ তারিখে যথাক্রমে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। টিকা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সারা বিশ্বে অবস্থানরত ১.২ কোটি অভিবাসী কর্মী যাতে বিনামূল্যে এই প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য গন্তব্য দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণে সকল প্রকার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে;

- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অনুরোধে কোয়ারেন্টাইন ফ্যাসিলিটি ২০০০ থেকে ৪০০০ জনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দিয়াবাড়ী, ঢাকায় অবস্থিত রাজউক, উত্তরা এ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট এর বিল্ডিং নং ১-কে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে উপযোগী করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর অনুকূলে প্রাথমিকভাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক

কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

- বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বিদেশে গমনেচ্ছু এবং বিদেশে প্রত্যাগত কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা, টিকা প্রাপ্তি ও কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য এ মন্ত্রণালয় ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কুইক রেসপন্স টিম গঠন করেছে।

- করোনাত্তোর গন্তব্য দেশসমূহে যেসব পেশার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে, বিশেষ করে কৃষি ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিদেশে প্রেরণের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- শ্রমবাজার যেন সংকুচিত না হয় সে জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত আছে।

- বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প শ্রম বাজার অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে কম্বোডিয়া, রুমানিয়া, চীন পোল্যান্ড, সিশেলস ও ক্রোয়েশিয়া-তে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- বিদেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সনদ প্রদানের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে গ্রীসে মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। বাহরাইন ও সৌদি আরবে অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- করোনাত্তোর আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী পুন:প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ফেরত আসা কর্মীদের পুনরায় বিদেশ প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণের যথাযথ সনদায়ন ও পূর্ববর্তী শিক্ষার স্বীকৃতি (RPL – Recognition of Prior Learning) বিষয়েও মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে RPL সনদ প্রদানে জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে প্রবাসী কর্মী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্স। করোনা মহামারীর প্রাক্কাল হতেই শ্রমবাজার যেন সংকুচিত না হয় সে জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে এবং বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ।

- বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য বীমা ব্যবস্থা চালুকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য Gentium Locton Consortium এর সাথে এ মন্ত্রণালয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।



বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান

- করোনাত্তোর গন্তব্য দেশসমূহে যেসব পেশার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে, বিশেষ করে কৃষি ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিদেশে প্রেরণের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজার সংকোচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প শ্রম বাজার অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে কম্বোডিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, পোল্যান্ড, চীন, রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সিশেলস-এ কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ০৫টি টিম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

- বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকল্পে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- করোনার কারণে চাকুরিচ্যুত হয়ে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে সর্বোমেট ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ৮৬ শাখার মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ২০০ কোটি টাকা হতে অদ্যবধি মাত্র ৪% সরল সুদে মোট ৩২৪১ জনকে ৮১.৩৮ কেটি টাকা এবং ৫০০ কোটি টাকা হতে পুরুষ কর্মীদের ৯% ও মহিলা কর্মীদের জন্য ৭% সুদে ৮,২৯১ জন কর্মীকে এ পর্যন্ত ১৮৬.৫৮ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- Re-migration I decent employment এর সুযোগ নিতে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদেরকে সরকারি খরচে Recognition of Prior Learning (RPL) সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীগণ যেন সংশ্লিষ্ট দেশে Electronically RPL সনদ নিয়ে Decent Employment এর সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য e-RPL infrastructure নির্মাণ করা হচ্ছে।

- Post-pandemic Strategic Roadmap for the Labor Migration Sector প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে;

- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুন: একত্রীকরণের লক্ষ্যে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

- দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমশক্তিকে বাজার চাহিদা ভিত্তিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। এজন্য বিদ্যমান টিটিসিসমূহকে যুগোপযোগী করা, প্রতি উপজেলায় টিটিসি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রকল্প ত্বরান্বিত করা, কোভিড-পরবর্তী বাজার চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পরিবর্তন ও প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- নিরাপদ অভিবাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদেশ যাত্রা, বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে তরুণ সমাজকে সচেতন করতে গণমাধ্যমে ও স্থানীয়ভাবে প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

- বিদ্যমান শ্রমবাজার অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণের জন্য গবেষণা, অভিবাসন-কূটনৈতিক তৎপরতা ও সম্ভাবনাময় দেশসমূহে শ্রম উইং প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- প্রবাসী ও বিদেশগামী কর্মীদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জিসিসি দেশসমূহের দূতালয় প্রধানদের সাথে বৈঠক করেছেন এবং ভিসার মেয়াদ বর্ধিত করার বিষয়ে আশ্বাস পাওয়া গেছে।

- অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের সমন্বয়ে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে এ যাবত ১৬টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

- এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ১৭ মে ২০২১ তারিখ হতে প্রবাসী কর্মীদের সুবিধার্থে ঢাকার সাথে বিভিন্ন দেশের বন্ধ রাখা ফ্লাইট চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রণীত লিফলেট বায়রা ও এনজিওসমূহের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে।

- মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মহাপরিচালক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে মাঠ পর্যায়ের চলমান এনজিও এর মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর জন্য ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিষয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য তথ্য প্রচার/ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।



বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের রি-ইন্টিগ্রেশনের জন্য বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগের সাথে বিএমইটি'র সহযোগিতা



সেইপ প্রকল্পের সহযোগিতায় চলমান কারিগরি প্রশিক্ষণ। বিকেটিটিসি ঢাকা

Published at 10:57 pm December 23rd, 2020

Dhaka Tribune

Minister: Migrant workers being prepared for post-Covid-19 labour market



File photo: Migrant workers at Shahjalal International Airport in Dhaka Mehedi Hasan/Dhaka Tribune

A TTC is being set up in Manikganj's Shingair to offer modern, practical skills training to workers, Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Imran Ahmad

The government is equipping the migrant workers with more skills to prepare them for the post-pandemic global labour market.

Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Imran Ahmad said this on Wednesday during a program at the Prabashi Kalyan Bhaban in Dhaka.

Bangladesh Overseas Employment and Services Limited organized the event to mark the International Migrants Day 2020.

"The ministry has stepped forward for the wellbeing of migrant workers and their families during the pandemic, and more will be done in the future," Imran said.

"A specialized technical training centre (TTC) is being set up in Manikganj's Shingair to offer modern and practical skills training to workers."

The minister also called on all the stakeholders to step forward for the development of the labour migration sector.

Nearly 70% of surveyed migrants who returned to Bangladesh between February and June remained unemployed, according to an International Organization for Migration (IOM) study published in August.

According to the report, returnee migrants experienced reintegration challenges which included difficulties in securing employment, financial problems such as lack of income and accumulating debt, and health-related issues.

IOM Bangladesh Chief Giorgi Gigauri said they need to support the government to prioritize development of migrant workers so they can increase remittance flow to Bangladesh.

financial literacy training, particularly to women, to improve ... and financial independence of

পরিশিষ্ট ১

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

ক) মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর

ক্রম:	নাম	পদবী	ফোন	ইমেইল
১	**ইমরান আহমদ**, এমপি	মাননীয় মন্ত্রী		
২	আহমদ কবীর	মন্ত্রীর একান্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২২৭ মোবাইল: ০১৭১২১৭৩২১১	ps2minister@probashi.gov.bd
৩	মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান	মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৩০	pro@probashi.gov.bd

খ) সচিব মহোদয়ের দপ্তর:

১	**ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন**	সচিব	অফিস: ৪১০৩০৪৪৪	secretary@probashi.gov.bd
২	সন্দীপ কুমার সরকার	সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)	অফিস: ৪১০৩০২২০ মোবাইল: ০১৭১২১৫০১৫৮	ps2secretary@probashi.gov.bd

গ) অভিবাসী ও কল্যাণ অনুবিভাগ

১	নাসরীন জাহান	যুগ্ম সচিব	অফিস: ৪১০৩০২১৯ মোবাইল: ০১৭৮৯২০২৯৬৭	jsmission@probashi.gov.bd
২	মুহাম্মদ রেহান উদ্দিন	উপসচিব, কল্যাণ	অফিস: ৪১০৩০২৬০ মোবাইল: ০১৭১১৪৮৫৩৭৫	dswelfare@probashi.gov.bd
৩	মো: আব্দুস সালাম	উপসচিব, মিশন-১	অফিস: ৪১০৩০২৪০ মোবাইল: ০১৬১২৫৫০০৩১	dsmission1@probashi.gov.bd
৪	মো: সারওয়ার আলম	সিনিয়র সহকারী সচিব কল্যাণ শাখা	অফিস: মোবাইল: ০১৭১২২০৭২২৭	

ক্রম:	নাম	পদবী	ফোন	ইমেইল
	ঘ) প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ			
১	মো: আব্দুল মান্নান	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২২৪	adsadmin@probashi.gov.bd
২	মনির হোসেন চৌধুরী	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬১ মোবাইল: ০১৭১৩১২৯৩৮৫	dsadmin@probashi.gov.bd
৩	মোঃ আমিনুর রহমান	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২২০ মোবাইল: ০১৭১৬৪৭৪৪৬৬	dsmonitoring1@probashi.gov.bd
৪	মির্জা শাকিলা দিল হাছিন	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৪৯ মোবাইল: ০১৭১০০৬৮৬১৫	dsparliament@probashi.gov.bd
৫	দীপক কুমার রায়	সিনিয়র সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৭৬৩৩৩৪০৪৭	sasbudget@probashi.gov.bd
৬	মোঃ আবু রায়হান	সিস্টেম এনালিস্ট	মোবাইল: ০১৭৫৭৪৪৪৫২৮	sa@probashi.gov.bd
৭	আশফাক আহমেদ	প্রোগ্রামার	মোবাইল: ০১৭১০২৬৪৯১১	programmer@probashi.gov.bd
৮	মোঃ রেজাউল করিম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	অফিস: ৪১০৩০২৫৬ মোবাইল: ০১৭৮১৪১৪০৩৬	acofficer@probashi.gov.bd
৯	হোসাইন মোহাম্মদ মামুন	সহকারী প্রোগ্রামার	মোবাইল: ০১৭৪২৫৪৪৫৮৩	ictc@probashi.gov.bd
১০	ছৈয়দ আজিম উদ্দিন আহমেদ	সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৮১৪২১৩২১৪	azimmoi1969@gmail.com
	ঙ) দপ্তর ও সংস্থার প্রশাসন অনুবিভাগ			
১	বেগম মাকসুরা নূর চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৮৩৯২২৮৫ মোবাইল: ০১৯২৬২১৩৫৭৯	adsorg@probashi.gov.bd
২	একেএম শরীফুল আলম সিদ্দিকী	উপসচিব	অফিস: ০২৪১৩০২৪৫ মোবাইল: ০১৬৩১৪৮১০৫৪	
৩	মো: আবদুল খালেক	সহকারী সচিব	অফিস: ০২৪১০৩০২৬৫ মোবাইল: ০১৫৫২৩৮৭৬১১	dswelfare@probashi.gov.bd
	চ) উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ			
১	মো: আ: খালেক মল্লিক	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ২৪১০৩০২৬১৬ মোবাইল: ০১৫৫২৩৬৬৭০৫	adsdevelopment@probashi.gov.bd
২	ফররুখ আহম্মদ	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৬৫ মোবাইল: ০১৯২৮৭০৬১৯০	dsplaning@probashi.gov.bd
	ছ) প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ			
১	মোঃ নাজীবুল ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২৩৫ মোবাইল: ০১৮১৯৫৯৭১১১	adstraining@probashi.gov.bd

ক্রম:	নাম	পদবী	ফোন	ইমেইল
২	ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	উপসচিব	মোবাইল: ০১৭১১১০৫৫৮৯	dstraining2@probashi.gov.bd
৩	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৭১৮১৪৮২০৯	sastraining@probashi.gov.bd

জ) গবেষণা ও নীতি অনুবিভাগ

১	সৈয়দা সাহানা বারী	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২১৮ মোবাইল: ০১৮১৮১১২২২৬	syedabari@yahoo.com
২	ড. নাশিদ রিজওয়ানা মনির	উপসচিব	অফিস: মোবাইল: ০১৭৭৯৬৮৯৮৭৫	researchandpublication@probashi.gov.bd

ঝ) কর্মসংস্থান অনুবিভাগ

১	মো: আব্দুল কাদের	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২২৫ মোবাইল:	adsemployment@probashi.gov.bd
২	সুষমা সুলতানা	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৪৩ মোবাইল: ০১৯১২৮১০৭৮৪	tsunashima2306@gmail.com
৩	শেখ মুহাম্মদ রেফাত আলী	উপসচিব	অফিস: ৪১০৩০২৪০ মোবাইল: ০১৯১২৮১০৭৮৪	dsemployment2@probashi.gov.bd
৪	গাজী মো: শাহেদ আনোয়ার	উপসচিব, কর্মসংস্থান	অফিস: মোবাইল: ০১৯২৪২৭৭০৮৩	dsemplozment4@probashi.gov.bd

ঞ) মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ

১	মো: জয়নাল আবেদীন মোল্লা	অতিরিক্ত সচিব	অফিস: ৪১০৩০২২৩ মোবাইল: ০১৭২০৫৭৩৫৩০	
২	আমীর আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম	উপসচিব, মনিটরিং	অফিস: ৯৩৪৯৩১৪ মোবাইল: ০১৭১২৭০৩৯৯৯	dsmonitoring@probashi.gov.bd
৩	মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস	উপসচিব,এনফোর্সমেন্ট	অফিস: মোবাইল: ০১৭১২৮২৭৩৯৮	dsenforcement@probashi.gov.bd
৪	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী সচিব	মোবাইল: ০১৭৪২৭৫৬৮৫২	asenforcement@probashi.gov.bd

৩.২ শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রম:	নাম	পদবী	দেশ	ফোন	ইমেইল
১	মোহাম্মদ আবুল হোসেন	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, কুয়েত	অফিস: +৯৬৫-২৪৯১-৩২২০ মোবাইল: +৯৬৫-৫১৬৬-২৪৮০	counselorkuwit@probashi.gov.bd
২	ফাতেমা জাহান	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, দুবাই	অফিস: +৯৭১-৪২৬৯-০৭৬৪ মোবাইল: +৯৭১-৫৬৭৯-৫৬০৭৯	counselordubai@probashi.gov.bd
৩	মোঃ আবদুল আলীম মিয়া	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত	অফিস:+৯৭১-২-৪৪৬-২৭৪৫ মোবাইল: +৯৭১-৫-০৮১-৯২১৯	counselorabudhabi@probashi.gov.bd

ক্রম:	নাম	পদবী	দেশ	ফোন	ইমেইল
৪	গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান কবির	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, লিবিয়া	অফিস: +২১৮-২১- ৪৯০০-০ মোবাইল: +২১৮-৯১৬৯৯-৪২০২	counselortripoli@probashi.gov.bd
৫	মোঃ হুমায়ূন কবির	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, ওমান	অফিস: +৯৬৮-২৪৬৯-৮৪৪০ মোবাইল: +৯৬৮-৯৯৪১-৩১৩২	counselormuscat@probashi.gov.bd
৬	মো: আমিনুল ইসলাম	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, জেদ্দা, সৌদি আরব	অফিস: +৯৬৬- ১২৬৮৯-৬২৭ মোবাইল: +৯৬৬ ৫০২ ৭৬৪৬ ২৭	counselorjeddah@probashi.gov.bd
৭	ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, কাতার	অফিস: +৯৭৪-৪০৩৭-৪৭২৫ মোবাইল: +৯৭৪-৫০০১-০৪২৮	counselordoha@ probashi.gov.bd
৮	মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, মালয়েশিয়া	অফিস: +৬-০৩-৪০২১-২৫০৪ মোবাইল: +৬-০১২২৯০৩২৫২	counselorkl@probashi.gov.bd
৯	মুহাম্মদ রেজাউল কবীর	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, ইরাক	অফিস: +৯৬৪-৪৭৭২৯০০৪০১০ মোবাইল:	counselorbaghdad@probashi.gov.bd
১০	মোঃ আতাউর রহমান	কাউন্সেলর	শ্রম কল্যাণ উইং, সিঙ্গাপুর	অফিস: +৬৫৬৬৬১০২৯৮ মোবাইল: +৬৫৯১৮৯৫৩৬৩	counselorsg@probashi.gov.bd
১১	মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রিয়াদ, সৌদি আরব	অফিস: +৯৬৬ ৪১৯৩৯৪৪ মোবাইল: +৯৬৬-৫৩৭৯৭৯৫৬৩	counselorrizadh@probashi.gov.bd
১২	মকিমা বেগম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, দক্ষিণ কোরিয়া	অফিস: +৮২-২-৭৯৬৯-০১০ মোবাইল: +৮২-১০-৯১৮৮-৪০৫৬	fsseoul@probashi.gov.bd
১৩	আবদুল্লাহ আল মামুন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, লেবানন	অফিস: +৯৬১৭১৩৪৯৫৯৭ মোবাইল:	fslebanon@probashi.gov.bd
১৪	মোঃ এরফানুল হক	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, লেবানন	অফিস: +৩৯ ০৬-৮০৬৯-০৯ মোবাইল: +৩৯ ৩৮৯- ৪৭৫- ৬৯০২	fsrome@probashi.gov.bd
১৫	জিলাল হোসেন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, ব্রুনাই	অফিস: +৬৭৩২৩৪২৪৬০ মোবাইল:	fsbrunei@probashi.gov.bd
১৬	মো: সালাহউদ্দিন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, অস্ট্রেলিয়া	অফিস: +৬১-২-৬২৯০-০৫১১ মোবাইল: +৬১-৪-৭৬০২-৫০৩২	fscanberra@probashi.gov.bd
১৭	মো: শরিফুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, স্পেন	অফিস: +৩৪-৯১৪-০১৯-৯৩২ মোবাইল: +৩৪-৬৩১-২৯২-৮২৬	fsmadrid@probashi.gov.bd
১৮	মোঃ সোহেল পারভেজ	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মালদ্বীপ	অফিস: +৯৬০- ৩০১১-০৬৫ মোবাইল: +৯৬০-৭৬১৫-১৬৮	fsmale@probashi.gov.bd
১৯	মোঃ ফাহাদ পারভেজ বসুনিয়া	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, থাইল্যান্ড	অফিস: +৬৬ ২৩৯০-৫০৬৪ মোবাইল: +৬৬ ৯৪৩৩-৬৪৬৬১	fsbangkok@probashi.gov.bd
২০	বিশ্বজিৎ পাল	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, গ্রীস	অফিস: +৩০- ২১০-৬৭৫৪-৮১২ মোবাইল: +৩০- ৬৯৫-১৬১৮-৯১৮	fsathens@probashi.gov.bd
২১	আবু সালেহ্ মোহাম্মাদ ইমরান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, ইরাক	অফিস: +৮২-২-৭৯৬৯-০১০ মোবাইল: +৮২-১০-৯১৮৮-৪০৫৬	fsiraq@probashi.gov.bd
২২	মো: হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মালয়েশিয়া	অফিস: +৬-০৩-৪০২১-২৫২৪ মোবাইল: +৬-০১২২৯৪১৬১৭	fskl@probashi.gov.bd

ক্রম:	নাম	পদবী	দেশ	ফোন	ইমেইল
২৩	মো: আলম মোস্তাফা	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, লিবিয়া	অফিস: +২১৮-২১-৪৯০০-৬১ মোবাইল: +২১৮-৯১৬৯৯-৪২০৬	fstripoli@probashi.gov.bd
২৪	শেখ মো: তৌহিদুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, বাহরাইন	অফিস: +৯৭৩-১৭২৩-৩৯২৫ মোবাইল: +৯৭৩-৩৫৩৪-৯৯৪	fsmanama@probashi.gov.bd
২৫	সাব্বির আহমেদ	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মিলান, ইতালি	অফিস: +৩৯-০২-৮৭০৭-৮৫৪ মোবাইল: +৩৯-৩৩৩-১৬৬-৩১৪২	consulategeneralmilan849@gmail.com fslbcsgmilan@gmail.com
২৬	মো: জাকির হোসেন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জাপান	অফিস: +৮১ ৩ ৩২৩৪ ৫৮০১ মোবাইল: +৮১ ০৭০ ৩২০২- ৪৪০০	fstokzo@probashi.gov.bd
২৭	মো: মনিরুজ্জামান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জর্ডান	অফিস: +৯৬২-৬৫৫-২৯১৯২ মোবাইল: +৯৬২-৭৮৯৬-০৬৪৫	fsamman@probashi.gov.bd
২৮	মো: মাজেদুর রহমান সরকার	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রাশিয়া	অফিস: + ৭ ৪৯৯ ২৪৬ ১৮৫ মোবাইল: +৭৯৬৬০৩৫৭৫৩৭	fsmoscow@probashi.gov.bd
২৯	মো: ইকতেদার আলম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, হংকং	অফিস: +৮৫২ -২৮২৭- ৪২৭ মোবাইল: +৮৫২-৬৭৭৩ -১৪০৫	fshongkong@probashi.gov.bd
৩০	আহমেদ হোসাইন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, সিঙ্গাপুর	অফিস: +৬৫-৬২৫৫-১৫৭৯ মোবাইল: +৮৬০৬৯২১০	ahmed.ac.bd@gmail.com
৩১	মো: অহিদুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মরিশাস	অফিস: +২৩০-২১২-৯৫২৭ মোবাইল: +২৩০-৫৮৯৮-৮৮৭১	fsportlouis@probashi.gov.bd
৩২	মো: আসাদুজ্জামান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রিয়াদ, সৌদি আরব	অফিস: +৯৬৬ ১১ ৪১৯ ৩৯৪ মোবাইল: +৯৬৬-৫৩৭৯-৭৯৫৬৩	fsrizadh@probashi.gov.bd
৩৩	মোহাম্মদ তন্ময় ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, কাতার	অফিস: +৯৭৪-৪৪৬৭-১৪৯৯ মোবাইল: +৯৭৪-৫৫৮১-৮২১৪	fsdoha@probashi.gov.bd
৩৪	ফকির মোহাম্মদ মুনাওয়ার হোসেন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, দুবাই	অফিস: +৯৭১-০৪২৩৮৮২০২ মোবাইল: +৯৭১-০৫৮৯৮৪৫৭১৭	fsdubai@probashi.gov.bd
৩৫	মো: ইসমাইল হোসাইন	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মিশন	অফিস: +২-০২-৩৭৬১-৩১৭৮ মোবাইল: +২-০১-১০১৬-১২৫৫৬	lwcairo@gmail.com mission.cairo@mofa.gov.bd ismail_bp27@zahoo.com
৩৬	মো: আরিফুজ্জামান	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জেদ্দা, সৌদি আরব	মোবাইল: ৯৬৬-০৫৩৮৬৩৫৩২	Arifuzaman.29bcs@gmail.com
৩৭	মো: কামরুল ইসলাম	প্রথম সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	অফিস: +৪১-২২-৯০৬৮০২০ মোবাইল: +৪১-৭৯-৯৯-৬৪৩	Mkislam.du@gmail.com permanentmission.geneva@mofa.gov
৩৮	মো: আনোয়ার হোসেন	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, ওমান	+৯৬৮-২৪৬৯-৪৭৯৮ +৯৬৮-৯৫২৪-১৮৫৯	ssmuscat@probashi.gov.bd
৩৯	ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, মালয়েশিয়া	+৬-০৩-৪০২১-২৫২৫ +৬-০১২৪৩১৩১৫০	sskl@probashi.gov.bd
৪০	কে. এম. সালাহউদ্দিন	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, জেদ্দা, সৌদি আরব	+৯৬৬-১২৬৩৩-৫০৮২ +৯৬৬-৫০৯৩-৬০০৮২	ssjeddah@probashi.gov.bd
৪১	মো: সফিকুল ইসলাম	দ্বিতীয় সচিব	শ্রম কল্যাণ উইং, রিয়াদ, সৌদি আরব	+৯৬৬ -১১ ২১-৫২ +৯৬৬-৫০৩৪৯-৩৪৫২	ssriyadh@probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ:

প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কসমূহের ঠিকানা ফোন এবং ই-মেইল নম্বর

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন নম্বর	ই-মেইল
১.	হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা।	জনাব মোঃ ফখরুল আলাম সহকারী পরিচালক	০১৭১৮-০০৬২০২ ০১৫১৫-২৪০৫৯২	welfaredesk@gmail.com
২.	ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেট	জনাব মীর মোঃ কামরুল হোসেন সহকারী পরিচালক	০১৫৫৮-২৭৭৯০৪ ০১৬৭৭-১৩১৯৫৪	pkdsylhet@gmail.com
৩.	শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম	জনাব মোহাম্মদ জহিরুল আলম মজুমদার উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০২৩৩৩৩০০৯৫৭ (নতুন) ০৩১-২৫০০৯৫৭ ০১৭৩০-১৭৮৭৮৩	pdkctg@gmail.com

শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরের ঠিকানা ফোন এবং ই-মেইল নম্বর:

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন নম্বর	ই-মেইল
১.	শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর ৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।	জনাব মোঃ মশিউর রহমান খান টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	মোবাইল নম্বর : ০১৭১৬-৫০৩৯৭৪ ফোন:৮৩০০৩৭২	adatdhaka@gmail.com moshiur4984@gmail.com
২.	শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর ৪৬ পলিটেকনিক কলেজ রোড খালিশপুর, খুলনা।	জনাব মোঃ আব্দুল অহিদ মোড়ল (উপাধ্য, বরিশাল টিটিসি) সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব প্রাপ্ত	০৪১/৭৬১৯০৪	adatkhu@gmail.com
৩.	শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	জনাব আসমা আক্তার (উপাধ্যক্ষ, বান্দরবান টিটিসি) সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব প্রাপ্ত	মোবাইলঃ ০১৬৮৯৮২০৮৪১ ফোনঃ ০৩১-৬৮২০৭৪	adat.ctg@gmail.com

পরিশিষ্ট ২

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর আওতায় পরিচালিত

বিআইএমটি, আইএমটি, টিটিসিসমূহ এবং ৪২টি জেলা কর্মসংস্থান এবং জনশক্তি অফিস (DEMO) সমূহের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও অফিসের ঠিকানা, ফোন ও মোবাইল নম্বর এবং Email address.

ক্রম.	প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যক্ষের নাম	ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১.	**বিআইএমটি, নারায়ণগঞ্জ**	জনাব মোঃ আকরাম আলী অধ্যক্ষ (সংযুক্ত)	বন্দর, নারায়ণগঞ্জ	ফোন-৭৬৬১১১৯ ০১৫৫৬৩০৫৮৩৫	bimt.saki@gmail.com
২.	**আইএমটি, ফরিদপুর**	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বেড়ী বাঁধ, চুনাঘাটা, ফরিদপুর সদর	০১৭৮১১৭৩৪৩১ ০১৭৮১১৭৩৪৩১	imt.faridpur.gov@gmail.com
৩.	**আইএমটি, বাগেরহাট**	জনাব মোঃ শামিম হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	চিতটি, বৈটপুর (দড়াটানা ব্রীজের পূর্ব পার্শ্বে), বাগেরহাট সদর	০১৭৫২৭৪০৮২০	imt.bagerhat@gmail.com
৪.	**আইএমটি, সিরাজগঞ্জ**	জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ সিনিয়র ইন্সঃ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	মুলীবাড়ী, সয়দাবাদ, সিরাজগঞ্জ	০১৭১২২০৮৯৮২	principalimts@gmail.com
৫.	**আইএমটি, মুন্সীগঞ্জ**	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বোরলিয়া, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ	০১৮১৬৩৪২৫৯৪	imt.munshigonj@gmail.com
৬.	**আইএমটি, চাঁদপুর**	জনাব মোঃ আকরাম আলী অধ্যক্ষ	গাছতলা, ডাকাতিয়া নদী ব্রীজ, চাঁদপুর	০১৫৫৬৩০৫৮৩৫	imtcha5@gmail.com akrambimt@gmail.com

ক্রম.	প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যক্ষের নাম	ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১.	**বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি** মিরপুর, ঢাকা	মোসাঃ ফৌজিয়া শাহনাজ অধ্যক্ষ	মিরপুর-২, ঢাকা	ফোনঃ ৪৮০৩১৭৪৪ (নতুন) ৯০০২৭১৩/৯০০২০১৮ ০১৭১৫০২৯০৯৬	bgttc.1965@zahoo.com
২.	**বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি** মিরপুর, ঢাকা	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান অধ্যক্ষ	দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা	৯০০০১৮৪/৯০০০১৮৬ ০১৭১১৭৩১২৪৮	principalbkttc67@zahoo.com
৩.	**বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি,** চট্টগ্রাম	জনাব নওরীন সুলতানা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৮২০৮২/৬৮২৬৭৩ ০১৭১৭৪৩৩২৬৫	chittagongbkttc@gmail.com
৪.	**টিটিসি, রাজশাহী**	জনাব এস,এম,ইমদাদুল হক অধ্যক্ষ	সপুরা, রাজশাহী	০৭২১-৭৬১৩৩৬/৭৬১৫৯৮ ০১৭১৬২০৫৩৭২	principalttcraj@gmail.com
৫.	**টিটিসি, ফরিদপুর**	জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান অধ্যক্ষ	শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর	০৬৩১-৬২৫৩৪ ০১৭১৬২৮০০২২	faridpurttc@gmail.com
৬.	**টিটিসি, কুমিল্লা**	জনাব কামরুজ্জামান অধ্যক্ষ	কোটবাড়ী, কুমিল্লা	০৮১-৬৫৬৬২/৬৫৯৭৮ ০১৭১১৯৪৭৮৬০	principalcomillattc@gmail.com
৭	**টিটিসি, রাঙ্গামাটি**	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান অধ্যক্ষ	কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬২২০৩,৬২৩২০ ০১৭১১৯০২০৬৪	ttcranga@yahoo.com
৮.	**টিটিসি, খুলনা**	জনাব এ,কে,এম মনিরুল ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	তেলিগাতি, খুলনা	০৪১৭৭৪২২৬ ০১৭১২০৫২১৩৯	faridpurttc@gmail.com
৯.	**টিটিসি, ময়মনসিংহ**	জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন অধ্যক্ষ	মাসকান্দা, ময়মনসিংহ	০৯১-৬৩৯৭৭ ০১৭১০৮৩৪৮৮৫	ttcmyn@gmail.com
১০.	**টিটিসি, বগুড়া**	জনাব সুশান্ত কুমার রায় অধ্যক্ষ	নিশিন্দারা, শান্তাহার রোড, বগুড়া	০৫১-৬৬৩৯১/৬৪৬১৭ ০১৭১৮৭৫৮৭৫৪	ttcbogra@zahoo.com
১১.	**টিটিসি, বরিশাল**	জনাব গোলাম কবির অধ্যক্ষ	সি এন্ড বি রোড, বরিশাল	০৪৩১-৬৫০৭২ ০১৭১২৭৫৪৪৮৩/ ০১১৯৯৪৭৩৫৬৩	ttcbar@gmail.com
১২.	**শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব** মহিলা টিটিসি, ঢাকা।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান অধ্যক্ষ	দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।	৯০২২৯৯৯ ০১৭১৫৫৫২৩১০	sfmmttc@gmail.com
১৩.	**টিটিসি, যশোর**	জনাব সাজ্জাদ হেসেন ভূঁইয়া অধ্যক্ষ	খুলনা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন, যশোর	০৪২১-৬৮৮৬৭ ০১৮১৮৪৮১১২৬	jessorettc@gmail.com
১৪.	**টিটিসি, পটুয়াখালী**	জনাব মোঃ মাঈনুদ্দিন অধ্যক্ষ	পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	০৪৪১-৬৩৬৭৬ ০১৯১৪০৪০৪৫৩	ttcpatuakhali@gmail.com
১৫.	**টিটিসি, কুষ্টিয়া**	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান অধ্যক্ষ	চৌড়হাস, বিসিক রোড, কুষ্টিয়া	০৭১-৬২৫১২ ০১৭১০৪৯০৯৯৭	kushtiattc@gmail.com
১৬.	**টিটিসি, পাবনা**	জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম অধ্যক্ষ	লক্ষ্মীনাথপুর, পাবনা	০১৭১১৩৭৫৫৩৮ ০৭৩১৬৪৬৬৮	12ttcpabna@gmail.com

ক্রম.	প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যক্ষের নাম	ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১৭.	টিটিসি, টাংগাইল	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	নিগর জালফৈ, টাংগাইল	ফোনঃ ০৯২১-৬২৯২৫ মোবাঃ	ttctangail2014@gmail.com
১৮.	টিটিসি, রংপুর	জনাব মোঃ নাজমুল হক উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	তালুক ধম্মদাস, রংপুর	ফোনঃ ০৫২১-৫৭০৭০ মোবাঃ ০১৭১২১১০২৭৪	rangpurttc.bmet@gmail.com
১৯.	টিটিসি, জামালপুর	জনাব জাবেদ রহিম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বেলটিয়া, জামালপুর	মোবাঃ ০১৭১২৭৬৯৮৭১ ফোনঃ	jamalpurttc@gmail.com
২০.	টিটিসি, দিনাজপুর	জনাব মোঃ আইনুল হক অধ্যক্ষ (সাময়িক বরখাস্ত)	মাতা সাগর, শেখপুরা, দিনাজপুর	ফোনঃ ০৫৩১-৫১১২৮ মোবাঃ ০১৭১২৯৯১১৩৮	dinajpurttc@gmail.com
২১.		জনাব আবু সৈয়দ মোঃ রেজাউল করিম খন্দকার (চীফ ইন্স:) অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)			
২২.	টিটিসি, সিলেট	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্লাহ মোল্লা উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	আলমপুর, সিলেট	ফোনঃ ০৮২১-৮৪১৮০০ মোবাঃ ০১৭১১৯৮৬০১৯	noakhalittc@zahoo.com
২৩.	টিটিসি, নোয়াখালী	মোঃ মাহাতাব উদ্দিন পাটোয়ারী অধ্যক্ষ	গাবুয়া, নোয়াখালী	ফোনঃ ০৩২১-৬২৮৬৩ মোবাঃ ০১৭১১৯৭১৮৫৮	nttc_noa@yahoo.com noakhalittc@yahoo.com
২৪.	টিটিসি, বান্দরবান	জনাব পলাশ কুমার বড়ুয়া অধ্যক্ষ	মেঘলা, বান্দরবান	ফোনঃ ০৩২১-৬২৮৬৩ মোবাঃ ০১৭১১৯৭১৮৫৮	nttc_noa@yahoo.com noakhalittc@yahoo.com
২৫.	টিটিসি, লালমনিরহাট	জনাব মোঃ দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদ অধ্যক্ষ	লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট	মোবাঃ ০১৬৭০০১৪৭৩৮	ttclal_45@zahoo.com
২৬.	টিটিসি, ঠাকুরগাঁও	জনাব মোঃ মকছেদুল আলম অধ্যক্ষ	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	মোবাঃ ০১৭১৮২৫৪৭৭৩ মোবাঃ ০১৮২২৮৫০৩৫৫ ফোনঃ ০৫৬১-৫৩৫৯৯	ttcthakurgaon@gmail.com
২৭.	টিটিসি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন অধ্যক্ষ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ, সদর, চাঁপাই নবাবঞ্জ	মোবাঃ ০১৭১৮২৫৪৭৭৩ মোবাঃ ০১৮২২৮৫০৩৫৫ ফোনঃ ০৫৬১-৫৩৫৯৯	ttcthakurgaon@gmail.com
২৮.	টিটিসি, খাগড়াছড়ি	জনাব মোহাম্মদ সোহেল হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	গোলাবাড়ী, খাগড়াছড়ি	ফোনঃ ০২৩৩৩৩৪৩৮৯৯ মোবাঃ ০১৮৩২৮৪৮১৪৮	ttcthakurgaon@gmail.com
২৯.	টিটিসি, লক্ষ্মীপুর	জনাব গিয়াস উদ্দীন আহমেদ উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	মাসিম নগর, লক্ষ্মীপুর	ফোনঃ ০৩৮১-৬১৯৫৫৮ মোবাঃ ০১৭১১৯৭৯৪১৭	ttcthakurgaon@gmail.com
৩০.	টিটিসি, নরসিংদী	জনাব নাবিলা নুঝাত অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	শিবপুর, নরসিংদী	ফোনঃ ০৭৭৩২৫১০৪৯ মোবাঃ ০১৯৩৮৩৬৯৩২৭	narsingdittc@gmail.com
৩১.	টিটিসি, খাগড়াছড়ি	জনাব গোলাম নবী অধ্যক্ষ	নল ডাংগা, নাটোর	ফোনঃ ০৭৭৩২৫১০৪৯-৫০ মোবাঃ০১৮৩২৮৪৮১৪৮	ttcnatore@gmail.com

ক্রম.	প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যক্ষের নাম	ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৩২.	মহিলা টিটিসি, খুলনা	জনাব মোঃ রিয়াজ শরীফ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	তেলিগাতি, খুলনা	ফোনঃ ০৪১-২৮৭০৪৭০ মোবাঃ ০১৭১২১৩৪৬৬৭	kmttc2010@gmail.com
৩৩.	মহিলা টিটিসি, বরিশাল	জনাব আহমেদ আল ইমরান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	সি এন্ড বি রোড,	ফোনঃ ০৪৩১-৬১৪৭৬ মোবাঃ ০১৮১৯৯১১৩৬১	mttcbarisal@gmail.com
৩৪.	মহিলা টিটিসি, রাজশাহ	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম অধ্যক্ষ	সপুরা, রাজশাহী	ফোনঃ ০৭২১-৮৬১৪০৭ মোবাঃ	mttc.raj@gmail.com
৩৫.	মহিলা টিটিসি, চট্টগ্রাম	জনাব আশরিফা তানজিম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	ফোনঃ ০১৭১০৮৩৪৮৮৫ মোবাঃ ০১৯৯০১৯৮২৬৮	narsingdittc@gmail.com
৩৬.	মহিলা টিটিসি, সিলেট	জনাব মোঃ খোর্শেদ হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	আলমপুর, সিলেট	ফোনঃ ০৮২১-৮৪০৫০৩-০৪ মোবাঃ ০১৮২২-২২০১০৫	smttc61041@gmail.com
৩৭.	টিটিসি, কেরানীগঞ্জ	জনাব রীনা আখতার জাহান অধ্যক্ষ	হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	ফোনঃ ০২-৭৭৬০০৩৭ মোবাঃ ০১৭১৪৮২২৩১৬	keranigonjttc@zahoo.com
৩৮.	টিটিসি, ঝিনাইদহ	জনাব মোঃ রুস্তম আলি অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	আরাপপুর (ক্যাডেট কলেজের পাশে), ঝিনাইদহ	ফোনঃ ০৪৫১-৬১৪৪০ মোবাঃ ০১৭১৬৫৯৯১৬২	jhenaidahttcj@gmail.com
৩৯.	টিটিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জনাব মোঃ আকতার হুসেন অধ্যক্ষ	চিনাইর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ফোনঃ ০১৭৫৯৪৮৬৬২	bbariattc@gmail.com
৪০.	টিটিসি, শেরপুর	জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	গণপদ্দী, নকলা, শেরপুর	মোবাঃ ০১৭১২৮০৬৭২০৭	ttcshuadanga@gmail.com
৪১.	টিটিসি, চুয়াডাঙ্গা	জনাব মোঃ মোছাব্বেরুজ্জামান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	দর্শন রোড, ভিমরুল্লা, চুয়াডাঙ্গা	০১৭২০৫৮৬৫৭২	ttcchuadanga@gmail.com
৪২.	টিটিসি, গোপালগঞ্জ	জনাব এ কে এম শাহিদুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ	মোবাঃ ০১৮৬৫০৫৪২৮৪	ttcgopalganj@gmail.com
৪৩.	টিটিসি, নড়াইল	জনাব মোহাম্মদ শামীম হোসেন অধ্যক্ষ	ডুমুরতলা, নড়াইল	ফোনঃ ০৪৮১৬২২৫৪ মোবাঃ ০১৮১৮৪২৬১২৪ ০১৪০৪-৪১৩১৯৪ ০১৭৩৪-৯১৪৮৪৯	nttc.14@gmail.com
৪৪.	টিটিসি, ঝালকাঠি	জনাব আবুল বাশার আল মামুন সিদ্দিকী অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বিকনা, ঝালকাঠি	মোবাঃ ০১৯১৭৫৬৯৫৮৯ ০১৪০৪৪১৩১৯১	ttcjhalokathi@gmail.com
৪৫.	টিটিসি, কুড়িগ্রাম	জনাব মোঃ মাসুদ রানা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	টেকনিক্যাল কলেজ মোড়, কুড়িগ্রাম সদর	ফোনঃ ০৫৮১৬২৫৩৭/৩৯ মোবাঃ ০১৭১২০৭০৫৬৩	kurigramttc@gmail.com

ক্রম.	প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যক্ষের নাম	ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৪৬.	টিটিসি, নীলফামারী	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান অধ্যক্ষ	কুখাপাড়া, নীলফামারী	ফোনঃ ০১৭১৬৯৬৬৬২৭	ttcnilphamari16@gmail.com
৪৭.	টিটিসি, রাজবাড়ী	জনাব ফাতেমা নার্গিস অধ্যক্ষ	আহ্লাদিপুর, রাজবাড়ী	ফোনঃ ০১৭২১৭২১৩৮৯	rajbarittc@gmail.com
৪৮.	টিটিসি, ভোলা	জনাব মোঃ রহিজ উদ্দিন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	জয়নগর, বাংলাবাজার, ভোলা	মোবাঃ ০১৭১২৩১৩৪২৪	ttcbhola@gmail.com
৪৯.	টিটিসি, পঞ্চগড়	জনাব মোঃ আবদুল হালিম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বাগানবাড়ী, মিরগর রোড, পঞ্চগড়	ফোনঃ ০১৭২৭৪৯৯১৭৮	principalpanchagarhttc@gmail.com
৫০.	টিটিসি, জয়পুরহাট	জনাব মোঃ আসিফ আজিজ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	হানাইল, জয়পুরহাট	ফোনঃ ০১৭১৬৩৭৩৩৯৪	jozpurhatttc@gmail.com
৫১.	টিটিসি, পিরোজপুর	জনাব মোঃ আলী হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বাইপাস মুক্তারকাঠি, পিরোজপুর	ফোনঃ ০১৯২৭৮১৭১৩৬ মোবাঃ ০১৭৩৫৩৮০৫৮০	pirojpur.ttc@gmail.com
৫২.	টিটিসি, কিশোরগঞ্জ	জনাব মুহাম্মদ হারুন আল মামুন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	কাটাবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ	মোবাঃ ০১৮১৮৯৫৯৩৪২	mhalmamun74@gmail.com
৫৩.	টিটিসি, মানিকগঞ্জ	জনাব নূর অতএব আহম্মদ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	পশ্চিম বাঙ্গুটিয়া, মানিকগঞ্জ	মোবাঃ ০১৭২৬০২০৪৫৪ ০১৬১৬০২০৪৫৪	ttcmanikgonj2016@gmail.com
৫৪.	টিটিসি, বরগুনা	জনাব কাজী বরকতুল ইসলাম অধ্যক্ষ	পুলিশ লাইন রোড, বরগুনা	ফোনঃ ০৪৪৮-৫১৩৫৫ মোবাঃ ০১৭১১৭৮০১১৪	borgunattc@zahoo.com
৫৫.	টিটিসি, মাগুরা	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	মাগুরা	ফোনঃ ০১৭১৮৪০৯১১২	ttcmagura@gmail.com
৫৬.	টিটিসি, গাইবান্ধা	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম অধ্যক্ষ	খোলাহাটী, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা	মোবাঃ ০১৭১৫১৫০৩৩৬	ttc.gaibandha@gmail.com
৫৭.	টিটিসি, সাতক্ষীরা	জনাব কে, এম, মিজানুর রহমান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা	মোবাঃ ০১৭১২৫৮৫৫৫৫	satkhirattc@gmail.com
৫৮.	টিটিসি, মৌলভীবাজার	জনাব শেখ মোহাম্মদ নাহিদ নিয়াজ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	মৌলভীবাজার	মোবাঃ ০১৯৩০৮৪২০৭৪	ttcmoulvibazar@gmail.com
৫৯.	টিটিসি, শরীয়তপুর শরীয়তপুর	জনাব স.ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	শরীয়তপুর	মোবাঃ ০১৭২০৬০৯৫৮০	shariatpurttc@gmail.com
৬০.	টিটিসি, নওগাঁ	জনাব মোঃ ওহিদুল ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	নওগাঁ	মোবাঃ ০১৭১৫২৯৪৭৭১	ttcnaogaon@gmail.com

ক্রম.	প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যক্ষের নাম	ঠিকানা	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৬১.	টিটিসি, নেত্রকোনা	জনাব পীযুষ কান্তি সরকার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	নেত্রকোনা	মোবাঃ ০১৭১২৪৮৮০৩৯	netrakonattc@gmai.com
৬২.	টিটিসি, মেহেরপুর	জনাব আরিফ হোসেন তালুকদার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	মেহেরপুর	মোবাঃ ০১৭১২৭৭৫৩৮৮	meherpurttc@gmail.com
৬৩.	টিটিসি, মাদারীপুর	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	মাদারীপুর	মোবাঃ ০১৭১২০৮৮২২৯	madaripurttc@gmail.com
৬৪.	টিটিসি, সুনামগঞ্জ	জনাব মোঃ আব্দুর রব অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	হালুয়ারগাঁও, সুনামগঞ্জ	মোবাঃ ০১৭৭২০০৩৫৪৫	sunamgonjttc@gmail.com
৬৫.	টিটিসি, ফেনী	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন মোল্লা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	কাশিমপুর, ফেনী সদর, ফেনী	মোবাঃ ০১৭১২৪৬০৩২১	fenittc18@gmail.com
৬৬.	টিটিসি, আলফাডাঙ্গা	মোঃ শাহিনুর ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)			
৬৭.	টিটিসি, পীরগঞ্জ	মোঃ সুলতান হোসেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)			
৬৮.	টিটিসি, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ (নির্মাণাধীন)	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	সিঙ্গাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ	মোবাঃ ০১৭৮২৬১১৩৯০	

বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস সমূহের ঠিকানা ফোন এবং ই-মেইল নম্বর

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন নম্বর	ই-মেইল
১.	বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস ৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।			divdhaka@gmail.com
২.	বিভাগীয় কর্মসংস্থান ৪৬ পলিটেকনিক কলেজ রোড, খালিশপুর, খুলনা	জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী সহকারী পরিচালক (অতি: দা:)	০৪১/৭৬১৭৮৩ ০১৭২১৪৭৪৫৪৭	demokhulna@bmet.gov.bd
৩.	বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস সপুরা, টিটিসি ক্যাম্পস, রাজশাহী।	জনাব মোহাঃ আব্দুল হান্নান সহকারী পরিচালক (অতি: দা:)	০৭২১/৭৭৩৩৭৬ ০১৭১৯৬১৮৫৮৭	demorajshahi@bmet.gov.bd
৪.	বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	জনাব মহেন্দ্র চাকমা সহকারী পরিচালক	০২৪১৩৮০২৯৪ ০১৯১৩৬৩১৭৯৭	divisionalmanpowerctg@gmail.com

৪২টি জেলা কর্মসংস্থান এবং জনশক্তি অফিস (DEMO) সমূহের কর্মকর্তাদেরনাম, পদবী ও অফিসের ঠিকানা, ফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর এর বিবরণী :

ঢাকা বিভাগ

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১.	**ডিইএমও, ঢাকা** প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা	জনাব জান্নাতুল ফিরদাউস রুপা সহকারী পরিচালক	০১৯৭১৮২১১৬২ ০১৭১০৭৫৬৬১৯ ০২-৫৫১৩৮৬৮৪-৫	addemodhaka@gmail.com
২.	**ডিইএমও, ফরিদপুর** ২৩/২৩, রথখোলা (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন), ফরিদপুর।	জনাব ষষ্ঠী পদ রায় সহকারী পরিচালক	০৬৩১/৬২৬২০ ০১৭৪৮-৯৪৯৫২৯	demofaridpur@gmail.com

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৩.	**ডিইএমও, গোপালগঞ্জ** গোপালগঞ্জ রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট, গোপালগঞ্জ।	জনাব আবু মোঃ রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক	০২-৬৬৮৫২৮৮ ০১৯২৪-৬৫৯৩৪২	demogopalganj@gmail.com
৪.	**ডিইএমও, জামালপুর** ভোকেশনাল মোড়, বজরাপুর, জামালপুর।	জনাব ইকরামুন নাহার সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭৮৮৬৮৬৬৩১	bmetjamalpur2019@gmail.com
৫.	**ডিইএমও, কিশোরগঞ্জ,** গাইটাল (সার্কিট হাউজ সংলগ্ন) কিশোরগঞ্জ	জনাব মোঃ আলী আকবর সহকারী পরিচালক	০৯৪১/৬২২৩৭ ০১৭১০-৭৫৬৬১৯	demokishoreganj@gmail.com
৬.	**ডিইএমও, মানিকগঞ্জ** ৪৯, বেউথা মেইন রোড, (২য় তলা) মানিকগঞ্জ।	জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান সহকারী পরিচালক	০২-৭৭১০২৩০ ০১৭২৯-৯৬৪৬৮০	demomanikganj@gmail.com
৭.	**ডিইএমও, মুন্সিগঞ্জ** হোল্ডিং নং পুরাতন-৩৪৫, নতুন-৬৮১, বোগদাদীয়া প্লাজা, বাগমামুদালী পাড়া, সদর রোড, মুন্সিগঞ্জ।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	০২-৭৬১২১১৩ ০২-৭৬২০১৮৫(নতুন) ০১৮১৭-০১২৩০৫	demomunshiganj@gmail.com
৮.	**ডিইএমও, ময়মনসিংহ** ২৮, গগন চৌধুরী মাঠ লেন, কালী বাড়ী, ময়মনসিংহ।	জনাব লেহাজ উদ্দিন উপসহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৯১৬২৯৯৬ ০১৯৩৮৯৮৮০৯৭ ০১৭৪৬৭৬৩৫৮২	demomymensingh@gmail.com
৯.	**ডিইএমও, নরসিংদী** কালেক্টরেট কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ভবন, নরসিংদী।	জনাব মোঃ এনামুল হক সহকারী পরিচালক (সংযুক্ত)	৯৪৬২৩৬২ ০১৮১৬৯২৫৬৩৭ ৮৮০১৭২১৪৯৭১৫৭	demo.narshingdi@gmail.com
১০.	**ডিইএমও, নেত্রকোনা** সাং-নাগড়া, (অফিসার্স কোয়ার্টারের পার্শ্বে) নেত্রকোনা।	জনাব আবুল কালাম আজাদ উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০১৭১৪৬৮৮৩৩৮	demonetrokona95@gmail.com
১১.	**ডিইএমও, টাঙ্গাইল** আশেকপুর, ঢাকা রোড, টাঙ্গাইল।	জনাব অমিত সরকার সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৯২১/৬৩৩৯৫	addemotangail@gmail.com

চট্টগ্রাম বিভাগ

১২.	**ডিইএমও, কুমিল্লা** ২৫, বাগিচাগাঁও, চান্দলা হাউজ, কুমিল্লা।	জনাব দেবব্রত ঘোষ সহকারী পরিচালক	০৮১-৬৫৪৮৭ ০১৭১২২৬৪১১৭	democomilla@gmail.com
১৩.	**ডিইএমও, চাঁদপুর।** হোল্ডিং নং-০০১৮-০০১৯(০১) স্টেডিয়াম রোড আউটার স্টেডিয়াম সুইমিংপুল গেইটের বিপরীতে, চাঁদপুর।	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮৪১-৬৩৭৩১ ০১৭১১-৪৬৫২২৯	demochandpur@bmet.gov.bd
১৪.	**ডিইএমও, নোয়াখালী** দাসবাড়ী (কমিশনারের বাড়ী), বিনোদপুর রোড, দত্তের হাট, সদর, নোয়াখালী।	জনাব আবু সালেক সহকারী পরিচালক	০৩২১/৬১৩১২ ০১৭৩৮০০৭৭২৫	demonoakhali@bmet.gov.bd
১৫.	**ডিইএমও, ফেনী** বাসা নং-৩৭৭ (নীচ তলা) (পশ্চিম পার্শ্বে) শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, ফেনী।	জনাব নীহার কান্তি খীসা সহকারী পরিচালক	০১৮২৮৯১২১৪৭ ০৩৩১৭৪১৪৬	demofeni@bmet.gov.bd

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১৬.	**ডিইএমও, চট্টগ্রাম** সিজিও বিল্ডিং নং-২, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।	জনাব মোঃ জহিরুল আলম মজুমদার উপ-পরিচালক (চলতি দা:)	০৩১-৭২০৮৮১, /৭২১৬৩৯ ০১৭৩০১৭৮৭৮৩	demochittagong@bmet.gov.bd
১৭.	**ডিইএমও, খাগড়াছড়ি** হালিমা মঞ্জিল, শান্তিনগর রোড, গ্রামঃ শান্তিনগর, খাগড়াছড়ি পৌরসভা, উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	জনাব নীহার কান্তি খীসা সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৩৭১-৬১৯৫৯ ০১৮২৮-৯১২১৪৭	demokhagrachari@bmet.gov.bd
১৮.	**ডিইএমও, রাঙ্গামাটি** বিজয় সরণি কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি।	জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন সহকারী পরিচালক	০৩৫১/৬২২৫২ ০১৭১৬-৫৬৬২৯৮	demorangamati@bmet.gov.bd
১৯.	**ডিইএমও, বান্দরবান** টিম্বার ট্রেড ভবন, গোরস্থান মসজিদ রোড, বান্দারবান।	জনাব মোঃ নজিব উল্যা উপ-সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৩৬১/৬২৩৮৭ ০১৮১৬১৫৪৭৮০	demobandarban@bmet.gov.bd
২০.	**ডিইএমও, কক্সবাজার,** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, কক্সবাজার	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান উপসহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৩৪১/৫২২০৮ ০১৬৭২৭০৪৫৩৩	democox'sbazar@bmet.gov.bd
রাজশাহী বিভাগ				
২১.	**ডিইএমও, রাজশাহী** আরডি ভবন ২য় তলা, টিটিসি ক্যাম্পাস, সপুরা, রাজশাহী	জনাব মোহাঃ আব্দুল হান্নান সহকারী পরিচালক (অতিঃ দা:)	০৭২১-৭৬০৭৭৬ ০১৭১৯-৬১৮৫৮৭	demorajshahi@gmail.com
২২.	**ডিইএমও, বগুড়া** কনভেনশন সেন্টার সংলগ্ন, মালতি নগর, বগুড়া	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৫১-৬৬৯৬২ ০১৭১৫১৩৯১৩৯	demobogra@bmet.gov.bd
২৩.	**ডিইএমও, পাবনা** কফিল উদ্দিন পাড়া, চারতলা মোড়, পাবনা	জনাব আখলাক উজ জামান সহকারী পরিচালক	০৭৩১-৬৫৪০৮ ০১৭২৭-৩১৮৩৫৩	demopabna@bmet.gov.bd
২৪.	**ডিইএমও, সিরাজগঞ্জ** প্লট নং-৮৯৬, নিউ বগুড়া রোড, (এম, এ মহিন সড়ক) সিরাজগঞ্জ।	জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহকারী পরিচালক	০৭৫১-৬৪০১৫ ০১৭১৬১৬০৫৮০	demoserajgonj@bmet.gov.bd
২৫.	**ডিইএমও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ** ২৪৯ শাহীবাগ (সার্কিট হাউজ মোড়) থানা ও জেলা ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	জনাব কার্তিক চন্দ্র দেবনাথ সহকারী পরিচালক	০৭৮১/৫৩০৯১ ০১৭২৭৩৩১৮৭৪	demochapainawabganj@bmet.gov.bd
২৬.	**ডিইএমও, জয়পুরহাট** সওদাগর হাউজ, জামালগঞ্জ রোড, জয়পুরহাট।	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন উপসহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৫৭১/৬২১৩১ ০১৭১৮৯৯৫৫১০	demojoypurhat@bmet.gov.bd
খুলনা বিভাগ				
২৭.	**ডিইএমও, খুলনা** নাহার ম্যানশন, বাড়ী নং-১৫০, রোড নং-৯ সোনাডাংগা আবাসিক এলাকা (১ম ফেজ), খুলনা।	জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী উপ-পরিচালক (চলতি দা:)	০৪১/৭৩১৭৫২ ০১৭২১৪৭৪৫৪৭	demokhulna@bmet.gov.bd

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
২৮.	**ডিইএমও, যশোর** প্লট নং-৬৪, সেক্টর-২, হোল্ডিং নং-৫, নিউমার্কেট, ঢাকা রোড, যশোর।	জনাব শাহরিয়ার হাসান উপসহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৪২১/৬৬৯১৬	demojessore@bmet.gov.bd
২৯.	**ডিইএমও, ঝিনাইদহ** ৯৮২, সার্কিট হাউজ রোড, চাকলা পাড়া, ঝিনাইদহ।	জনাব সবিতা রানী মজুমদার সহকরী পরিচালক	০৪৫১/৬২৯১৯ ০১৭১৫৮৬৭৯৩৮	demojhenaidah@bmet.gov.bd
৩০.	**ডিইএমও, চুয়াডাঙ্গা** বাড়ী নং-০৫, রোড নং-০৫, সদর হাসপাতাল রোড, চুয়াডাঙ্গা।	জনাব মোহাম্মদ হাসান আল কামাল সহকারী পরিচালক	০৭৬১/৬২৬৫১ ০১৯১৪৮১৮১৮০	demochuadanga@bmet.gov.bd
৩১.	**ডিইএমও, কুষ্টিয়া** মাতৃছায়া ৭/৯, পিটিআই রোড (৩য় তলা), কুষ্টিয়া।	জনাব মসফিকুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৭১/৭৩৩৮৬ ০১৭১৫-৬৫২৬৭৫	demokustia@bmet.gov.bd
৩২.	**ডিইএমও, সাতক্ষীরা** শহীদ নাজমুল সরণী, মাস্টারপাড়া মোড়, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।	জনাব মোস্তফা জামান সহকারী পরিচালক	০৪৭১/৬৩২৪০ ০১৭১০১২৩৭০৯	demoshatkhira@bmet.gov.bd

বরিশাল বিভাগ

৩৩.	**ডিইএমও, বরিশাল** মুসলিম পাড়া, চৌমাথা, সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের সম্মুখে, বরিশাল।	জনাব এ কে এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক	০৪৩১/৬৩৬৪৩ ০১৭১৫৮৫১৫৩৩	demobarisal@bmet.gov.bd
৩৪.	**ডিইএমও, বরগুনা** রশীদ ভবন, কলেজ ব্রাঞ্চ রোড, বরগুনা।	জনাব এ কে এম সাহাবুদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (অঃ দাঃ)	০৪৪৮/৬২২৫৬ ০১৭১৫-৮৫১৫৩৩	demobarguna@bmet.gov.bd
৩৫.	**ডিইএমও, ভোলা** তালুকদার সড়ক, কালিনাথ বাজার ৪র্থ তলা, ভোলা।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সহকারী পরিচালক	০৪৯১/৬২৮৩২	demobhola@bmet.gov.bd mosharrafadbmet@gmail.com
৩৬.	**ডিইএমও, পটুয়াখালী** ১৯/১, কালিকাপুর, ছোট চৌরাস্ত, খন্দকার মটরস এর ২য় তলা, পটুয়াখালী।	জনাব মোঃ মাহমুদ উল্যাহ আকন্দ সহকারী পরিচালক	০৪৪১/৬২১৪০ ০১৭৯৫৮৫২৮৬৪	demopotuakhali@gmail.com

রংপুর বিভাগ

৩৭.	**ডিইএমও, রংপুর** ধর্মদাস, তামাপাট, নগর মীরগঞ্জ, রংপুর।	জনাব আমেনা পারভীন সহকারী পরিচালক	০৫২১/৬৫৪২৯ ০১৭১১১৫৯৩০৬	demorangpur@bmet.gov.bd
৩৮.	**ডিইএমও, গাইবান্ধা** ডি, বি, রোড, (ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন), গাইবান্ধা।	জনাব মোঃ নেশারুল হক উপ-সহকারী পরিচালক (এসএসও থেকে পদোন্নতি প্রাপ্ত)	০৫৪১-৫১৮৪২ ০১৭১২২৯৮৩৮৯	demogaibandha@bmet.gov.bd

ক্রম.	অফিসের নাম ও ঠিকানা	অফিস প্রধানের নাম ও পদ নাম	ফোন/মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
৩৯.	**ডিইএমও, পঞ্চগড়** সাং-মসজিদপাড়া, সদর রোড, জেলা-পঞ্চগড়।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৫৬৮/৬১৩৭৭ ০১৭৫৫৪২৯৮১৪	demopanchagar@bmet.gov.bd
৪০.	**ডিইএমও, দিনাজপুর** মিশন রোড, হোল্ডিং নং-১২২ (জেলা শিশু একাডেমি ও গণ-গ্রন্থাগার অফিসের পাশে), ২য় তলা, দিনাজপুর	জনাব মোঃ আঃ হাকিম প্রামানিক উপসহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০৫৩১/৬৫০৫৯ ০১৭৪০৬২৮৫৩৮ ০১৪০৪৪১৩১৩৯	demodinajpur@bmet.gov.bd

সিলেট বিভাগ

৪১.	**ডিইএমও, মৌলভীবাজার** রাজা কমপ্লেক্স (৩য় তলা) ঢাকা সিলেট রোড, বড়হাট।	জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন সহকারী পরিচালক	০৮৬১/৫২১৯৯ ০১৯১৫-০৮০৯৩৬	addemomoulvibazar2@gmail.com
৪২.	**ডিইএমও, সিলেট** বাড়ি নং-১, রোড নং-৪১, ব্লক-সি, উপশহর, সিলেট।	জনাব মীর কামরুল হোসেন সহকারী পরিচালক	০৮২১/৭১৭৫৩৪ ০১৬৭৭১৩১৯৫৪	demoadsylhet@bmet.gov.bd



উল্লেখযোগ্য স্থির চিত্র



বিদেশে মৃত কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও IM Japan এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শতবর্ষে জাতির পিতা, সুবর্ণে স্বাধীনতা
অভিবাসনে আসবো মর্যাদা ও নৈতিকতা

মুজিববর্ষের আহবান

দক্ষ হয়ে বিদেশ যান

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্ট ছাড়া দালাল কিংবা অন্য কারও সাথে আর্থিক লেনদেন করবেন না।

অভিবাসন এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বিএমইটি, নিকটস্থ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: www.bmet.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

www.probashi.gov.bd

উন্নয়নের জন্য
শ্রম অভিবাসন



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড ইস্কাটন, ঢাকা।	ফোন : +৮৮-০২-৮৩৩৩৬০৪	www. probashi.gov.bd